ভদ্রার্জ্জুন কাব্য।

৺গোপালচন্দ্র দত্ত

ও

শ্রীভুধর চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীপুলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৩০ নং হাজরা রোড,

কলিকাতা।

১৩২৪ সাল।

মূল্য ১।॰ টাকা।]

printed by
Gosta Behary Dass,
THE CALCUTTA FINE ART COTTAGE.
64a, Dhurramtollah Street, Calcutta.

ভূমিকা।

ভদ্রার্জ্জুন কাব্য প্রায় ছত্রিস্ বৎসর পরে ঈশ্বরেচ্ছায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। আমার প্রিয়বন্ধু ৺গোপালচন্দ্র দত্ত এই কাব্যখানির রচয়িতা। ইনি ভবানীপুর কাঁসারিপাড়ায় কাংস্যবণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁসারিপাড়ায় অ স্থানকালে আমাদের সহিত ইঁহার প্রথম পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় অত্যল্পকালের মধ্যেই সৌহার্দ্দে পরিণত হয়। এই সময়ে ভবানীপুরে "সুধাকর প্রেস" নামক আমাদেরই মুদ্রাযন্ত্র হইতে আমার অগ্রজ স্বর্ণলতাপ্রণেতা ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত "কল্পলতা" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। গোপাল বাবু উক্ত মাসিক পত্রিকাতে নানাবিধ হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধ ও সুললিত কবিতাদি লিখিতেন। এই পত্রিকাতেই "দ্রৌপদীরবস্ত্র হরণ" নামক সুমধুর ও ওজস্বিনী ভাষায় একটী কবিতা লেখেন। এই মনোহর কবিতাটী পাঠ করিয়া কল্পলতার পাঠকবর্গ তাঁহার কবিত্ব ও ধীশক্তির বিলক্ষণ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই গোপালবাবু ভদ্রার্জ্জুনকাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। জানি না, হয়ত মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুভদ্রাহরণ বিষয়ের ভবিষ্যৎ বাণী ইঁহাকে প্রথমে এই কাব্য লিখিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। মাইকেলের সেই উক্তি বোধ হয় কাহারও নিকট অবিদিত নাই :—

"কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষিকুলরত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণগীত, তুষি বিজ্ঞজনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এসংগীত ব্রতে।"

আমাদের মতে বোধ হয়, গোপাল বাবুই সেই ভাগ্যবানতর কবি হইতেন; কিন্তু এই পুস্তকের একাদশ সর্গ শেষ করিয়া দ্বাদশ সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিলেই করাল কাল তাঁহাকে কবলিত করিয়া সম্যক যশোভাগী হইতে দেয় নাই।

কল্পলতায় ভদ্রার্জ্জুন পাঠ করিয়া লোকমুখে আর সুখ্যাতি ধরিত না। ইহার ছন্দলালিত্য, শব্দবিন্যাস, উপমা ও কবিত্ব দেখিয়া স্বর্ণলতা-প্রণেতা বলিয়াছিলেন যে এই কাব্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধের" নিম্নেই স্থান পাইবে। কাশীনিবাসী ৺হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা ইহার কবিতা পাঠ করিয়া প্রতি মাসেই পত্রদ্বারা আমাদিগকে জানাইতেন "এমন কবিতা আমি কখন কোন মাসিক পত্রিকায় পাঠ করি নাই।" দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ন্যায় গোপালবাবু ভদ্রার্জ্জুন কাব্যখানিকেও তিন চারি সর্গে শেষ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু জন সাধারণের প্রশংসাবাদে ও আমাদিগের অনুরোধে ইহাকে মহাকাব্য করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এজন্য পাঠকবর্গ অবহিত চিত্তে পাঠ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে ইহার প্রথম তিন সর্গের ভাষা অপেক্ষা ৪র্থ ও তৎপরবর্ত্তি সর্গগুলি অধিকতর মধুর ও ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত অর্থাৎ মহাকাব্য যেরূপ ভাষায় শোভা পায় সেইরূপ ভাষাই ইহাতে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন।

দুর্ভাগ্যবশত ভদ্রার্জ্জুন প্রকাশ করিয়া পঞ্চম সর্গ বাহির হইবার সময় কল্পলতা চতুর্থ বৎসরে উঠিয়া যায়। ইহার অব্যাহিত পরেই আমরা কাঁসারি পাড়া হইতে স্থানান্তরিত হই সুতরাং গোপাল বাবুর সহিত সদা সর্ব্বদা দেখা শুনা আর ঘটিয়া উঠিত না। এই স্থান পরিবর্ত্তনই কাব্যখানি লেখার অন্তরায় হইয়া উঠিল। তথাপি ভদ্রার্জ্জুনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা প্রতি শনিবারে গোপালবাবুকে নিমন্ত্রণ করিতাম। এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে সপ্তাহ ধরিয়া তিনি যাহা লিখিবেন, শনিবারে আসিয়া তাহা সমস্তই আমাকে লিখাইয়া দিবেন। কিছুদিনের পর গোপাল বাবু আর আসিতেন না, সুতরাং ভদ্রার্জ্জুনও এক প্রকার বন্ধ হইল। আবার সাধ্য সাধনাদ্বারা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং আমাকেও লিখাইয়া দিয়া যান। এইরূপে একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইল।

কাব্যখানি আমার ও আমার পরিবারস্থ সকলেরই বড় আদরের দ্রব্য যখনই হইয়া উঠিল। তাঁহাদের সকলেরই ইহার অধিকাংশ কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। ভদ্রার্জ্জুনের পাণ্ডুলিপিখানি দেখিতাম তখনই এমন সুন্দর জিনিসটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, এই ক্ষোভ হৃদয়ে উদিত হইত। মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম কাব্য খানি আমিই শেষ করি কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আমার নিজের স্পর্দ্ধায় নিজেই হাসিয়া ফেলিতাম।

বহুদিন অতীত হইলে আমার পুত্রগণের যত্নে আবার গোপাল বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম। এই সময়ে মৎপ্রণীত কয়েকটী ভদ্রার্জ্জুনের কবিতা দেখাইয়া তাঁহাকে কহিলাম "এই রকম লিখিলে যদি চলে তবে আমিই না হয় লিখিয়া ফেলি।" আবার আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহারই সমক্ষে কহিলেন, "কাকার ত কবিতা কয়টী বেশ হইয়াছে, আপনিই তবে ভদ্রার্জ্জুন সম্পূর্ণ করুন না?" গোপাল বাবু এই সমস্ত কথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। তৎপর দিবস তাঁহার পত্র পাইলাম তাহাতে লিখিয়াছেন "তুমি গণেশ নির্ম্মাণে ক্ষান্ত হও, আমিই কাব্যখানি শেষ করিব।" তাহার অর্থ এই বুঝিলাম যে, তাঁহার নির্ম্মিত মনুষ্যদেহে আর গজমুণ্ড যোজনা করিবার প্রয়োজন নাই। তখন বুঝিলাম গোপাল বাবুর ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি "রক্তপান" নামক ছোট একটী অসম্পূর্ণ কবিতা শেষ করিয়া ভদ্রার্জ্জুনের দ্বাদশ সর্গ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার কিয়দংশ লিখিয়াই সপরিবারে সেতুবন্ধে যাত্রা করেন। তথা হইতে মাস দুই পরে বাটী আসিয়া আবার কাশীধামে যাত্রা করেন। তথায় দিন পোনর মধ্যে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয় এবং সেই সময় হইতে মাস খানেকের মধ্যে কাঁসারিপাড়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভদ্রার্জ্জুন সম্পন্ন করিবার আশা ভরসা গোপাল বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইল। তখন আমরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম যদি কোন কবি পারিশ্রমিক লইয়া কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিয়া দেন, কিন্তু সে আশাও বিফল হইল। পরে একদিন আমার পুত্রের মুখে শুনিলাম গোপাল বাবুর জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র সময়ে সময়ে কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং তিনিই কাব্যখানি শেষ করিয়া দিবেন। মাস দুই পরে গোপাল বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান ললিত মোহন দত্ত বিংশতি সর্গে পুস্তকখানি শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে লেখা সাধারণের সমক্ষে বিশেষ গোপাল বাবুর রচনার সঙ্গে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। কাজেই অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে সেই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা ইহাকে ১৮ সর্গে সম্পূর্ণ করিলাম। ললিত মোহনের রচনার কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও কিয়দংশ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল এবং অবশিষ্ট কয়েক সর্গ নূতন রচনা করিয়া বাহির করিলাম। প্রত্যুত ললিত মোহনের এই কবিতা না পাইলে আমরা ইহার সম্পূর্ণ করিবার সাহস পাইতাম না। এই রচনাকালে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহার সাহায্য না পাইলেও আমি কিছুই করিতে পারিতাম না। যে প্রকারেই হউক

ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে গণদেব প্রকাশ্যে বাহির হইলেন। যদি ইহাতে পাঠক-বর্গের সামান্য তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারে তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কবি না হইয়াও কাব্যখানি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, ৺গোপাল বাবুর ন্যায় সুকবির কবিতা জনসমাজে প্রকাশিত না হইলে আমাদের মনে বড়ই দুঃখ থাকিয়া যাইত। এক্ষণে পাঠক বর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন তাঁহারা যেন একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া কাব্যের দোষগুণ বিচার করেন। ইতি—২৬শে ভাদ্র, ১৩২৪ সাল।

শ্রীভূধর চন্দ্র শর্ম্মা।
৩০নং হাজরা রোড, কলিকাতা।

ভদ্রার্জ্জুন কাব্য

প্রথম সর্গ।

আকিঞ্চনহৃদে ঊর মা বরদে !
পূজিব বাসনা অভয় শ্রীপদে
দিব সযতনে পদ-কোকনদে
গাঁথিয়া কবিতা-কুসুমহার।

এস মা ! তোমার করুণা সমীরে
অর্চ্চনা-কুসুম ফুটুক অচিরে,
যেন মা, বাজে না কোমল চরণে
কঠিন অফুল্ল প্রসূন-ভার।

কবিকুলগুরু বাল্মীকি অমর,
ব্যাস মহাচেতা মহর্ষি প্রবর,
কবি কালিদাস যশোবিভাকর
শ্রীকণ্ঠ, ভারবি, শ্রীহর্ষ, বাণ,

কেন্দুবিল্বনীড়ে পালিত সুস্বর
কাব্য-উপবনে মত্ত পিকবর
জয়দেব কবি মোহে নারী নর
এ ভুবনে যার মধুর গান,

তুলসী, গোবিন্দ, চণ্ডী, কাশীদাস,
মুকুন্দ, ভারত, হেম, কীর্ত্তিবাস,
বঙ্গের ভূষণ শ্রীমধুসূদন
ভারতের যত সুকবি বর

সবার মোহিনী-কল্পনা-প্রসূত
বিচিত্র কুসুমে ও পদ সজ্জিত
এ মালা তাহাতে ? একি বিড়ম্বনা !
দুরাশায় মম হাসিবে নর।

কিন্তু জানি আমি, বরপুত্রগণে
তুষিতে মায়েরে যবে সযতনে
উপাদেয় যত লয়ে কত মত
দেয় উপহার তুষিয়া মায়,

শিশুপুত্র যবে তা সবা হেরিয়া
তুচ্ছ ক্রীড়নক যতনে লইয়া
প্রেমে মার পদে ধরি দাঁড়াইয়া
হাত তুলি মায়ে দিবারে চায়,

সমান আদরে জননী তখন
সে তুচ্ছ সামগ্রী করেন গ্রহণ,
বরঞ্চ শিশুরে অধিক আদরে
কোলে লয়ে মুখ চুম্বেন তার।

উরগো তবে মা শ্বেতাঙ্গ বিভাসে !
নাশি তনয়ের অজ্ঞান তমসে
অবল হৃদয় নাচিয়া উল্লাসে
হউক সমর্থ গাঁথিতে হার।

একাদশ বর্ষ বঞ্চিয়া কাননে
আইলে ফাল্গুনী দ্বারকা ভবনে
রৈবত অচলে শ্রীকৃষ্ণের সনে
স্ত্রীগণে ভেটিতে গেলেন বীর,

হৃদয়মোহন নিরখি অর্জ্জুনে
যবে ভদ্রাবতী প্রণয় আগুনে
কাঁদিলা ফুলিয়া, বাসুদেবপ্রিয়া
সান্ত্বায়ে মুছিলা নয়ননীর,

নিশার বারতা শুনি যদুমণি
বলিলা ভদ্রারে দিবারে তখনি,
যান কৃষ্ণপ্রিয়া ভদ্রারে লইয়া
আসি দ্বারদেশে নিশার মাঝ,

অর্জ্জুনে জাগায়ে ভাষিলা সুন্দরী
"খোল দ্বার পার্থ ! নিদ্রা পরিহরি
অনুপমা এক যাদবী কুমারী
বরিবে পতিত্বে তোমারে আজ।"

আরো কতমতে কহিলা যুবতী
ফিরাতে পার্থের প্রতিকূল মতি
বৃথা বাক্যজাল প্রসারিলা সতী
ব্যর্থ চতুরালি—কি ফল তায় ?

না টলিল তাহে জিতেন্দ্রিয় মন,
না করিলা পার্থ দ্বার বিমোচন,
সবার অজ্ঞাতে লাঙ্গলী-অমতে
যাদবীরে নিতে পার্থ কি চায় ?

যবে কামপ্রিয়া মোহন কজ্জলে
রঙ্গিলা ভদ্রার নয়নকমলে
খুলিলা কপাট মায়া-মন্ত্র-বলে
গাও লো কল্পনে ! কেমনে বালা

প্রাণেশে ভেটিতে পশিলা সদনে,
কেমনে গোপনে মিলিলা দুজনে,
রাম-প্রতিকূলে কিরীটী কেমনে
লভিলা ভদ্রার বরণমালা।

রতির মায়াতে ঘুচিল কপাট
প্রিয়দরশনে ভদ্রা পায় বাট
কিন্তু লাজভরে পদ নাহি সরে
কেমনে ভিতরে যাইবে ধনী।

উল্লাসে তরাসে কাঁপিছে হৃদয়,
কাঁপে পদযুগ কর-কিশলয়,
ক্ষণে মনে আশা, ক্ষণে উঠে ভয়
কি বলে না জানি হৃদয়মণি।

উন্মুক্ত-কপাটশবদে অমনি
নিদ্রালসতনু পাণ্ডব নৃমণি
উঠিয়া বসিলা, যেন কালফণি
হড়পী খুলিলে উন্নতফণ।

ধরিয়া কৃপাণ বামেতর করে
গর্জ্জিলা বীরেন্দ্র সুগভীর স্বরে,
"শমনসদনে গমনের তরে
এ নিশীথে কার হলরে মন?

চোর কি বাতুল যে হোস্ দুর্ম্মতি!
অর্জ্জুনের হাতে নাহি অব্যাহতি,
প্রতিফল দানে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
পশুসম তোর কাটিব শির।"

সহসা শিঞ্জিল রমণী-ভূষণ,
বিরমে সপদি বীরেন্দ্রবচন,
কেবা ও রমণী ভাবিয়া অমনি
নতশির লাজে হইলা ধীর।

এই মাত্র যারে ক্রোধে বীরমণি
কাটিবারে দর্পে ধাইলা ফাল্গুনী
সে পুরুষ নয়, অবলা রমণী
অবধ্য অস্পৃশ্য বীরের মাঝ।

কিন্তু একি একি! রমণী সাহসে
বুঝে কি আবল্য বীরের মানসে?
অটল চরণে গজেন্দ্র গমনে
পশিছে সদনে নাহিক লাজ।

"নির্লজ্জে নির্লজ্জে!" গর্জ্জিলা নৃমণি
"কি বলিব তুই অবধ্য রমণী,
নহিলে মস্তক কাটিয়া এখনি
শিখাতাম তোরে সুজন-কাজ।

কিন্তু হেন মনে নাহি দিও স্থান,
অবলা বলিয়া পাবি পরিত্রাণ,
শূর্পণখা মত কাটি নাক কাণ
শিখাইব তোরে রমণী-লাজ।

আর কভু লয়ে কুরূপ বদন
নারিবি যাইতে পুরুষ সদন,
যত যদুনারী দিবে টিটিকারী,
নির্লজ্জার হেন উচিত সাজ।"

ক্রোধভরে বীর গেলা অগ্রসরি,
ভয়ে জড় সড় কাঁপিলা সুন্দরী,
অচল চরণ কাঁপে থরহরি
কাতরা কুমারী অর্জ্জুনে চায়।

কনক দীপালী চারিদিকে জ্বলি
ভদ্রার ভূষণরত্নে প্রতিফলি
দেবকন্যা প্রায় তরল প্রভায়
আবরিল মরি রুচির কায়।

আকম্পিত চারু প্রবাল-অধর,
চুম্বে গণ্ডযুগ অলকানিকর,
পারিজাত-মালা কবরী উপর
শোভিছে সমীরে সুরভি করি।

যৌবন মাধুরী, সৌন্দর্য্য গরিমা,
প্রফুল্ল কান্তির চারু মধুরিমা,
দাঁড়াল সম্মুখে মোহিনী প্রতিমা
বীরেন্দ্র হৃদয় লইতে হরি।

কুরঙ্গ চটুল আকুল নয়নে
নেহালিল বালা ক্ষণে প্রিয়জনে,
ভাবের বারিধি বহিল সে স্থানে
স্নেহোচ্ছাস ভয় উথলে তায়,

সে কোমল দৃষ্টি যাচিল কাতরে,
"ও কি কর নাথ! প্রাণ কাঁপে ডরে,
শরণ-আগত অবলা বালারে
এত কি উচিত নিদয়প্রায়?

রুদ্রভাব ছাড়ি প্রসন্ন হইয়া
অধিনীরে প্রভু বারেক চাও,
সদয় হইয়া অভয় দানিয়া
দাসীরে চরণে শরণ দাও।”

হৃদয়ের ভাষা নয়ন ভাষিল,
সে দীন কটাক্ষ কিরীটী হেরিল,
নয়নে নয়ন দোঁহার মিলিল,
লাজে বিধুমুখী বিনত মুখ;

সে কোমল দৃষ্টি কুসুম সমান
ভেদিল অমনি হৃদয়-পাষাণ
অকস্মাৎ বীর হইলা অধীর
চাপিলা হৃদয়ে অব্যক্ত দুখ।

থামিল বাক্যের স্রোত অকস্মাৎ,
সে মোহন অঙ্গে কে করে আঘাত,
নাসা কর্ণ তার কে কাটিবে আর
সে দর্প প্রতিজ্ঞা উড়িল বায়,

বালা-বিভীষিকা দুরন্ত কৃপাণ
ফেলাইলা দূরে পার্থ দিয়া টান,
দূরে গেল রাগ, পলাল বিরাগ,
সস্নেহ নয়নে নেহালে তায়।

এমতি উন্নতফণ বিষধর
ধরিলে ঔষধি মস্তক উপর
ফণা গুটাইয়া, প্রণত হইয়া,
হয় শান্তমতি নির্বিষপ্রায়।

কৃপাণ-নিক্ষেপ-শবদ শুনিয়া
কামিনী হৃদয় উঠিল নাচিয়া
পুলকে বদনকমল তুলিয়া
চাহে প্রিয়পানে শশাঙ্কমুখী,

কৃতজ্ঞতা প্রেম উথলে বদনে,
আবার মিলিল নয়ন নয়নে,
ছায়িল রক্তিমা সুবর্ণ বদনে,
আবার বিনত কমল-আঁখি।

আবার কটাক্ষ ? ওকি ধনঞ্জয় ?
কেন দুরু দুরু করে ও হৃদয়
কিসের উল্লাস, কিসের বা ভয়,
ও বজ্র হৃদয়ে বিকার কেন ?

বুঝিনু কুসুমে ভেদিল অশনি,
নহে কেন আজি পাণ্ডব নৃমণি
নিস্পন্দ নয়নে সুন্দরী-বদনে
রয়েছে চাহিয়া মূরতি হেন ?

দাঁড়ায়ে ফাল্গুনী অবশ অন্তরে,
নীরস রসনা বাক্য নাহি সরে,
কোথায় বাগ্মীতা, কোথা তেজস্বীতা,
মোহিনী-কটাক্ষে লুকাল অই !

শ্লথকরযুগ সুদীর্ঘ মাংসল
ঝুলে যেন মৃত পন্নগযুগল,
অবোধের মত চাহে অবিরত
জীবন মরণ ও রামা বই।

অমানুষী শক্তি চালিয়া বিজয়
দলিলা হৃদয়ে মূঢ় ভাবচয়,
বজ্রসার পুন বীরেন্দ্রহৃদয়,
অঙ্গ-শিথিলতা হইল দূর।

ছিন্ন ভিন্ন করি মোহ-মেঘদল
বিকাশিল জ্ঞান-চন্দ্রমা নির্ম্মল,
স্নিগ্ধ সকরুণ বিশাল নয়নে
যাদববালারে হেরিলা শূর।

"একি ভদ্রে! তব এ কেমন রীত?"
ভাষিলা মৃদুল-ভাষে ধনঞ্জিৎ,
"হেন কর্ম্ম কভু তব কি উচিত?
আশ্চর্য্য হৃদয়ে মানিনু আজ।

অবোধ বালিকা নহ গুণবতি!
বিদুষী সুশীলা তুমি বুদ্ধিমতী,
সরলতা মাখা সদা শুদ্ধমতী,
ছি ছি ভদ্রে! একি তোমার কাজ?

উচ্চ যদুকুল প্রবল প্রতাপ
ভুবনে বিদিত যার বীরদাপ,
কি কথা অপরে? অমরনগরে
বিজিত আপনি অমররাজ।

এ কুলের যেন মুকুট-ভূষণ
তুমি যাদবের আদরের ধন,
লাঙ্গলী কৃষ্ণের যতন-রতন,
ছি ছি ভদ্রে! একি তোমার কাজ?

প্রকৃতির ভূষা ললনা-শোভন,
লজ্জা সরলতা ললনা-ভূষণ,
সরমভূষণা সে কুলললনা
তুচ্ছ তার কাছে রতন সাজ।

অতুল সৌন্দর্য্যে প্রকৃতি সুন্দরী
গড়েছে তোমাকে, মনোমোহকরী
মানসিক শোভা দিয়াছে বিতরি,
ছি ছি ভদ্রে! একি তোমার কাজ?

অনূঢ়া কুমারী নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে
পশে একাকিনী নিশীথ সময়ে
পুরুষ সদনে, এ তিন ভুবনে
এ কলঙ্ক থুতে আছে কি ঠাঁই?

সামান্য যাদবী হইতে এমন
হইত যদ্যপি থাকিত গোপন,
কে কোথা পুছিত, কে কোথা শুনিত,
সে আগুণে ত্বরা পড়িত ছাই।

কিন্তু যে ললনা যাদবী-ললাম,
রটে যদি কভু তাহার দুর্ণাম,
ভেবে দেখ সতি! তুমি বুদ্ধিমতী
আমি কি তোমারে বলিব আর।

ভেবে দেখ ভদ্রে! কি ফল ফলিবে
স্বদেশে বিদেশে কত কি বলিবে,
কোমল হৃদয়ে কেমনে সহিবে,
কেমনে বহিবে সে দুঃখভার?

জননী তোমার কন্যাগতপ্রাণ
হেরি তনয়ার তাপ অপমান
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ত্যজিবে পরাণ
উচ্চ যদুবংশ পাইবে লাজ।

জরাকৃশ-তনু জনক তোমার
নারিবে বহিতে সে দুঃসহ ভার,
রাম কৃষ্ণ বীর হবে নতশির,
ছি ছি ভদ্রে! একি তোমার কাজ?

স্বপনেও হেন না জানি কখন
ভদ্রা গুণবতী নিলর্জ্জ এমন—"
নিরবিলা পার্থ থামিল ভৎ´সন
নাহি সরে আর বদনে ভাষ।

আবরি বদন দুকূল-অঞ্চলে
ভাসে বিধুমুখী নয়নের জলে,
থর থর থর ফুলিছে অন্তর
ঘন ঘন বহে গভীর শ্বাস,

নিরবিলা পার্থ ব্যথিত অন্তরে,
কেন প্রাণ কাঁদে নিল´জ্জার তরে,
কি মন্ত্র সে জানে, কেন প্রাণ টানে
মুছাতে যতনে নয়ন-জল?

বজ্রসম ছিল যে হৃদয়সার
কুসুম কোমল কেন রে আবার,
একি হল জ্বালা, অবলা যে বালা
কেমনে সে হরে বীরেন্দ্র-বল!

পুনঃ সংযমিয়া হৃদয়ের রতি,
ভাষে মৃদু স্বরে, পার্থ মহামতি,
কম্পিত অন্তর, ঘন বাধে স্বর,
আকম্পিত কণ্ঠ কহিতে ভাষ।

"ক্ষমা কর ভদ্রে! কাঁদিও না আর,
করে থাকি যদি কটু তিরস্কার
ক্ষমা তব ঠাঁই যাচি শতবার,
যাও তুমি কিন্তু আপন বাস।

থেক না দাঁড়ায়ে, বিলম্ব না সয়,
কাঁদিতে এখন নাহি যে সময়,
কে কোথা দেখিবে, অনর্থ হইবে,
কত মিথ্যা কথা রটিবে নর।

অনূঢ়া কুমারী কি হবে তোমার,
আমাকেও ঘৃণা করিবে সংসার,
ক্ষমা করি দোষ ত্যজ অভিরোষ,
যাও ত্বরা করি আপন ঘর।"

বসনে সুন্দরী মুছিলা নয়ন,
রোষে অভিমানে আরক্ত বদন,
প্রবাল-অধর স্ফুরিত সঘন,
অর্জ্জুনে মানিনী নাহিক চায়।

নয়নপঙ্কজে নির্ম্মল ধবলে
শোণিত প্রবাহে সূক্ষ্ম শিরাদলে
ফুলিয়া সে সিতে ছাইল লোহিতে
অপ্রকৃত ভাতি নিকসে তায়।

কর্ত্তব্যবিমূঢ় হেরি সে মূরতি,
রহিলা চাহিয়া অর্জ্জুন সুমতি
কি করে, কি বলে, এবে গর্ব্ববতী,
উৎসুক হৃদয়ে জানিতে বীর ।

না কহে বচন কোন গরবিণী,
গৃহের বাহিরে না যায় মানিনী,
অসমান গতি ধায় রোষবতী
কি জানে, কি মনে করেছে স্থির ।

ওকিও ! বালিকা সুদৃঢ় মুষ্টিতে
তুলিলা কৃপাণ ধরণী হইতে,
প্রতিফলে অসি প্রদীপাবলীতে
ঝলসিয়া আঁখি বিজলী-প্রায় ।

একি ! একি ! বালা সুদৃঢ় হৃদয়ে
কৃপাণফলাগ্র লক্ষিয়া নির্ভয়ে,
একি ভয়ঙ্কর হয়ে রোষপর
আপনি আপনা নাশিছে হায় ।

স্ত্রীহত্যা ! অর্জ্জুন ! দেখ কি চাহিয়ে
বিকৃত আরাবে প্রকোষ্ঠ পূরিয়ে,
ভীত বীরবর সকৃপাণকর
ধরিলা অমনি ধাইয়া ত্বরা ।

সভয়ে কাতরে নেহালিয়া বীর,
হেরিলা কুমারী অক্ষতশরীর,
সানন্দ নৃমণি, নাচিল ধমনী,
ফুলিল হৃদয় পুলকে ভরা ।

অভিপ্রেত কাজে হয়ে প্রতিহত
অভিমানে রোষে মন বিপ্রকৃত,
ছাড়াইতে কর উন্মাদিনী মত
সঘন সুন্দরী প্রকাশে বল।
মহাগিরি যবে প্রতিরোধে গতি
পবন-বিক্ষিপ্তা নদী বেগবতী
তরঙ্গপ্রহারে ঠেলিয়া তাহারে
প্রবাহিতে কভু পারে কি জল?
অবলা কি পারে ছাড়াতে সে কর?
কুসুমকোমল সে ভুজ সুন্দর,
প্রকাশিয়া বল পীড়িল কেবল,
বিরমিল বালা, কি করে আর।
বিফলে যত না, গুরু অভিমানে
কাঁদে ফুলে ফুলে আবরি বয়ানে,
অবলার বল, রোদন কেবল,
সে বল-সহিতে ক্ষমতা কার?
সুখের লাগিয়া যে কাজ সাধিলা
তাহাতে পড়িল বাজ,
দয়িত সকাশে গমন করিয়া
গালি মাত্র লাভ আজ।
কেমনে ছাড়িয়া যাইবে দয়িতে
সহেনা পরাণে তার,
অপমাতা কাছে থাকিবে কেমনে
সহিবে ভৎ র্সন আর?
প্রণয়পীড়িতা অবোধ বালিকা
সকলি সহিতে পারে,
আদরে যতনে সম্ভাষে সে যদি
পরাণ সঁপেছে যারে!

ইতি ভদ্রার্জ্জুনকাব্যে 'ভদ্রাভিগমনম্' নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! রোষে ভদ্রা বলে
মুছি অশ্রুধারা দুকূল-অঞ্চলে
সুবর্ণবদনে ধুইয়া কজ্জলে
পড়েছে কালিমা করিয়া ম্লান;
বিফল চেষ্টায় আলুথালু বেশ,
লোটায় ভূতলে দুকূলের শেষ,
ঝোলে রত্নমালা পড়ি পৃষ্ঠদেশ
হৃদয় হইতে হারায়ে স্থান।
সিক্ত আঁখিজলে অলকাগ্রদাম,
বঙ্কিম গরবে গ্রীবা অভিরাম
ঘন উঠে ফুলি, নাসিকা সুঠাম,
রক্তোৎপল আঁখি বিজলীভাস;
ক্রোধের উচ্ছ্বাসে রক্তিম আভায়
আবরিল চারু সুবরণ কায়,
অসি-ধরা শুম্ভ-বিনাশিনী প্রায়
দাঁড়ায়ে কুমারী সচন্দ্রহাস।
নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! ভাষে রোষ ভরে,
বিকৃত আরাবে ঘন ভগ্ন স্বরে,
অর্দ্ধ স্ফুট ভাষ, বিকৃত নিশ্বাস
হৃদয় কাঁপায়ে সঘন বয়।

নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! আরম্ভি রমণী
নারে কিছু আর ভাবিতে তখনি,
হৃদয় কম্পন বাড়িয়া অমনি
আকুলিল বাগ্‌যন্ত্রিকাচয়।

নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! ক্ষণেক বিরমি,
ভাষে পুন বালা বাগ্‌যন্ত্র যমি
"আর্য্য যদুবীর সদা কিরীটীর
সর্ব্বভূতে দয়া বাখানি কন।

"বুঝিলাম এবে মিথ্যা সমুদয়,
সখারে বাড়াতে কহেন নিশ্চয়,
কিম্বা নিজে তিনি সরলহৃদয়
কেমনে চিনিবে শঠের মন?

নহিলে যাঁহার প্রশান্ত সরল
বীরেন্দ্র-গঞ্জিত শরণ্যবৎসল
হেরিলে মূরতি হরষিতমতি
আশ্বাসিত হয় ভয়ার্ত্তজন।

গরলে বিধাতা তাঁহার হৃদয়
গড়েছে এমন কার মনে লয়?
না না আর্য্য কভু মিথ্যাবাদী নয়,
না চিনেন তিনি সখার মন।

নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! কৃপাণ-আঘাতে
নিলর্জ্জা অভাগী ত্যজিলে পরাণ
চিরদিন সে যে কাঁদিবে না আর
হবে একেবারে দুঃখ অবসান।

এ দয়ার কাজে অসি কলঙ্কিবে
ও পাষাণ-হৃদে কেন তা সহিবে—
নিত্য নিত্য স্মরি নিজ অপমান
মন্দ তুষানলে নিয়ত জ্বলিবে,
ধিকি ধিকি পুড়ি হবে ছারখার
নহিলে কি পূরে কামনা তোমার?
সর্ব্বভূতে দয়া বলেন শ্রীপাল—
তিলমাত্র তার থাকে যদি হৃদে
দেহ ছাড়ি কর, নির্লজ্জা পাপিনী
প্রায়শ্চিত্ত করি ঘুচায় জঞ্জাল।
অথবা অভাগী এ খড়্গ-আঘাতে
মরিতে যদি সে লভে কোন সুখ
সহিবে কি তাহা ও লৌহ-হৃদয়ে
কলঙ্কিত হবে অসি যে দয়াতে?
এই লহ তব চাহি না কৃপাণ,
সমুদ্রে লহরী, বহ্নি, হলাহল
আছে বহু ভূমে ভদ্রার কারণ,
দেহ ছাড়ি কর, যাই নিকেতন।
না চাহি অর্জ্জুনে অভিমানভরে
রাখি রক্ত-আঁখি কৃপাণ উপরে
ভাবিলা সুন্দরী, এবে কোপে দূরে
ফেলায়ে কৃপাণে অবনীতল,
টানিলা সুন্দরী ছাড়াইতে কর,
অমনি কটাক্ষ পড়ে পার্থপর,
ও কিও! গলিয়া শিলাময় হিয়া
নিষ্ঠুরের চোখে বহে যে জল?

গলদশ্রুধারা হেরি বালিকারে
উন্মাদিনীসম বিপ্রকৃত-দশা
নিরখি রামার, ব্যথিত ফাল্গুনী
রাখিতে নারিলা নয়ন-আসার।

আকুল কিরীটী, ভারান্বিত হিয়া,
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ আছেন চাহিয়া
সে রক্ত-নয়ন, আরক্ত বদন
আঁখি-তারপটে রয়েছে অঙ্কিত।

কামিনীর রুষ্ট বচনলহরী
ধ্বনিল কেবলি বিরল শ্রবণে,
ভাবগ্রহ তার হল না সবার,
কতক বুঝিলা, না বুঝিলা আর।

আকর্ষিতে কর ভদ্রা শশীমুখী
শ্লথমুষ্টি হতে ছাড়িল অমনি,
কিন্তু গৃহ ছাড়ি করিতে গমন
কেন কোপিনীর না চলে চরণ?

জাগে যে হৃদয়ে জ্বলন্ত বরণে
অশ্রুধারাকুল 'নিষ্ঠুরের মুখ,'
কাঁদিলা সুমুখী যার তিরস্কারে
তারে কাঁদাইয়া যাইতে না পারে।

অবনত মুখে দাঁড়ায়ে রমণী,
চারুপদনখে মুহূর্ত্তের তরে
কি আর করিবে? লিখিলা ধরণী
অনবস্থচিতে,—দুলিছে হৃদয়।

কণ্ঠ ধরি যারে যতনে অঞ্চলে
অশ্রু মুছাইতে চায় প্রাণ মন,
আপনি তাহারে কাঁদায়ে তেমন
স্থানান্তরে যেতে না চায় হৃদয়।

আবার স্মরিয়া পূর্ব্ব-অপমান
জ্বলিয়া মানস ধায় পলাইতে,
দুই ইচ্ছা মাঝে দুলিছে হৃদয়
কি করিবে কিছু নারি নির্দ্ধারিতে।

যেই মাত্র বালা টানি নিল কর,
চমকি উঠিলা পার্থ নরবর,
মুহূর্ত্তের তরে চাহি ভদ্রাপরে
রহে জড়বৎ নিশ্চলকায়।

বলেছিল যাহা ভদ্রা ক্রোধমনে
কিয়দংশ তার অস্ফুট বরণে
উঠিল ক্রমশ বিকল স্মরণে
সুপ্তোত্থ জনার স্বপনপ্রায়।

অমনি অর্জ্জুন শশব্যস্ত হয়ে
বালা-কর-যুগ ধরে স্নেহভরে,
পরশ-পুলকে শিহরি সুন্দরী
চাহে মুখ তুলি প্রিয়মুখ পরে।

অশ্রুধারাখিন্ন বীরেন্দ্র নয়নে
স্নিগ্ধ সুকোমল কটাক্ষ বর্ষিয়া
মিনতি করিল, কুমারী মোহিল,
পলাইল রাগ হৃদয় ছাড়িয়া।

"বিষ খাবে তুমি ?" ভাষিলা কিরী
কোমল মৃদুল কাতর বচনে—
সুদীন নয়নে চাহি বালা পরে,
স্নেহ-কাতরতা উথলে বদনে।

"বিষ খাবে তুমি ? না না বিধুমুখি !
ক্ষমি অভিরোষ, রাখ এ মিনতি
চাঁদ মুখে হেন সর্ব্বনাশী কথা
এন না, এন না কভু, প্রিয়সখি !"

একি ! "প্রিয়সখি" "চাঁদমুখ" আর
এ মধুর-ভাষ অর্জ্জুনের মুখে ?
হরষে রমণী ফুলিল অমনি
নাচিল হৃদয় নিরুপম সুখে।

বিজলী তরঙ্গ শিরায় শিরায়
ছুটিল সুবেগে নাচায়ে ধমনী,
চারু কোমলাঙ্গে পুলক বিতরি
ভাতিল মুখেন্দু আনন্দ বিভায়।

কিন্তু মানিনীর আদরের ভাষে
ফুলি অভিমান দ্বিগুণ বাড়িল,
স্ফুরিত অধর, কাঁপিল অন্তর,
আবার নয়নে বাষ্প আবরিল।

"ব্রহ্মচারী তুমি," ভাষিল সুন্দরী,
ঘন কাঁপে কণ্ঠ অভিমান ভরে,
নিঃসরে বচন রহিয়া রহিয়া,
কহিতে কহিতে অশ্রুধারা ঝরে।

"ব্রহ্মচারী তুমি, শুদ্ধ কলেবর,
কেন পরশিয়া অঙ্গ নির্লজ্জার
কর কলুষিত আপনার কর ?
পাপিনী-পরশে পাপের সঞ্চার।"

অভিমানে কণ্ঠ রোধিল বামায়,
ক্ষণেক নীরবে রহিলা যুবতী,
হৃদয়ের বেগ পুনঃ সংযমিয়া
সগর্ব্ব-বচনে ভাষিলা সুদতী।

"'নির্লজ্জা সুভদ্রা,' এ কথা লইয়া
জিজ্ঞাস প্রত্যেক যাদবী যাদবে
দেখিও সমস্ত দ্বারাবতীধামে
কি উত্তর দেয় নর নারী সবে

আদরের মেয়ে গরবিণী অতি,
অভিমানবতী না সহে বচন,
ইষ্টবস্তু পেতে বিলম্ব হইলে
অনর্থ ঘটায় করিয়া রোদন।

এ সকল দোষ, ভদ্রার চরিতে
আছে, না করিবে কেহ অস্বীকার,
'নির্লজ্জা সুভদ্রা' কিন্তু কারো মুখে
না পাবে শুনিতে দ্বারকা মাঝার।

আর্য্য চক্রধারী রামাদল সনে
রথে চড়ি যবে করেন ভ্রমণ
কশা রশ্মি ধরি সারথি হইয়া
ভ্রমেছি সে রথে এ তিন ভুবন।

কে পারে বলুক, এ তিন জগতে,
যে কেহ আমাকে দেখেছে তখন,
ভদ্রার বচনে, মুখে, অঙ্গভাবে
নির্লজ্জতা কেহ দেখেছে কখন ?

কিন্তু আজি হায়”, বলিতে বলিতে
গরবের স্বর আসিল কমিয়া,
আপনা আপনি লাগিল ভাষিতে,
কে শুনিছে কথা, মনে না রাখিয়া।

“কিন্তু আজি হায়, সখী সত্যভামা
এ কথা বলিয়া মোরে কতবার
সমস্ত দিবস করেছে লাঞ্ছনা,
আরো করিয়াছে কত তিরস্কার।

অন্য কোন দিন বলিলে এমন
অভিমানে ত্যজি অন্ন পান আগে
না ক'তাম কথা আজি তো তা সনে,
কে জানে আরো কি করিতাম রাগে।

আজি কিন্তু হায়, সে গর্ব্ব আমার
সেই অভিমান কে নিল হরিয়া,
গালাগালি খেয়ে কিঙ্করীর মত
ছিনু ছায়া সম পাছু পাছু তাঁর।”

“তবে গুণবতি!” ভাষে ধনঞ্জয়
বাধিয়া ভদ্রার বচনের গতি,
“দেবীর বচনে উপেক্ষা করিয়া
ক্ষমা তাঁরে আজি করেছ, সুমতি!

আমি কি এতই অক্ষম্য তোমার ?
অজ্ঞাত সামান্য মানব যে জন
যদি বা সে বলে অন্যায় বচন,
এত রাগ তাতে উচিত কখন ?”

তুলিয়া সুমুখী কমলনয়ন
ক্ষণেক চাহিলা অর্জ্জুনের ভিতে,
দেখিলা সম্মুখে যে করেছে চুরি
বালা হৃদয়ের গর্ব্ব অভিমান।

দেখিলা সম্মুখে যে জন তাহার
হরেছে সরম মরম হইতে,
যার কাছে আসি আপনা পাসরি
বহিছে সুন্দরী অপমানভার।

যার তরে ত্যজি শীল, মান, ভয়,
গর্ব্ব, অভিমানে বিসর্জ্জিয়া সুখে
আইল সুমুখী পাগলিনীপ্রায়
সেই অপমাতা দাঁড়ায়ে সম্মুখে।

আদর-পালিত রাজকন্যা হয়ে
হৃদয়েতে যারে ভাবিয়া আপন
ভিখারিণী সম আইলা সুন্দরী
সামান্য অজ্ঞাত বলে সেই জন ?

কেন সে বুঝে না অবলার ব্যথা
কে তারে বুঝাবে কেন কুলাঙ্গনা
সহিয়া নীরবে সখীর গঞ্জনা
অজ্ঞাত জনের নাহি সহে কথা ?

আবার গরবে পূরিল হৃদয়,
অভিমানে রোষে চাহিলা মানিনী,
বলেছিল পার্থ যে আদরভাষ
হৃদয় উচ্ছ্বাসে ভুলিলা ভাবিনী।

দুর্ব্বহ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া
ক্ষণে আলোড়িল অবলার হিয়া,
গর্ব্ব, অভিমান, দুঃখ, অপমান,
আপনা ধিক্কার, রমণী-লাজ,

মরণ-সঙ্কল্প, প্রণয়-নৈরাশ,
সবে একেবারে তুলিয়া উচ্ছ্বাস
তুমুল বিপ্লবে মানস প্লাবিয়া
মিশিল বালার হৃদয় মাঝ।

বিধুরা দুঃসহ হৃদয় পীড়নে
দাঁড়ায়ে কুমারী অচেতনাপ্রায়
নিষ্প্রভ-প্রভাত-শশাঙ্কে যেমতি
ছায় পাণ্ডুরিমা কমলবদনে।

আনত যুগল-অংস অভিরাম,
ঝুলিতেছে কর স্তিমিত, স্রস্তঠাম,
চরণ অচল, হৃদি শতদল
কাঁপায়ে মৃদুল বহিছে শ্বাস।

অশ্রুবিমোচনে আরক্ত নয়ন
শফরী চলতা ভুলিয়া আপন
স্ফটিকের মত চেয়ে অবিরত
নাহি আর তাহে জ্ঞানের ভাস।

"সামান্য অজ্ঞাত মানব যে জন",
নিকষিল ভাষ বালিকাবদনে
মৃদুল, মধুর, করুণ নিস্বনে
মোহিয়া শ্রোতার শ্রবণ হৃদয়,—
নিকষিল ভাষ বালিকাবদনে,
বিকল-চেতনা, কিন্তু সুদর্শনা
না জানে আপনি কি বলিছে বাণী,
কে শুনে, কে বলে, না জানে কুমারী ;
এমতি নিনাদে বীণা সুমধুর
শ্রবকজনের বিমোহিয়া মন,
কে তারে বাজায়, কিবা সে নিনাদে,
নাহি কিন্তু জানে বীণা অচেতন।
"সামান্য অজ্ঞাত মানব যে জন
নিষ্ঠুর বিধাতা কেন না তাহারে
সামান্য করিল ভারতভিতরে ?
কত রাজপুত্র আছে ত এমন !
সামান্য অজ্ঞাত মানব যে জন,
সুরধুনীজলে কুম্ভীরকবলে
পড়িয়া ব্রাহ্মণ যবে শিষ্যদলে
চাহিলা সঘন আকুল-প্রাণ ;
সে বালক কেন সুনিশিত শরে
অমোঘ সন্ধানে নাশি জলচরে
অলক্ষিত সেই সলিল ভিতরে
করিলা শপদি গুরুরে ত্রাণ ?

কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেখানে
ছিল ত দাঁড়ায়ে কুরু পাণ্ডু যত,
সেও তবে কেন অপরের সনে
না রহিল চেয়ে বিমূঢ়ের মত?

চাহিলা আচার্য্য দক্ষিণা যে দিন
দ্রুপদ-বিজয় করিবার তরে,
কুরুপাণ্ডু মাঝে যত শিষ্যকুল
চতুরঙ্গ-দলে সাজিলা সত্বরে।

কিন্তু তার মাঝে কেন একজন,
অরাতি-নগরে নির্ভয়ে পশিয়া,
মথিয়া একাকী পঞ্চালবাহিনী
দ্রুপদের নাথে আনিলা ধরিয়া?

যার শরে নিজে বিজিত ধনেশ
দিলা রাজকর স্থবর্ণ কুসুমে
বীর-জননীর অর্চ্চনা-কারণ
সামান্য অজ্ঞাত মানব সে জন?

নিশীথসময়ে জাহ্নবীর তীরে
বিজিত গন্ধর্ব্ব শরজালে যাঁর
নিশাচরী বিদ্যা করিলা প্রদান
সামান্য সে জন ভুবন মাঝার?

দ্রুপদ নগরে রাজেন্দ্রমণ্ডলে
যত বীরবর ভারতের মণি
একে একে সবে করিলা যতন
স্বয়ম্বর-লক্ষ্য বিঁধিতে বিফলে;

শল্য, জরাসন্ধ, শাল্ব, শিশুপাল,
কীচক, বাহ্লীক, কর্ণ, দুর্য্যোধন,
কি কথা অপরে, নিজে দ্রোণগুরু
　　বিন্ধিতে নারিয়া লাজে নতানন,

দ্বিজবেশ ধরি ভিক্ষার কারণ,
মোহিয়া সংসদে অপূর্ব্ব শিক্ষায়,
লজ্জা দিয়া যত বীরেন্দ্রমণ্ডলে,
　　হেলায় সে লক্ষ্য বিন্ধিলা যে জন,

একমাত্র জিনি বীরেন্দ্রসহায়ে
লক্ষ-নরপতি-জলধি মথিয়া
লভিলা সমরে দ্রুপদ-বালারে,
　　এ ক্ষুদ্র ভারতে সামান্য সে জন ?

কিন্তু পোড়াবিধি, এ কি বিড়ম্বনা,
অবলা যে বালা, সদা পরাধীন,
সরম সর্ব্বস্ব যার চিরদিন
　　কেন শুনাইল তারে এ বারতা ?

নহিলে কেন সে অনূঢ়া বালার
শূন্য সদানন্দ হৃদয়মন্দিরে
অদৃষ্ট দেবের অদৃশ্য প্রতিমা
　　হবে প্রতিষ্ঠিত চিরদিন তরে ?

এত যে মানিনী, এত গরবিণী,
গর্ব্ব, অভিমান ঘুচিল সকলি
সে প্রতিমাপদে বসি দাসীমত
　　কেন সে পূজিবে তাহারে নিয়ত ?

ভকতি প্রীতির কুসুম-অঞ্জলি
লইয়া অবলা হৃদয় ভরিয়া
হৃদয়-দেবতা-চরণে ঢালিয়া
কৃতার্থ আপনি হইত বিরলে।

সে পূজা তাহার কেহ না জানিত,
অর্চ্চনার ফল সেও না চাহিত,
বিরলে মানসে পূজি নিশিদিন
নিরমল সুখ আপনি লভিত।

উপাস্য দেবতা হেরিতে বাসনা
অবলার লাজ না দিত ফুটিতে,
অতৃপ্ত বাসনা দহিত ললনা,
তবু সে দেবতা চির অদর্শন।

কুক্ষণে শুনিনু সে সব বারতা,
নহিলে বালার সদা ফুল্লমন
পর যেই জন, দেখে নি যাহারে,
তার দুঃখ শুনি কাঁদে কি কারণ?

জতুগৃহদাহ, কানননিবাস,
ভিক্ষাবৃত্তি করি জীবনধারণ,
শুনিতে শুনিতে কেন সে পলায়ে
যাইত বিরলে করিতে রোদন?

পলায়ে কিন্তু কি পারিত থাকিতে?
কি মন্ত্রে মোহিত বালিকা-অন্তর
আকর্ষণ তারে করে নিরন্তর

রোদনেও বুঝি হইত সুখ,
আঁখি শুকাইয়া পুন গোড়াইয়া
সে কথা শুনিতে সবার পশ্চাতে
আসিয়া বসিত আনত মুখ।

কেন আজি হায়! রৈবত অচলে
গেলাম মরিতে সখীদের সনে,
কেন দেখিলাম? যাহা বাকী ছিল
তাও অভাগিনী হারানু কুক্ষণে!

কুল-ললনার হৃদয়ের মণি
যার লাগি সদা মরমে পুড়িত
হৃদয়ের কথা তবু না খুলিত
হারাইল আজি সে অবলা লাজ,

টুটিল গরব, শীল, মান, ভয়,
আদরের মেয়ে নহে আদরিণী
সে দেবতা-পদে ঠাঁই মাগিবারে
নিশীথে একাকী যায় ভিখারিণী;

উচিত কি তার এই পুরস্কার?"
বিরমিল বালা, চলে না অধর,
তার পরে যথা আরোপিলে কর
মুহূর্ত্তেকে বীণা নীরবে সহসা।

ওকি ধনঞ্জয়! একি বিপরীত?
অনূঢ়া যে বালা, সখার ভগিনী
তার অকলঙ্ক প্রবাল-অধরে
ছি ছি! কি করিলে? তব কি উচিত?

অথবা বসন্তপ্রসূত কোমল
নবীন-পল্লব জিনিয়া রুচির
ও বিম্ব অধর হেরি নবীনার
লোভ সম্বরিতে নারিলে কি আর ?

কিম্বা অপমান করি প্রেমিকার,
পূর্ব্ব-ভ্রম এবে সারিতে আপন
প্রণয়-প্রেরিত প্রণয়ি-বাঞ্ছিত
দিলে কি উচিত প্রেমপুরস্কার ?

কিন্তু ছি ছি পার্থ! দেখ কি করিলে,
বিকল-চেতনা নির্লজ্জা বালার
আপাণ্ডু-বদনে, কম্বু-গলদেশে
সিন্দূর-রঙ্গিমা মুহূর্ত্তে ছাইলে ?

মোহিত অর্জ্জুন ভদ্রার সম্মুখে,
অনিমেষ আঁখি বীরেন্দ্র-কেশরী,
প্রণয়-সঙ্গীতে পূরিত শ্রবণ
প্লাবিছে হৃদয়ে অমৃতলহরী।

সে প্রণয়গীতি হৃদয়মোহিনী
প্রতিশব্দ তার প্রণয়িনীমুখে
যেই বাহিরিছে, বীরেন্দ্র-হৃদয়
কুসুমশৃঙ্খলে কসিছে অমনি।

কসিছে হৃদয় প্রণয়শৃঙ্খলে
সে হৃদয় মাঝে প্রতিশব্দ তার
প্রেমিকার চারু মুখেন্দু হইতে
যেই পশিতেছে মধুর নিস্বনে,

অমনি ভাবের সহস্র পলাশ
বিকাশি মুহূর্ত্তে ভরিয়া হৃদয়
ফুটে সে শবদ আনন্দহিল্লোলে
নাচায়ে ধমনী, শিরা, পেশীগণে।

কসিছে হৃদয় কুসুমনিগড়ে,
দাঁড়ায়ে কিরীটী কামিনী-সকাশে,
বিস্মৃত বীরেন্দ্র সোদরনিকরে,
বিস্মৃত সখারে হৃদয়োচ্ছ্বাসে,

বিস্মৃত ধরণী হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
দ্বারাবতী ধাম, শয়ন আগার,
গৃহভূষা চারু, নিজ অস্ত্রকুল,
ভুলিলা আপনা প্রণয়-উল্লাসে।

ভুলিলা সকলি প্রণয়-উল্লাসে
সে প্রেমমূরতি সুন্দরীর সার
ও কোমল হিয়া প্রণয়-বারিধি
এ ভবে সর্ব্বস্ব, কিবা আছে আর?

কসিছে হৃদয় মধুর বন্ধনে
অলক্ষে নীরবে মিশিছে অন্তর
দেহ ধুলিরাশি তবে কি কারণ
প্রিয়া হতে আর থাকিবে অন্তর?

প্রণয়ী দোঁহার কমিল দূরতা,
যতনে আদরে বিনোদের কর
আরোপিল চারু প্রিয়াকণ্ঠপর,
প্রেম-আলিঙ্গনে মিলে দু-হৃদয়।

বিকল চেতনা তবু যে ভাষিল—
"উচিত কি তার এই পুরস্কার ?"
নুইল বদন, মিশিল অধর,
সহে কি প্রণয় হেন তিরস্কার ?

নিরবিল গীত, উভয়-চেতনা
উভয়ের অঙ্গে ছুটিল অমনি,
আশ্লেষে কসিয়া প্রিয়ারে হৃদয়ে
সস্নেহে আদরে চাপিলা নৃমণি।

রঙ্গিলা সুমুখী লাজ-রক্তিমায়,
"কি বলিনু ছি ছি সরম খাইয়া,
মরমের কথা, কেহ যা না জানে,
কারে তা বলিনু ? পলাব কোথায় ?

ধরণী বিদার দেয় তো লুকাই,—
কিন্তু একি ! আমি রয়েছি কোথায়,
মৃত কি জীবিত, জাগি কি নিদ্রায়,
ওমা একি ! এ যে অর্জ্জুনের মুখ ?"

চিন্তাও থামিল, কৌমারীলজ্জায়
দ্বিগুণ রঙ্গিমা ছাইল বদনে,
আনন্দ-উচ্ছ্বাস কিন্তু তার সনে
মহাবেগে আসি প্লাবিল হৃদয়।

দ্বিগুণ রঙ্গিমা ছাইল বদনে,
কিন্তু কোন প্রাণে প্রাণেশে বঞ্চিয়া
বিনোদ-বদন হইতে সুন্দরী
সে বিনোদ মুখ লবে সরাইয়া ?

হোক লজ্জা, লাজে গলুক হৃদয়,
আসিবার আগে হৃদয়েশপদে
করেছে উৎসর্গ সবই তো আপনি,
আর সে এখন প্রাণেশের ধনে
কাড়িয়া লইতে প্রাণেশ হইতে
সরমে মজেও নারে সুবদনী।
হোক লজ্জা, লাজে ফুটুক রুধির,
চাহে কি হৃদয় সে বিপুল সুখ
হারাতে সরমে? নিশ্চেষ্ট কামিনী
দিলা প্রিয়তমে পাতি চাঁদমুখ।
"ক্ষমা কর প্রিয়ে," ভাষিলা কিরীটী
তুলিয়া বদন মৃদুল নিস্বনে,
"ও কোমল প্রাণে কতই বেদনা
দিয়াছি না বুঝে নিদয়বচনে।
যোজনব্যাপিনী পরিমল-সুধা
ক্ষুদ্র পারিজাত-কুসুম-কোরকে,
বালিকা-হৃদয়ে এ প্রেম-বারিধি,
না বুঝে করেছি কত তিরস্কার।
কত কাঁদায়েছি নিষ্ঠুর হইয়ে,
রক্তিম হয়েছে নয়ন-পঙ্কজ,
কি বলিয়া ক্ষমা যাচিব এখন?
ক্ষম প্রাণসখি! অর্জ্জুনে তোমার।"
প্রিয়হৃদি-পরে কামিনীহৃদয়
ফুলিল বিপুল আনন্দহিল্লোলে,
অবশ বালিকা, শিথিল শরীর,
বিনোদের কাঁধে নোয়াইয়া শির।

প্রিয়তমভাষে কে দিবে উত্তর ?
নিরোধিল কণ্ঠ, নাহি সরে স্বর,
প্রাণেশের অঙ্গ ধোয়ায় সুন্দরী
অশ্রুজল ঢালি নয়নপঙ্কজে।
"চাহ নাথ ক্ষমা" নীরবে হৃদয়
ভাষিল বালার, "চাও আর বার,
আর বার কেন, শত বার চাও,
শুনিয়া দাসীর জুড়াক হৃদয়।
জান তুমি দাসী পদ অভিলাষী,
ক্ষমা তার ঠাঁই চাওয়া মাত্র সার,
তবু যে তাহারে জুড়াতে আদরে
চাহিলে ত নাথ! চাও না আবার।"
"আবার কাঁদিছ অর্জ্জুন-জীবিতে ?"
বলিয়া যতনে সুন্দরীবসনে
লইলা কিরীটী মুছাতে মুখ,
কর্কশপরশ আপন বল্কলে
আদরের সেই বদনকমলে
পারে কি মুছাতে ধরিয়া বুক ?
যতনে রামার কোমল বসনে
বদনচন্দ্রমা তুলিয়া আদরে
মুছাইলা বীর, সে আঁখির জল,
ছুটিল প্রবাহ দ্বিগুণ নয়নে।
আবার মুছিলা, ছুটিল আবার,
আদরিণী ধারা যেন সচেতনা
মুছিলে অমনি বহিয়া নীরবে
যাচিতেছে, "নাথ! আবার মুছাও।"

"বল সত্য করি," ভাষে সুবদনী,
"পায়ে ধরি তব, বল প্রাণনাথ!"
'প্রাণনাথ?' এ কি বাহিরিল বাণী?
থতিয়া কুমারী থামিল অমনি।

"ডাক শশীমুখি! 'প্রাণনাথ' বলি
এ বচনসুধা ও চাঁদবদনে
কেমন মধুর? ডাক প্রাণসখি!
বুঝিনু ক্ষমিলে অপরাধী জনে।

বুঝিনু সদয়া অনুগত জনে
ক্ষমিতে ঔদার্য্যগুণে প্রাণেশ্বরি!
কেন লাজভরে নত চাঁদমুখ,
বল কি তোমারে কব সত্য করি।"

বিনোদের কাঁধে থুইয়া বদন
কোমল কটাক্ষে চাহিয়া সুন্দরী
ভাষে লাজমাখা মৃদুল বচনে
ছাঁদি ভুজলতা প্রিয়কণ্ঠোপরি।

"কি বলিব নাথ! তুমি তা শুনিয়া
হয় ত ভাবিবে দাসীরে বাতুল,
তবু পোড়া মনে না মানে বিশ্বাস
কিন্তু কি কখন এত হয় ভুল?

না না বলিব না, স্বপ্ন তো এ নয়,
বালিকার দুখে সদয় হইয়া
জুড়াতে আশ্রিতে দিয়াছ আশ্রয়
প্রাণনাথ! চির-বাঞ্ছিত-চরণে।"

"চরণে ? না না না বলো না ও কথা,
হৃদয়ের ধন যতনে আদরে
আজি ধনঞ্জয় চিরদিন তরে
ধরিল হৃদয়ে এ অমূল্য মণি।

কিন্তু প্রাণাধিকে ! কঠিন অর্জ্জুন
করিবে কি কভু তোমাকে যতন
এ সন্দেহ করি প্রেমভীরুচিতে !
ডরিতেছ পাছে হয় এ স্বপন ?

তাই সত্য করি বলিতে এ বাণী
অনুরোধ প্রিয়ে করিতে আমারে
ও চারু হৃদয়ে এ ভয় সন্দেহ
প্রকাশিছে কিবা মোহিনী মাধুরী।

না এ স্বপ্ন নয়, ও চারু কোমল
হৃদয়নিঃসৃত প্রেমসুধাধারে
গলেছে পার্থের হৃদয়-উপল
আর না বলিবে অর্জ্জুন নিষ্ঠুর।"

"নিষ্ঠুর," ভাষিল সলাজে যুবতী,
আদরে লুকায়ে বিনোদ-হৃদয়ে
লাজ হাসিমাখা নলিন-বদনে
খুলিল হৃদয় প্রাণেশ-আদরে।

"নিষ্ঠুর ? কোথায় ? সব মিছে কথা।
কে কারে ও কথা বলিল কখন ?
মিছে অপবাদে কেন দাও লাজ,
দাসীর কিছু ত না হয় স্মরণ ?

স্বপ্ন নয়, কিন্তু ও কথার মত
এ কথা ত মিছে নহে প্রাণনাথ !
কে জানে আজি কি হল পোড়া মনে
বুঝিতে না পারি সুপ্ত কি জাগ্রত।

আরো বলিতাম, বলি তা এখন,
সত্য যদি স্বপ্ন হয় এ সকল,
ভেঙ্গ না কখন এ নিদ্রা দাসীর
কালনিদ্রা যেন হয় এ তাহার।"

নীরবিল বালা, দ্বিগুণ সরমে
প্রিয়তম হৃদে চাপিল বদন,
প্রিয়কণ্ঠগত চারু ভুজলতা
কষিল আবেশে প্রেম-আলিঙ্গনে।

আর ধনঞ্জয়, বচনে প্রিয়ার
পুলকিত পার্থ কি দিলা উত্তর ?
কি আর বলিবে ? হৃদয়ের কোষে
আছে কি শবদ উতরিতে তায় ?

আদরে প্রিয়ার সলজ্জ বদন
তুলিয়া প্রণয়ী হৃদয় হইতে
দিলা সমুচিত অভাষ-উত্তর
প্রেমিকা-বাঞ্ছিত প্রণয়-চুম্বন।

এবার বদনে ঝাঁপিয়া অম্বর
"না না নাথ," বলি সরাইলা মুখ,
"না না নাথ, ধরি চরণে তোমার,
ছাড়ি দেও আজি, যাই নিজ ঘর।

ছাড়ি দেও নাথ, সরম খাইয়া
কত কি বলিনু, লাজে মরে যাই,
না জানি এখানে রহিলে আবার
আরো কি বাহির হবে পোড়ামুখে।

কি জানি নির্লজ্জে, নির্লজ্জে! বলিয়া
নাক কান পাছে কাটিতে আবার
শূর্পণখা মত, কর আয়োজন,
ছাড়ি দেও নাথ! যাই নিকেতন।

কিন্তু ছি! ছি! তব সাধের কৃপাণ
ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ী যায়,
শূর্পণখা তব দাড়ায়ে সম্মুখে
হাসিছে কৌতুকে, কি করিলে তায়?"

হাসিল সুদতী হানি প্রিয়'পরি
শ্লেষ বচনের কুসুমের বাণ,
লাজ তেয়াগিয়া চটুলনয়নে
বিনোদবদনে চাহিলা সুন্দরী।

"সে কথা ভুলিয়া কেন প্রিয়ে আর,"
ভাবে বীর হাসি, "কর গণ্ডগোল,
তুমিও ত তার নিতে প্রতিশোধ
বলেছ নিষ্ঠুর মোরে কতবার?"

"বলিব না?" ভাবে হাসি আদরিণী,
"খুব করিয়াছি; মিছে তো তা নয়,
সর্ব্বভূতে দয়া অপরে বলিবে,
মিছে যশে কিন্তু ভদ্রা না ভুলিবে।

সর্ব্বভূতে দয়া ? কি দয়ার বশে
মিছামিছি বল কাঁদালে আমায় ?
জান যদি আগে লইবে দাসীরে
কেন তবে এত কাঁদালে তাহায় ?"

হাসি উত্তরিলা, "কনকলতায়
মুকুতার ফল কেমন শোভন,
সে শোভা দেখিতে, অমৃতভাষিণি !
না চাহিবে কেন অর্জ্জুনের মন ?

কিন্তু যদি পার্থ চিনিত ভদ্রায়
তবে কি তাহার পঙ্কজনয়নে
পারিত আনিতে নয়নের জল ?
সে মুক্তা কখন না ফলিত তায় ।

হাস্য প্রকটিত দশন-মুকুতা
দেখি সে লতায় কৃতার্থ হইত,
মিছে বাক্যব্যয়ে না যেত সময়,
সত্যভামা দেবী বৃথা না ফিরিত ।"

নীরবিলা বীর, পূর্ব্বকথা স্মরি
অবনতমুখ লাজে সুবদনী,
"ও মা, কি হইবে," ভাষে কৃশোদরী,
"ছি ! ছি ! মরি লাজে, পলাব কোথায় ?

সখী সত্যভামা দাঁড়ায়ে আড়ালে
হয় ত সকলি শুনেছে এ কথা,
রহ, দেখে আসি, কালি পোড়ামুখী
বিদ্রূপ করিয়া খাবে মোর মাথা ।"

কোথা যাও ভদ্রে ! ওই দ্বারদেশে
দেখ হাস্যমুখী সত্রাজিত বালা,
দোলে করতলে বাঁধিতে দোঁহারে
বিবাহোপচয় পারিজাত-মালা।

"সরম কি তোর আছে কালামুখি ?
সখীর বিদ্রূপে হয় তোর লাজ ?
কামিনী-কুলেতে কলঙ্ক করিলি,
কি বলিবে লোকে শুনি তোর কাজ ?"

হাসিভরা মুখ চাপিয়া বসনে
পলায়ে সুমুখী শয্যার উপরি
লুকাইল মুখ, সে হাসি-লহরী
চাপে কি বসনে ? নিনাদে সখীরে।

"আর যে লো হাসি ধরে না অধরে,
কোথা গেল তোর সাধের কৃপাণ,
সমুদ্রে লহরী জুড়াইতে প্রাণ,
কোথা গেল বহ্নি, কোথা তোর বিষ ?"

"বল সখি, আজ যত লয় মনে
ভদ্রার দশনে নাহি আর বিষ,
তবে তার বিষ হরেছে যে জনে
সে দংশিলে কিন্তু নাহি মোর দোষ।"

অধর টিপিয়া হাসিতে হাসিতে
চাহিয়া অপাঙ্গে উভয়ের ভিতে
ভাষিলা কুমারী, হাসিল ফাল্গুনী,
হাসে সত্যভামা বামার বচনে।

"জানি আজ তুই খেয়েছিস্ লাজ,
কিন্তু মিছে রঙ্গে নাহি আর কাজ,
বরমালা তোর যায় শুকাইয়া
রাতি হল শেষ, লগ্ন বয়ে যায়।"

বসে বরকন্যা বিচিত্র শয্যায়,
কাঁপে দুঁহু হিয়া আনন্দ হিল্লোলে,
স্বয়ম্বরা বালা সলাজে চাহিয়া
দিল বরমালা প্রাণেশের গলে।

পুত্রের বিবাহে বাসব হরষে
আশীষি বর্ষিল কুসুম-আসার
পারিজাত-রেণু-সুগন্ধ-সমীর
জুড়ায় বীজিয়া দম্পতী-শরীর।

হাসিল চন্দ্রমা, তারকা আকাশে
হাসিল ধরণী কুসুম-দশনা
নাচে ঊর্ম্মিমালা নীরধির কোলে
দম্পতী-হৃদয় নাচিল উল্লাসে।

সত্যা সতী হৃষ্টা মতি
চলি গেলা ভবনে,
বর বধূ পিয়ে মধু
দোঁহে দোঁহা বদনে।
কি আনন্দ নাহি ধন্ধ
আর এই মিলনে।
দুঁহু জনে হৃষ্ট মনে
চাহে দোঁহা আননে।
নাহি ভয় জাগি রয়
নিশি যায় কথনে,
প্রেমে বর ধরি কর
চুমে প্রিয়া-বদনে।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন-কাব্যে 'গান্ধর্ব্ব-বিবাহো' নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

কনক শয়ন পর বসিলা হরষে বর
অলস শিথিল তনু উপাধানে হেলিয়া,
মুখে আধ আধ হাস আধ ফুটে মৃদু ভাষ
বসেছে সোহাগে বালা প্রিয়-অঙ্গে ঢলিয়া,
দুকূল অাঁচলে ধনী, মনসুখে সুবদনী,
বীজিয়া বিনোদমুখে স্বেদবিন্দু হরিল,
ধরে না হৃদয়ে সুখ ফুলিছে নাচিছে বুক
এতদিনে অবলার চিরবাঞ্ছা পূরিল।
প্রেমের পুলকে বীর অাঁখিপদ্ম করি স্থির
নবোঢ়ার মুখশশী নেত্রভরি হেরিল।
চপল শফরী জিনি বামা চক্ষু-সরোজিনী
বিনোদের অবিচল অাঁখিসনে মিলিল,
সরমেতে নববধূ অাঁখি নত করিল,
লজ্জাবতী লতা যেন পরশেতে নুইল।

চলতা ভুলিয়া চক্ষু শয্যা'পরি নুইল,
আশুষ্ক কুসুমকুল পিষ্ট পারিজাত ফুল
ছিন্ন বরমালা তার অস্তরণে লুটিছে,
শ্রবণ হইতে আর রতন-কুণ্ডল তার
খুলি পড়ি বিছানায় তার পাশে ভাতিছে।
নত চক্ষে নৃপবালা হেরিল সে বরমালা

ভ্রষ্ট অলঙ্কার তার আঁখি পথে পড়িল,
আবার সরম পেয়ে আঁখিপদ্ম তুলিল।
ভ্রষ্ট মণি অলঙ্কার তুলি বামা আপনার
অন্যমনে যেন পুন শ্রুতিমূলে পরিল,
কামিনীরে চাহি কান্ত তবু মৃদু হাসিল।

বিনোদের হাসি রামা উতরিল হাসিয়া,
দয়িত-হৃদয় পরি দয়িতা সোহাগ করি
পড়িল প্রাণেশ-কণ্ঠে বাহুলতা ছাঁদিয়া,
চাপিতে আপন লাজে, চাহিয়া হৃদয়রাজে,
ভাষে রামা হাসি হাসি আদবেতে গলিয়া,
"কি বলিব মরি লাজে প্রিয়-নিন্দা হৃদে বাজে
নহিলে শুনিতে কালি করিতাম ঘোষণা,
বনচর, ফলহারী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী,
বল্কল-বসন, কিন্তু নাহি ছাড়ে ছলনা।
আনন্দে দ্বারকাধাম গাহি ব্রহ্মচারিনাম
গান্ধর্ব্ববিবাহে তার বাজাইত বাজনা।
ছি ছি নাথ, কব কত! হেন ব্রহ্মচারিব্রত
বল বল অধিনীরে কার কাছে শিখেছ?
সে দীক্ষা গুরুরে নাথ! কি দক্ষিণা দিয়েছ?
তবে নাকি প্রাণেশ্বর, কপটতা জান না?"

হাসি উতরিলা বীর, শ্লেষভাষে কামিনীর,
"ব্রহ্মচারী হলে প্রিয়ে রমণী কি ছোঁয় না?
ব্রহ্মচারী পরাৎপর, নিজে প্রভু গঙ্গাধর,

অর্দ্ধাঙ্গ শিবানীসহ অন্যে কি তা হয় না?
শুধু কেন দ্বারকায়? মণিপুর সীমানায়
ব্রহ্মচারিপরিণয়ে বাদ্যভাণ্ড বেজেছে।
গন্ধর্ব্ব-নৃপাল-সুতা চিত্রাঙ্গদা গুণযুতা
অধীনেরে হেরি তব না বরি কি ছেড়েছে?
তারো আগে নাগকন্যা বরমালা দিয়েছে।

যবে তীর্থে স্নান করি, কে আসিয়া পায়ে ধরি,
মৃদুল টানিয়া মোরে জল মাঝে ডুবালে,
স্পর্শ তার সুকোমল, নাহি প্রকাশিনু বল,
আকর্ষণ-বলে তার প্রবেশিনু পাতালে।
কৃতাঞ্জলি গলবাসে, কোমল কাতর ভাষে,
উলুপী নাগেন্দ্রবালা ভক্তিভাবে পূজিল,
হেরি তার সে ভকতি, তুষ্ট হইলাম অতি,
বরমালা দিতে বালা অনুমতি যাচিল,
অবশ্য অর্জ্জুন তারে নিরাশা না করিল।"

"সে কি নাথ!" হাসি বালা প্রিয়তমে ভাষিল,
"সে কি নাথ! তা কি হয়? দেখিলে প্রতীতি নয়,
সাপিনী মানুষে বিয়ে কখন কি হয়েছে?
বলিতেও হাসি আসে শুয়ে নাথ তার পাশে
ফোঁস ফোঁসানিতে তার কিসে ঘুম হয়েছে?
ভাগ্যে পোড়া বিষদাঁতে অঙ্গে নাহি দংশেছে?

বল অধীনীর কাছে, বিবরে, কি মাঠে, গাছে
কোথা সে সাপিনী থাকে, মাথা খাও বল না!
মুণ্ড তার কি আকার, কত বড় ফণা তার,

কেমন লাঙ্গুল আর, বল ছেড়ে ছলনা,
আছে কি হে প্রাণেশ্বর, মণি তার শির'পর,
শাবক তাহার ঘরে কতগুলি করেছ ?
কি লাগি রহিলে চুপ, কেমন নাগিনীরূপ,
অধরে গরল তার কত খানি পেয়েছ ?
তাই পান করি কি এ কালরূপ ধরেছ ?"

হসিত অধরে বালা, চাপিয়া দশনমালা,
বদন ফিরায়ে লাজে মুখে বস্ত্র ঢাকিল,
লুকান কটাক্ষে তার অপাঙ্গেতে বার বার
প্রিয়ভাব হেরিবারে পর্তিভিতে চাহিল,
বিলাস তরঙ্গ হেরি প্রিয়তম মোহিল।

"সরে যাও প্রাণনাথ ছি ছি মোরে ছুঁওনা,
সতিনীর হলাহল তব গায় অবিরল,
ও দেহ ঠেকায়ে বিষ মোর দেহে দিও না।
কে জানে কি করে প্রাণ দেহ করে আন্‌চান্‌
বুঝি পোড়া বিষরাশি অঙ্গে মোর ধরেছে,
আর বুঝি বাঁচিব না, দিন শেষ হয়েছে।
বোলো তায় দেখা হলে তাহারি বিষেতে জ্বলে
অভাগী সতিনী তার বিভাদিনে মরেছে
ভাল বিষ ফণামুখী প্রিয়দেহে ঢেলেছে।"

হাসিয়া ভাবিলা বীর সুমধুর বচনে,
"একথা প্রতীতি মনে হবে প্রিয়ে কেমনে ?
সুধাকর যার মুখ, তার দেহে বিষদুখ,
কে কোথা শুনেছে হেন অসম্ভব ঘটনে ?

কপটতা দূরে ফেলি আঁখি-পঙ্কজিনী মেলি
হাস দেখি সুধাহাসি চারুচন্দ্র-বদনে
দেখিব বিষের বিষ দেহে রয় কেমনে ?”

মৃদুল হাসিয়া বালা বিকাশিল নয়নে,
“যাও যাও চাটুকার ! মুখের সোহাগে আর,
কোর না আদর মিছে, তোষামোদ-বচনে,
জানিতাম বীর যত, নহে তোষামোদ রত,
ঘুচিল সে ভুল। আজি, তোমার এ কথনে।

যাও যাও আর নাথ ! মিছে রঙ্গ কোর না,
ভাল বাসে কে কাহারে অন্যে কি বুঝিতে নারে ?
মুখের সোহাগে আর মিছে জ্বালা দিও না।”

অভিমানে ভামিনীর মুখ ভারি হইল,
অমনি নয়ননীর, আজ্ঞাবহ রমণীর,
মানিনীর নিরমল গণ্ড-বহি বহিল,
মুহূর্ত্তেকে সুধাহাসি অধরেতে মিশিল।

এ বিপুল ধরাপরে, হাসাতে কাঁদাতে নরে
কে পারে তেমন বল পারে যত অবলা,
হাসিতে কাঁদিতে বুঝি তাই তারা কুশলা ?
রোদনে মধুর হাস, হাসিতে রোদনোচ্ছ্বাস,
বিলোমে কি অনুলোমে মিশে কিবা মধুরে
তিল মাত্র কিছু তার নাহি যায় বিদুরে।

“বুঝিয়াছি, যাও যাও, কাজ নাই আদরে,
পরশ কোমল তার দেহে বল নাই আর,

সে ভকতি গলবাস পরিতোষ অন্তরে
তার কথা অবহেলা কে করিবে, কি করে ?
চিকণ বরণ সার, শীতল পরশ তার,
মানুষে কি মিলে তাহা কভু ধরা উপরে ?
তার কথা অবহেলা কে করিবে কি করে ?

"বলে টানি লয়ে গেল লজ্জাবতী ললনা,
তায় কেবা কি বলিবে, মনোদুখে সে কাঁদিবে,
অবশ্য মানুষে তার পুরাইবে কামনা।
কিন্তু যে মানুষী ছাই, সে চিকণ রূপ নাই,
পরেরে আপন ভাবি সঁপি দেয় আপনা,
পাগলিনী কি লাগিয়া লজ্জা ভয় তেয়াগিয়া
পরের চরণ লাগি আসি করে সাধনা,
নির্লজ্জার পুরস্কার নাসাকর্ণ ছেদনা।"

নীরবে নীরজমুখী মানভরে সরিয়া,
যেমতি ঝটিকাপরে, তুষ্ণীভাব মহী ধরে,
এত কথা বলি বালা রহে মৌন ধরিয়া,
পতিভিতে বিধুমুখী নাহি দেখে চাহিয়া।
বদনে রাগের ভাস হৃদয়েতে প্রেমোল্লাস
নাচায় বিনোদে, কিন্তু নাহি রয় দেখিয়া,
মাঝে মাঝে অপাঙ্গেতে দেখে চুরী করিয়া।

করে ধরি প্রেয়সীর ভাষে বীর হাসিয়া,
"এবার বুঝিনু স্থির, বিষরাশি সতিনীর,
যথার্থ ও দেহে আজ উঠিয়াছে চড়িয়া,"
"বুঝিব কি মন্ত্রে নাথ দেহ তায় ঝাড়িয়া,"

ভাষে রামা মনে মনে, না শুনায়ে প্রিয়জনে,
হৃদয় কহিল ভাষ, মুখে মৌনী রহিয়া,
প্রিয় কর হতে বামা নিল কর টানিয়া।

"এ মান তোমার আজি কে শমিতে পারিবে ?
আপনি ত জান সব আর কেবা কহিবে ?
কেন যে সে নাগবালা, সহেনি বচনজ্বালা,
তুমি তা সহিলে কেন কে তোমারে বলিবে ?
জেনে যে জানে না তারে কে বোঝাতে পারিবে ?
সখার ভগিনী তুমি, স্নেহ তিরস্কার ভূমি,
তাই বলেছিনু তোমা, বলিলে না শুনিবে।
জানি আমি সে মন্ত্রেতে এ বিষ না নামিবে।

কিন্তু এক দুখ প্রিয়ে থাকিল যে হৃদয়ে,
হল শেষ বিভাবরী, এখনি ত প্রাণেশ্বরি !
বিদায় হইয়ে আজি যাবে নিজ নিলয়ে,
নীরবে কি যাবে ছাড়ি, অধীনেরে নিদয়ে !

সমস্ত দিবস প্রিয়ে ! চাঁদমুখ না হেরিয়ে,
এ দুখ স্মরিয়া দুখ চারিগুণ বাড়িবে,
তুমিও কি তা ভাবিয়ে মনে সুখ পাইবে ?
ভাবিয়া পতির দুখ, খেদে ভার হবে বুক,
হয়তো বিরলে বসি অনুতাপে কাঁদিবে,
যামিনী পোহাল সখি ! পুরজন জাগিবে।"

আপনা আপনি বালা "মিছে কথা" বলিয়া
মানভরে আরো দূরে যায় তবু সরিয়া,

গঞ্জিয়া সন্দেহ তার, ঢালি বিষ মধুধার,
কুহুরিল পিকবর তরু শাখে বসিয়া,
চমকি মানিনী দেখে বাতায়নে চাহিয়া,
শুকতারা সমুজ্জল বিকীরিছে নিরমল,
মৃদুল আলোক-ছটা প্রাচীভালে রহিয়া,
দূরে গেল অভিমান, পলাইল কোপ-ভাণ,
কাতর কটাক্ষে দেখে প্রিয়ভিতে চাহিয়া,
বহিল নয়ন-নীর গণ্ডযুগ বহিয়া।

"বল নাথ! মিছে কথা কাঁদাও না বালারে,
দাসীরে সদয় হয়ে, আপনি দিয়াছ কয়ে,
নিষ্ঠুর বলিয়া আর ডাকিব না তোমারে,
সে কথা ভুলিয়া কেন, নিদয় বচন হেন,
বদনে আনিলে নাথ! ব্যথা দিয়া প্রিয়ারে?
বল নাথ! রাতি আছে ছলিও না এবারে।
হরিতে মানের বল দাসীরে করেছ ছল,
বল নাথ! কভু তাহে রাগ নাহি করিব।
এই ত সায়ংকাল প্রকাশিল তমোজাল,
এখনি পোহাল রাতি, কখন না শুনিব,
না না না যামিনী আছে, এখনি না যাইব।

কিন্তু ওটা কি ডাকিল? কে ওরে জাগায়ে দিল?
বুঝি নাথ! পোড়া পেঁচা ডাকিল এ আঁধারে।
ওটা কি আকাশ-তলে? কেন ওটা এত জ্বলে?
কি নাম উহার নাথ! ওঠে রাতি মাঝারে?
পায়ে ধরি শুকতারা ব'ল না হে উহারে।"

"না প্রিয়ে," ভাবিলা পার্থ বিষাদিত বদনে,
"অনৃত হলেও প্রিয় বলিব তা কেমনে ?
যাও ভদ্রে ! কে দেখিবে, কারে কি বলিয়া দিবে,
গোপনের কথা আর নাহি রবে গোপনে,
কেবা কি বলিবে তোমা শ্লেষ মাখা বচনে,
আদরিণী অভিমানী, না সবে পরের বাণী,
পরের কথায় যেন ভুল না কো আপনে।

কৃষ্ণের আদেশ সেবি সত্যভামা মহাদেবী
বাঁধিলেন দুজনারে পরিণয়-বাঁধনে,
আর কেহ নাহি জানে এ দ্বারকা-ভবনে।
দেখি তব আঁখি-নীর, কাঁদে প্রাণ কিরীটীর,
হাসি মুখে আসি বলি ফিরে যাও সদনে।
লঙ্কান্তরে জলে বসি, অস্তনগে গেলে শশী,
কুমুদী অধীর এত হয় কি সে বিহনে ?
আবার রজনী এলে পাইবে ত সে ধনে ?
পুন রাতিকালে প্রিয়ে, চাঁদ মুখ নিরখিয়ে,
শীতল করিব মম পিপাসিত নয়নে,
জুড়াবে শ্রবণ, তব সুধামাখা বচনে।"

"আবার রজনী !" বালা কহে ভাব কাতরে,
"যুগান্তর দিনমান হইবে কি অবসান,
ভুবন-পোড়ানে রবি যাবে অস্ত-ভূধরে ?
কালামুখী বিভাবরী, পরসুখে যায় মরি,
তাই ত সে মুখ সদা ঢেকে রাখে আঁধারে,

আসিবে কি পোড়া রাতি আর ধরা উপরে ?
তবে কেন তাড়াতাড়ী ছাড়ি যায় ধরারে ?

আবার রজনী কেন ? কেন নাথ দিবাতে
দিবে না দাসীরে দেখা তাপিতারে জুড়াতে ?
আচ্ছন্ন জলদচয়ে বিজলী চপলা হয়ে,
বিচরে অম্বরে যবে খুঁজি প্রিয় অশনি,
আলোকিয়া মেঘরাশি গুরু গুরু নাদে আসি,
প্রিয়ারে জুড়াতে বজ্র দেখা দেয় অমনি,
ভাবে কি সে কভু নাথ ! দিবস কি রজনী ?
কেন প্রভু দেখা তব নাহি পাব দিবাতে ?

দাসীর মিনতি রেখ, দেখ যেন ভুল না,
অধীনীর মাথা খাও, যদি আজি কোথা যাও,
পুরী ছাড়ি দূরে কোথা যেন নাথ ! যেও না।
তোমারে নিকটে জানি, শীতল রহিবে প্রাণী,
তুমি কোথা গেলে মনে হবে কত ভাবনা,
না কেঁদে বালা কি পারে সহিতে সে যাতনা ?
তাই ভাবি কি করিয়া, আঁখিজল নিবারিয়া,
করিব কপটে হাসি পুরজনে ছলনা ?
না তা আমি পারিব না, পায়ে ধরি যেও না।

কেমনে দিবসে কিন্তু দেখা নাথ ! করিব ?
তোমারে দেখে ত সদা মুখপুড়ে থাকিব ?
অথবা পরের মত, দেখিলেই আঁখি নত,
করিয়া অপর পাছে পোড়ামুখ ঢাকিব ?

কিম্বা সে কি পারা যায়, দেখেও না দেখি হায়,
অচেনার মত আঁখি অন্যদিকে রাখিব।
পেটে এক মুখে আর, সুধা বিষ একাধার
মূর্ত্তিমতী কপটতা হয়ে সদা থাকিব।

তুমিও ত মোরে প্রভু! যদি কোথা হের কভু
চেয়েও চাবে না হায়, যেন পর অচেনা,
হয় ত আপন মনে কথা কহি অন্য সনে
চলি যাবে এক দিকে, মোরে কিন্তু চাবে না।
বল নাথ! এত জ্বালা সহিতে কি পারে বালা?
হয় ত ফেলিব কাঁদি ভাবি অবমাননা।
অপর কামিনীগণে কথা ক'বে তব সনে
আমি দাসী, কিন্তু আমি কথা ক'তে পাব না,
বরঞ্চ অচেনা ভাল এ বিষম যাতনা।
অন্যের সম্মুখে নাথ! কথা ক'তে তব সাথ,
সাহস করিয়া কভু না করিব বাসনা,
যত সাবধানে রই, যত যত্নে কথা কই,
হৃদিভাব চাপা দিতে তবু শক্ত হব না,
না না প্রভু স্বজনেতে কভু দেখা দিও না।

আরো এক কথা নাথ! নিবেদি ও চরণে
দেখ, নাথ! দেখ দেখ, দাসীর মিনতি রেখ
যেও না সভাতে প্রভু আজি কোন কারণে,
আমার বিবাহ কথা কৃষ্ণ তুলিবেন তথা
বলেছিলা কালি আর্য্য সত্যভামা-সদনে,
যেও না সভাতে প্রভু! আজি কোন কারণে।

কত লোকে কত কথা কবে সভা-সদনে,
কি জানি বিরূপ হয়ে যদি কেহ সে সময়ে
তোমারে অন্যায় নিন্দা করে কটু-বচনে,
শুনিয়া তাহার কথা হৃদয়ে পাইবে ব্যথা
খাবে অধীনীর মাথা জ্বলি কোপ-দহনে,
হায় নাথ ! পরদোষে দাসীরে ত্যজিয়া রোষে,
ছার দ্বারাবতী ছাড়ি, যাবে নিজ ভবনে,
নিশ্চয় তা হলে প্রাণ তেয়াগিব জীবনে,
যেও না সভাতে প্রভু আজি কোন কারণে।"

নীরবিলা অশ্রুমুখী প্রিয়কণ্ঠ ছাঁদিয়া
মুছায়ে প্রিয়ার মুখ, ভাষে বীর হাসিয়া,
"জানি আমি হলধর অর্জ্জুন ভদ্রার বর
শুনিলে অমনি ক্রোধে উঠিবেন জ্বলিয়া,
কোপন স্বভাব তাঁর, না মানি নিষেধ কার,
অর্জ্জুনেরে নিন্দা বহু করিবেন রুষিয়া,
কিন্তু তায় কেন পার্থ যাবে প্রিয়া ছাড়িয়া ?

ভেবেছ প্রচণ্ড দাপ বলভদ্র সহিতে
কদাপি সাহস পার্থ না করিবে যুঝিতে,
তাই তার ভগিনীরে বিসর্জ্জিয়া দুখনীরে
অপমান-প্রতিশোধ হবে তারে লইতে ?
অন্যের পাইয়া দোষ প্রিয়ারে করিয়া রোষ
ধর্ম্মপত্নী পরিহরি যাব নিজ পুরীতে
ছি ছি প্রিয়ে ! ক্ষত্রবালা পারে হেন ভাবিতে ?

কিন্তু তুমি বড় ভয় বাস হলপাণিরে,
প্রকাণ্ড লাঙ্গল তার, মুষল ভীষণাকার.
ধরেন অমিত বল ধবলাদ্রি শরীরে।
অল্পেতে রাগত অতি, হেরি তাঁর সে মূরতি
ভয়ার্ত্ত অবশ্য বালা হতে পারে অচিরে,
কিন্তু পাণ্ডবও কি তায়, অবলা বালিকা প্রায়,
জড় সড় হবে ভয়ে নিরখি সে হলীরে,
লতা গিরি উভয়ি কি চলে কভু সমীরে ?

ভয় কি বিধুরা এত কেন চারুলোচনি !
তব লাগি বিধুমুখি ! না হবে অর্জ্জুন দুখী
হাসিয়া শুনিতে নিন্দা হলধর-অধরে,
ভাল, যদি তুষ্ট হও, হাসি তবে কথা কও ;
যাব না বলিনু প্রিয়ে ! আজি সভা ভিতরে,"
টানি লয়ে প্রিয়কর বালা শির-উপরে
"শপথ করিলে নাথ," ভাষে হাসি অমনি।

"আসি তবে, কিঙ্করীর অনুরোধ ভুলনা,
আদর-গর্ব্বিত মনে যদি আজি ও চরণে
অপরাধী হয়ে থাকি, ভুলে কভু আপনা,
অবোধের চপলতা প্রাণনাথ ! ধ'রো না।"

মুছাইলা অশ্রু বীর প্রেয়সীর বদনে,
বাহিরিলা চন্দ্রমুখী হংসপতি-গমনে,
যায় রামা ধীরে ধীরে, পুন চায় ফিরে ফিরে
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি নীরবেতে সঘনে,

কপোতী যেমতি হায়, ঘন ঘন ফিরে চায়,
সুখনীড় ভিতে তার সমাকুল নয়নে,
যবে ব্যাধ-জাল-ফাঁসে জড়ায়ে বিকল ত্রাসে
সে কুলায় ছাড়া পাখী হয় জাল টাননে,
পাছে কেহ দেখে তায় ভদ্রা চারিভিতে চায়,
পাখীও তেমতি করে প্রাণভয়ে সঘনে,
পশিলা চকিতা বালা আপনার সদনে।

জলনিধি-শীকর— সিক্ত-কলেবর
স্নিগ্ধ সমীরণ যতনে
ফুল-কলি চুম্বিল, প্রফুল্ল কলিকা
খুলি দিল পরিমল রতনে,
সুমধুর গন্ধে অন্ধ সমীরণ
চৌদিশি ফিরয়ি প্রসারে,
সনসনি হাসয়ি ফুলকুল রহসে
পরিমল ফেলি প্রহারে।
সুচির সমাগত কান্ত দিবাকর
বুঝি, পূরব দিশ বালা
মজি অভিমানে রক্তিম বরণা
মুঞ্চিল তারকমালা।
রবি অনুরাগে নিপতিত চরণে
প্রসারি কর দয়িতাঙ্গে,
কান্দয়ি প্রমদা বরষি শিশিরজল
হাসিল মনদুখ সাঙ্গে।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন-কাব্যে "প্রেমোচ্ছাসো নাম" তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

দেখা দিলা ঊষারাণী উদয় অচলে,
সম্ভ্রমে প্রকৃতি সতী অমনি জাগিয়া
পদার্পণ তরে তাঁর পূর্ব্ব নভস্তলে
কাঞ্চনের আস্তরণ দিলা বিছাইয়া ;

গাইল সুকণ্ঠ পিক মঙ্গল সঙ্গীত
মধুর পঞ্চমস্বরে মাতায়ে অবনি,
বিকাশি কুসুম-দন্ত তরুলতারাজি
হাসিয়া সুগন্ধরাশি ছড়ায় অমনি ;

কুসুম-সৌরভে অঙ্গ. সুরভি করিয়া
বীজিল চামর মন্দ দক্ষিণ সমীর,
বায়ুমুখে বার্ত্তা পেয়ে গিরিদরী যত
প্রকৃতির শঙ্খনাদ স্বনিল গম্ভীর।

হাসি হাসি ঊষাসতী হৈলা অগ্রসর,
কনক-বরণ-ছটা ধরণী পুরিল,
মধুর কাকলী-স্রোতে ভাসায়ে অম্বর
নিকুঞ্জমোহিনী চারু বিহগী গাহিল।

কাঞ্চন বরণা ঊষা আনন্দদায়িনী
সে চারুবরণ হৃদে উল্লাসে ধরিয়া
অপাদ তরঙ্গমালা সিন্ধুহ্রদ নদে
নাচিয়া নাচিয়া জলে পড়িছে ঢলিয়া

অরুণ স্যন্দনে বসি উষারে ধরিতে
আইলা প্রসারি কর, দেব দিনমণি,
সরমে রক্তিম-মুখী ধাইয়া ললনা
পশ্চিম গগনতলে লুকায় অমনি।

রবিও রক্তিম লাজে, উঠি ধীরে ধীরে
উদয়-অচল হতে দেখে উঁকি মারি,
কোথায় উষার দেখা পাবে দিনপতি ?
উঠ, আরো উঠে দেখ, নলিনী-বিহারি !

দ্বারকার রাজপথে স্নানার্থী ব্রাহ্মণ,
করে পাত্র, কক্ষে বাস, চলি ধীরে ধীরে,
দেবতা-বন্দন-গীতে শান্তি বিতরিয়া,
যায় সবে পুণ্যজলা সরস্বতীতীরে।

পথি পার্শ্বে ধীরে ধীরে চলে গোপাঙ্গনা
পয়স-কলস কক্ষে ধরি সুহাসিনী,
নিবিড় নিতম্ব বিম্বে ঝুলিছে মেখলা
গজেন্দ্র-গমনে বাজে নূপুর শিঞ্জিনী,

সদ্যোজাত-নবনীত-ভাণ্ড লয়ে শিরে,
পশ্চাতে তাহার গোপ চলে হর্ষমতি,
প্রেয়সীর অর্দ্ধাবৃত পুষ্পিত কবরী
নিরখি নিরখি তার মত্ত-গজ-গতি।

চরণে চরণে পদে শিঞ্জিছে নূপুর
মেখলা-শৃঙ্খলে বাঁধা নিতম্ব দুলিছে
কলসের দুগ্ধ সহ উল্লাসে অমনি
গোপের হৃদয়সিন্ধু উছলি উঠিছে।

বাজিল বাদিত্রকুল নগর-তোরণে
সুমন্দ্র মধুর রোলে পূরিয়া নগরী,
প্রবাহিয়া সমীরণ সে বাদ্যলহরী,
প্রচারিলা ঘরে ঘরে পোহাল শর্ব্বরী।

"উঠ মা, দ্বারকাপুরি! নিদ্রা পরিহরি,"
গায়িল মাগধকুল মধুর নিস্বনে,
"উঠ মা! ঝটিতি ঐ রক্তিম তপন
হাসিয়া গরবভরে উঠিছে গগনে।

উঠ মা, জননি! তব যুগল তপন,
কৃষ্ণ-বলরামে তব দেখাও মিহিরে,
অমনি দিনেশ লাজে নতমুখ করি,
অভ্যস্ত গগনপথে যাবে ধীরে ধীরে।

দেখাও তপনে তব, দেবতা মানবে
সে অপূর্ব্ব রণবার্ত্তা হইবে স্মরণ
যবে পারিজাত দিয়া কশ্যপ আপনি
বাসবে রক্ষিতে কৈলা বিবাদ ভঞ্জন।

অন্ধক, বাষ্ণেয়, ভোজ সন্তান তোমার
অজেয় ভুবনমাঝে সদা ধর্ম্মে রত,
নিদ্রা যায় তব অঙ্কে ভুলিয়া সকলি
আনন্দের দিন আজি, কর গো জাগ্রত।

আনন্দের দিন আজি, বীরেন্দ্র-কেশরী
ধনঞ্জয় কতকাল কাননে ভ্রমিয়া
আতিথ্য লয়েছে বীর, এ মহান কুলে,
বন, তীর্থ, গিরিদরী পবিত্র করিয়া।

হিমাদ্রিনন্দন যথা সিন্ধুনদ-রাজ
মরুভূমি, উপত্যকা, ভূধর, কানন
জলোর্ম্মি-সেচনে সবে উর্ব্বরা করিয়া
মিশে আসি অবশেষে জলনিধি সনে।

দেহ মা, জাগায়ে লক্ষ-নৃপাল-বিজয়ে,
জাগাইয়া দেহ তব বীর-পুত্রগণে
মাতুক উৎসবে সবে, বীরেন্দ্র সঙ্গমে,
মাতে যথা জলদল পবনালিঙ্গনে।”

পশিলা শয়নগৃহে ভদ্রা বিনোদিনী,
শূন্য শয্যাপরি শোভে ধবলাস্তরণ,
কাঞ্চন, দ্বিরদরদে পালঙ্ক রচিত,
মাণিক্য-প্রবালদলে খচিত শোভন।

দোলে মুকুতার মালা আস্তরণ ধারে,
একাকী শয়ন, যেন যাপিয়া শর্ব্বরী,
কাঁদিছে নয়নাসার অজস্র বিগলি
সে কম কমলতনু হৃদয়ে না ধরি।

শোভাহীন শয্যাদেশ শয়ন মন্দিরে,
কুলায় যেমতি মরি কানন মাঝার,
সুবর্ণ-বিহগী যবে না রহে তথায়,
পড়ি থাকে শূন্য নীড় তৃণগুচ্ছ সার,

হেরিলা শয়ন বালা, একে একে হৃদে
নিশার ঘটনাবলী ফুটিল স্মরণে,
ছায়া-চিত্র-পরম্পরা যথা শুভ্র পটে
চলি যায় ধীরে ধীরে উজ্জ্বল বরণে।

সে চিত্রে উথলে হিয়া আনন্দে অমনি,
ছুটিল শোণিতধারা ধমনী শিরায়,
ভাদ্রপদ পর্ব্ব হেরি জলধি উথলি
নদনদী প্লাবি যথা জলরাশি ধায়।

দাঁড়ায়ে যাদববালা শয্যার নিকটে,
থুয়ে চারু বাম কর শয্যার উপর,
সুগন্ধি নিশ্বাস ঘন বহিছে মৃদুল,
মৃদু বিকশিত চারু প্রবাল-অধর।

রক্তিম গগনে ভানু শুষিছে চুম্বিয়া
তরল শিশিরমুক্তা তরুলতা-মুখে
কিন্তু সে সৌন্দর্য্যরাশি কোথায় পশিবে ?
আছে কি হৃদয়ে স্থান ? পরিপূর্ণ সুখে।

চেয়ে আছে সুনয়না বাতায়ন ভিতে,
বাহিরে কি শোভা কিন্তু কে দেখিবে আর ?
অন্তরে অমৃত-সিন্ধু উঠিছে উথলি,
বিবশা তরঙ্গে বালা দিতেছে সাঁতার।

সহসা তরঙ্গমালা ভাঙ্গিল হৃদয়ে,
লোষ্ট্রপাতে ছিন্নজলা-প্রবাহিণী যথা,
উদিল নূতন চিন্তা—বলভদ্র বীর
কি বলিবে শুনি পার্থ-পরিণয়-কথা ?

নিষ্ঠুর লাঙ্গলী হায়, কোমল লতায়
সাধের আলম্ব্য-তরু হইতে ছিঁড়িয়া
দিবেন অকূলে ফেলি দুখ-সিন্ধুনীরে,
হায় ! কি অদৃষ্টে আছে, কে দিবে কহিয়া ?

নিষ্ঠুর লাঙ্গলী কেন না পায় দেখিতে
অর্জ্জুনের গুণরাশি অতুল্য জগতে ?
হায়, কে বুঝাবে তারে, সে কি তা বুঝিবে ?
কে দিবে হৃদয়নাথে রামের অমতে !

কৃষ্ণ ? হায় কেন কৃষ্ণ এ যাদবকুলে
অগ্রজ হইয়া জন্ম না লভিলা ধীর ?
নিষ্ঠুর লাঙ্গলী-বাক্যে চলে দ্বারবতী,
বিধাতার বিড়ম্বনা, ভাগ্য অভাগীর।

স্তম্ভিত বালিকা-হৃদে পুলকলহরী
এ বিষম চিন্তাপাতে, হায় রে যেমতি
কঠিন হইলে জল হিমানী-প্রপাতে
স্তম্ভিত তরঙ্গহীনা রহে স্রোতস্বতী।

দুর্ব্বহ চিন্তার স্রোত ঘোর বিলোড়নে
কাঁপায় বালিকা হিয়া থর থর থরে,
কাঁপে যথা গিরিমালা যবে বদ্ধগতি
ফিরে ধাতু-বহ্নিস্রাব নগালি ভিতরে।

হলধর ! এ চিন্তায় ভাঙ্গে বীর-হিয়া,
অবলা ললনা তায় পারে কি বহিতে ?
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করে ভীম ঝটিকায়
কোমল লতিকা তায় পারে কি সহিতে ?

কাঁদিয়া শয্যায় পড়ি লুকাইল মুখ,
তিতি বামা আস্তরণে নয়নসলিলে
দহিছে বিজলী-জ্বালা শিরায় শিরায়,
অনল ছুটিছে মরি ! নিশ্বাস-অনিলে।

কিন্তু সে রোদনে বল কি হবে তাহার ?
শোকাকুলজনে পায় রোদনে সান্ত্বনা,
ভয়ার্ত্ত জনের কিন্তু সেই অশ্রুপাতে
হরিয়া হৃদয়সার বাড়ায় যাতনা।

শীতল সলিলধারা জুড়ায় সপদি
নিদাঘ-সমীর-তপ্ত জনের শরীর,
কিন্তু সে শীতার্ত্তজনে দৃঢ়তা হরিয়া
কম্পন বাড়ায়ে করে মুহূর্ত্তে অধীর।

মুছিয়া নয়নজল রতন-অঞ্চলে
উঠিলা বিধুরা বালা শয়ন হইতে,
পিশাচ-পীড়িতাপ্রায় অনবস্থ পদে
শুদ্ধান্ত হইতে ধায় উপবন ভিতে।

নিশির শিশিরে মাখা প্রভাত-সমীর
দোলায়ে অলকারাজি বীজিল মৃদুল,
ভদ্রার শরীর তায় পারে কি জুড়াতে ?
অন্তরে জ্বলিছে যার হুতাশ বিপুল ?

দহিছে হৃদয়ে বহ্নি, উত্তাপে তাহার
প্রসারিত জ্বর তাপ, কোমল শরীরে,
আরক্ত নয়নপদ্ম জ্বলিছে সন্তাপে
রুধির-তরঙ্গ-বেগ বেদনিছে শিরে।

কতদিন বিধুমুখী প্রাসাদ ছাড়িয়া
আসিয়াছে উপবনে জুড়াতে শরীর,
শুনিয়া মধুররাবি-মধুপ-ঝঙ্কার,
কোকিলের কুহুরব কাননমাদন

আজি কর্ণ পীড়া দেয় ভ্রমরঝঙ্কারে,
প্রতি কুহুরবে হানে অশনি হিয়ায়,
মধুর সুখাদ্যকুল রোগিণী-বদনে
তিক্তাস্বাদ ধরি পীড়া দেয় রসনায়।

কোথায় যাইবে রামা ভাবিয়া না পেয়ে
বিচরিছে ইতস্তত অধীর হইয়া,
মত্ত মাতঙ্গিনী যথা অঙ্কুশ-পীড়নে
ব্যথা পেয়ে চারিদিকে বেড়ায় ছুটিয়া।

সরোবর তীরে গিয়া হেরিল সুন্দরী
ফুল্ল-কমলিনী-হৃদে বসিয়া ভ্রমরে
দংশি তারে বিষহুলে দিতেছে যাতনা,
কাঁদিয়া পদ্মিনী ভাসে অশ্রু-সরোবরে।

পলাইলা বিষাদিনী সরস্তীর হতে,
পশিলা সত্বরে কুঞ্জে, ভদ্রাকুঞ্জ নাম,
বিবিধ বিচিত্র তরু-লতায় শোভিত,
সুরভি কুসুমগন্ধে চারু সুখধাম।

ভ্রমণে আক্রান্ততনু মৃদু স্বিন্নমুখী
বসিলা শিশিরসিক্ত চারুশিলা-পটে,
তরুশাখা হতে নামি পোষিত ময়ূরী
উন্নত কলাপে নাচি আইল নিকটে।

সাধের শিখিনি! ভদ্রা আদরে তাহারে
মুখরিত ঘুঙ্ঘুরালি করতালি দিয়া
নাচাইয়া প্রতিদিন সরসিজ-করে
বিহগীর মুখে দিত ওদন তুলিয়া।

সাধ করি তাই, তারে নর্ত্তকী বলিয়া
ডাকিত নৃপাল-সুতা, এবে সে আদরে,
ভদ্রারে হেরিয়া পাখী আদর লভিতে
নাচিয়া নাচিয়া তার আইল সকাশে।

হায় পাখি! কেবা আজি দিবে করতালী!
বিচিত্র-বরণ-চিত্র ময়ূরীর গলে
ছাঁদি চারু ভুজলতা স্নেহে বিষাদিনী
চুম্বিলা পাখীরে ঘন তিতি অশ্রুজলে।

"হায় লো নর্ত্তকি!" বালা ভাষে সকরুণে
"যে আগুণে আজি মোর পুড়িতেছে হিয়া
বুঝিলে না নাচিতিস্, চারু মুখখানি
কোলে আনি লুকাতিস্ অমনি কাঁদিয়া।

বুঝিয়া বিধাতা তোরে দেয় নি সে জ্ঞান,
অল্পপ্রাণা পাখি তুই! নিদারুণ দুখে,
বুঝিলে অমনি তোর ফেটে যেত হিয়া,
মোরে দেখিমাত্র তোর নাচে হিয়া সুখে।

নর্ত্তকিরে! অন্যজনে অন্ন লয়ে করে
ডাকে যদি কভু তোরে রঙ্গ দেখিবারে,
ক্ষুধিত হলেও তুই না নামিস্ ভূমে,
ঊর্দ্ধমুখে কেকারবে ডাকিস্ আমারে।

এত অভিমান তোর কেন হতভাগি?
হায়, কি হইবে তোর যবে শিখণ্ডিনি!
ক্ষুধিত হইয়া উচ্চে ডাকিবি আমারে
নারিবে আসিতে অন্ন দিতে অভাগিনী।

হয় তো তখন তোর কাতর নিনাদ
না পাব শুনিতে হায়! চিরনিদ্রাবশে,
কে তোর বদনে তুলি দিবে রে ওদন?
কলাপ তুলে কি আর নাচিবি হরষে?

পাখী তুই, কেন তোর এত অভিমান?
তোর চেয়ে অভিমানী ছিল অভাগিনী,
কিন্তু যার পদে সব উৎসর্গ করিনু
সে প্রাণ-বল্লভে তার পাবে কি দুখিনী?

হে শঙ্কর! ত্রিলোকের মঙ্গল-নিধান!
চিরদিন পূজে দাসী চরণ তোমার,
ফণিনীর শিরোমণি নিওনা কাড়িয়া
হৃদয়-সর্ব্বস্বে প্রভু দিও অবলার।"

তপ্ত উদ্বেলিত জলকটাহ যেমতি
তৈলপাতে মুহূর্ত্তেকে হয় প্রশমিত,
উপাস্য স্মরণমাত্র উপশম তথা
পাইল হৃদয় ভয়-তাপ-উদ্বেজিত।

মুদিল নয়ন বালা, "হে দেব শঙ্কর!
পবিত্র মধুর নাম আনিলে বদনে
দূরে যায় ভয়, তাপ, পলায় যেমতি
দুরন্ত পিশাচ, মহামন্ত্র উচ্চারণে।"

হেরিল হৃদয়ে বামা যোগেন্দ্র মুরতি
রজত-নগেন্দ্র-তনু প্রশান্ত বৎসল,
স্নিগ্ধ ত্রিনয়নে শান্তি-সলিল ক্ষরিয়া
তাপিত-তরুণী-হিয়া করিল শীতল।

"হে মহেশ! এত শান্তি স্মরণে তোমার!
না জানি কি সুখধাম ও রাঙ্গা চরণ!
সুধার আকর শশী না হলে কি কভু
লক্ষান্তরে কর তার জুড়াত নয়ন?"

শিখিনীরে ছাড়ি সতী মুছি অশ্রু-রেখা
কুসুমবিকীর্ণ পথে মৃদু পদে চলে
পুনঃ সৌধরাজি মাঝে পশিলা সুন্দরী
লুকাল কৌমুদী যেন শারদ-নীরদে।

দুখতপ্ত চিতে লভি শান্তি-সুধা
গিরিশ-স্মরণে অবলা হৃদয়
গিরিজেশ-পদাম্বুজ পূজনিতে
হল সত্বর সাশ সহর্ষ মনে।

চপলোর্ম্মি-পরিপ্লুত সিন্ধুজলে
পড়ি মানব, কাষ্ঠতৃণাদিচয়ে
লভিয়া সমুখে, ধরিয়া বিফলে,
হত আশ যবে হয় প্রাণধনে,

সহসা সমুখে প্লবমান জলে
নিরখি প্লব নর্ত্তিত ঊর্ম্মিদলে,
ফুলি হর্ষভরে ধরিতে অমনি
প্লব, সত্বর সন্তরি ধায় যথা।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন-কাব্যে 'বিরহ-সন্তাপো' নাম চতুর্থঃ সর্গঃ

পঞ্চম সর্গ।

শুদ্ধান্তে পশিলা বালা, তপন উদয়ে,
মৃদুকণ্ঠ-কলরবে, ভূষণ-শিঞ্জিতে,
বিচিত্র-বসনা সবে জাগিয়া ললনা
করেছে শুদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত এখন—
হৈমন্তিক জড়ভাব অতিক্রম করি
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ ভৃঙ্গ-ঝঙ্কারিত
চিত্রবর্ণ ফুলকুলে, পুষ্পিত লতায়,
প্রাণিত কানন যথা মধু সমাগমে।

হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল ঘেরিল ধাইয়া
যাদবী-ললাম-মণি সেবিতে ভদ্রারে,
ধায় সৌরকরজাল যথা প্রাতঃকালে
সেবিতে সরসীনিধি ফুল্ল নলিনীরে।

সুবাসিত জলে স্নান করি বিনোদিনী
বিশুদ্ধ কৌষেয়-বাসে বরাঙ্গ আবরি
চলিলা পূজিতে হরে, ঘেরিয়া চৌদিকে
চলিল অর্চ্চনাদ্রব্য লয়ে সখীগণে।

উপবন মাঝে শোভে বিচিত্র দেউল,
উন্নত মৈনাক যেন সাগর উপরি,
ধবল চিক্কণ-শিলা-গঠিত মন্দির
কাঞ্চন-ত্রিশূল শোভে উতুঙ্গ শিখরে।

কুসুমিত তরুলতা শোভিত চৌদিকে,
গুঞ্জরি আনন্দে ধায় শিলীমুখকুল,
কুহরে সুকণ্ঠ পিক মধুর পঞ্চমে,
বহিছে মৃদুল চির-বসন্ত-সমীর।

বাজিল বাদিত্রকুল মধুর নিস্বনে,
শঙ্কর-বন্দনা-গীত গায়িকা গাইল,
নীরবে বিহঙ্গ, পশু নিকুঞ্জে অমনি,
নীরবিল শিলীমুখ কুসুমে পশিয়া।

বিশাল মন্দির মাঝে হৈমদ্বার দিয়া
বেষ্টিত-সঙ্গিনীদলে পশিলা সুন্দরী,
বিস্তৃত অতল যথা জলধি-সলিলে
তারাদল-পরিবৃত পশে চন্দ্রকলা।

উন্নত মন্দির-ভিত্তি, মরকতদলে
অপরূপ কারুকার্য্যে খচিত রুচির,
অসংখ্য দেবতাচিত্রে বিকাশে প্রাচীরে
মাণিক্য-বরণ-ছটা জন-মনোহর।

চিত্রিত ত্রিদিবধাম, চারু মন্দাকিনী,
অপ্সরা, কিন্নর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
চিত্রিত পাতালকুল অন্ধকারময়,
অসংখ্য পন্নগমাঝে ফণীন্দ্র বাসুকী।

দেবর্ষি-মহর্ষিদল তপস্যা-নিরত,
চিত্রিত প্রমথকুল ভীষণ আকার,
যক্ষ, রক্ষ, দানা, দৈত্য, ডাকিনী, যোগিনী,
চিত্রিত বৈকুণ্ঠধাম চারু সুখালয়।

অরণ্য, নির্ঝর, গিরি, সমুদ্র, তটিনী,
নর, নারী, পশু, পক্ষী চিত্রিত বিস্তর
নভস্তল, ধূমকেতু, গ্রহ, উপগ্রহ,
চিত্রিত তারকা, চন্দ্র, ভাস্বর তপন।

বিশাল বিচিত্র চিত্র! ধন্য শিল্পকার,
প্রকাণ্ড নিখিল বিশ্বে সংক্ষিপ্ত করিয়া
থুয়েছিস একত্রিত! এ চিত্রে স্তম্ভিত
মহান্ মধুরভাবে নহে কার হিয়া?

দাঁড়ায়ে মন্দিরে বালা, মস্তক উপরি
শোভিছে উত্তুঙ্গ ছাদমণ্ডল বিস্তৃত,
নভশ্চন্দ্রাতপ যেন ধরণী উপরে
চৌদিকে বিশ্বের ছবি মহাচিত্রজাল।

প্রকাণ্ড দেউল মাঝে মৃদুল নিনাদে
ধীর প্রতিধ্বনি তুলি নাদিছে গভীর,
প্রেমনীর-বিন্দু যথা দেবতা সেবনে
ফুলি হয় সিন্ধু সম পুণ্যধি-হৃদয়ে।

স্তম্ভিত বালিকা-হিয়া ক্ষুদ্র বিশ্বমাঝে
প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে হারায়ে আপনা,
ফুলিছে বিশাল হিয়া ভকতি-উল্লাসে
নিষ্পন্দ কোমলতনু চাহে চন্দ্রমুখী।

উল্লাসে অবলা হিয়া ব্যাপিছে ফুলিয়া
গম্ভীর মহান সহ মিশি ধীরে ধীরে,
পার্থিব ভাবনা ক্ষুদ্র বিলীন হইল,
বিলুপ্ত শিশির-বিন্দু যথা সিন্ধুজলে।

ধূপিত সুগন্ধ-রাশি পুড়িল চৌদিকে,
সজ্জিত নৈবেদ্যদলে শোভিল মন্দির,
বাহিরিল সখীদল আয়োজন সারি,
অমনি যন্ত্রিণীসহ গায়িকা থামিল।

গম্ভীর, নিস্তব্ধ, মরি মন্দির এখন,
একাকী দাঁড়ায়ে রামা ভকতি-প্রণতঃ,
সম্মুখে বিশাল মূর্ত্তি শঙ্কর বিগ্রহ
মার্জ্জিত রজততনু প্রশান্ত উন্নত।

নীলকান্তে বিরচিত জটা মৌলী শিরে,
ভাস্বর হীরকরত্নে চারু ত্রিলোচন,
পদ্মরাগে সুগঠিত অর্দ্ধেন্দু ললাটে,
খচিত মাণিক্যজালে শার্দ্দূল বসন।

উজ্জ্বল প্রবালদলে গঠিত রুচির
রক্ত কর-পদাম্বুজ, অরুণ অধর,
করে মহারত্নরাজি-প্রদীপ্ত ত্রিশূল,
ভুজঙ্গ ভূষণকুল বৈদুর্য্য খচিত।

সুগন্ধ-প্রদীপমালা জ্বলিছে চৌদিকে,
পড়িয়া দীপাংশুরাজি বিগ্রহশরীরে
মণিকুলে প্রতিফলি রতন-বিভায়
বিবিধ বরণ ধরি ধায় চারিপাশে।

ভকতিপ্রণত হিয়া সুভদ্রা সুন্দরী
বসিলেন পূজাসনে শুচি শান্তমনে,
সচন্দন বিল্বদল, ফুল, গঙ্গা-বারি
অঞ্জলি অঞ্জলি দিলা পরমেশপদে।

প্রতি পুষ্পাঞ্জলি সহ আপনা আপনি
নির্ম্মল সম্প্রীতি-শ্রদ্ধা-কুসুম সহিতে
প্রেম-বিমোচিতদ্বার হৃদয় হইতে
ভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহে অমনি।

এমনি প্রভিন্নদ্বার গজেন্দ্র-রদনে
গোমুখী হইতে মাতা ত্রিলোকতারিণী
প্রবাহিলা ভাগীরথী তরঙ্গমালিনী
সগর-সন্ততি সহ বসুধা তারিতে।

মুদিত নয়নপদ্ম, ভকতি-উল্লাসে
খুলিল হৃদয়-চক্ষু, হেরিলা সুন্দরী
নিখিল অনন্ত বিশ্বে যুড়ি বিশ্বপতি
মহান্ ভৈরব-তনু ত্রিপুরবিনাশী।

নিস্তেজ তপন, চন্দ্র, গ্রহ, তারকালী,
প্রচণ্ড ভাস্বর মহামূরতি সকাশে,
ক্ষুদ্র দীপমালা যথা তপন-কিরণে
প্রদীপ্ত বিভূতি তেজে ভাসে দিঙ্মণ্ডল।

শোভিছে উন্নতফণ মহোরগদল
মহা বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি উল্লাসে বেষ্টিয়া,
চন্দ্রার্কসঙ্কাশ জ্বলে চক্ষু শিরোমণি
কম্পে লোকালোকগিরি ভুজঙ্গনিশ্বাসে।

জুড়িয়া অনন্ত ব্যোম জটাজূট শিরে
প্রসারিত ইতস্ততঃ মহামেঘ প্রায়
আলোকিয়া জটারাশি মহাগ্নি ললাটে
জ্বলিছে ঝলসি তেজে বিজলী-প্রভায়।

কল্লোলিছে জটামাঝে গভীর নিস্বনে
ত্রিপথগা গজরাজ-মদ-প্রমাথিনী,
কম্পিছে তরঙ্গে জটা, ত্রিবেণী বহিয়া
ত্রিলোকতারিণী মাতা প্লাবিছে জগতে

মুদিয়া নয়নপদ্ম, হেরিলা তরুণী,
পূরিল হৃদয়সিন্ধু অমৃতগঙ্গায়,
বিরাজে বিরাটমূর্ত্তি, পরমাণু প্রায়
কৃতাঞ্জলি সুকুমারী বসি পদতলে।

বিলোপিল অহন্তত্ত্ব অনন্ত মাঝার,
সাধনা, কামনা, ধর্ম্ম ঘুচিল সকলি
"ত্বমেব কেবলি নাথ!" নাদিল হৃদয়,
ঈশাত্মা সাগরে জীব পুলকে মজিল।

নিস্তব্ধ শীতলছায় মন্দির ভিতরে
বসি একাকিনী রামা প্রশান্ত হৃদয়ে,
নিশা জাগরণে তনু অবশ শিথিল,
ক্রমশ আচ্ছন্ন হল নিদ্রা-আকর্ষণে।

প্রদীপ্ত প্রমথনাথ-মুরতি অমনি
ললনাহৃদয় হতে সরিল ক্রমশ,
জড়তনু নিদ্রাকোলে লভিলা বিরাম
সুষুপ্তির অন্ধকার হৃদয় ছাইল।

এমতি বিহগ, পশু আবাসে পশিলে
সন্ধ্যা-আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রবিতপ্ত-মহী
লভয়ে বিরাম পুনঃ, প্রভাকর প্রভা
সরায়ে ক্রমশ রাত্রি আবরে প্রকৃতি।

স্বপ্নদশা পায় বালা সুষুপ্তি বিগতে,
নিশার স্তম্ভিতভাব অতিক্রম করি
মৃদুল কাকলীমাত্র-সূচিত-চেতনা
প্রকৃতি সুন্দরী যথা ঊষা-সমাগমে।

সুষুপ্ত মানসবৃত্তি শান্ত বালা-হৃদে
চপলা কল্পনা জাগি নীরবে প্রসারি
চালি জ্ঞান বৃত্তিকুলে নিজ ইচ্ছামতে
মুহূর্ত্তে রচিল স্বপ্ন-প্রপঞ্চ অমনি

এমতি নিশীথকালে অতর্কিতভাবে
নীরবে পশিয়া সর্পী ফুলরাশি মাঝে
ইতস্ততঃ বিক্ষেপিয়া কুসুম নিকরে
চারু ফুলরাশি মাঝে উগরে গরল।

দিব্য উপবন মাঝে হেরিলা সুন্দরী
স্বচ্ছ সরোবরনীরে হাসিছে পদ্মিনী
সুগন্ধে মধুপকুল আনন্দে মাতিয়া
গুণ গুণ রবে ধায় মকরন্দ-লোভে।

শোভিছে সরসী-অঙ্গে চারুতীর্থমালা
বিচিত্র মসৃণ শিলানিচয়ে রচিত
কুসুমিত তরুরাজি বিলম্বিত শাখে
ছায়াদান করি তীর্থে করিছে শীতল।

স্নিগ্ধ তীর্থমালা পরি বসিয়া সুন্দরী
হেরিছে সরসবক্ষে ক্ষুদ্র বীচিমালা,
দুলিছে পদ্মিনী-কুল মৃদুল হিল্লোলে
উড়ি বসে পুনঃ ভৃঙ্গ কমলিনী-হৃদে।

আরোপি আবেশে চঞ্চু প্রিয়চঞ্চু মাঝে
প্রমত্ত কোকিলকুল গাইছে সঙ্গীত,
সুমন্দ মলয়বাতে জুড়ায় শরীর,
পাদপের কোলে নাচে শ্যামাঙ্গিনী লতা।

চারিদিকে কুসুমিত নিকুঞ্জ মঞ্জুল
মুখরিত সুমধুর বিহঙ্গ সঙ্গীতে,
উল্লাসে কামিনীহিয়া উথলে মৃদুল,
শিহরিছে পুলকিত শিথিলাঙ্গ তনু।

অকথ্য অব্যক্তরূপ আনন্দ-লহরী
মন্থর-গমনে ধায় নর্ত্তিত শিরায়,
তবু যেন কামিনীর হৃদয় বিকল
কি যেন অভাব আছে না পারে বুঝিতে।

চাহে রামা চারিদিকে, সুনীল আকাশে,
সভৃঙ্গ নলিনীকুল, পুষ্পিত বল্লরী,
বনশোভা একে একে পড়িল নয়নে,
ঘুচিল না তবু মরি হৃদয়-অভাব।

সহসা পড়িল নেত্রে বীরেন্দ্র-গঞ্জিত
সুকুমার শ্যামমূর্ত্তি হসিত মৃদুল,
ফিরে না নয়ন আর, ঘুচিল অভাব,
প্লাবিল হৃদয়-সিন্ধু মধুর উচ্ছ্বাসে।

সুখের তরঙ্গ দেহে ত্যজি পূর্ব্বভাব
পরিস্ফুট হয়ে এবে চপলার বেশে
প্লাবিয়া ধমনী শিরা ধাইল অমনি
তাণ্ডবিল দেহযন্ত্র আনন্দবিপ্লবে।

অর্দ্ধ পরিস্ফুট ভাষে, "নাথ, প্রাণেশ্বর !"
বলিয়া কামিনী ধায় ছুটিয়া উল্লাসে
ছাঁদিয়া মৃণালভুজ প্রিয়তম গলে
ঢালিতে শিথিল-তনু প্রেম-আলিঙ্গনে।

সহসা গর্জ্জিলা মূর্ত্তি ভীষণ নিস্বনে,
প্রলয় নির্ঘাত যেন ধ্বনিল অম্বরে,
ঘুচিল সরসী, পদ্ম, নিকুঞ্জ, বিহগী,
গর্জ্জে ঘোর মহার্ণব তা সবার স্থলে।

কোথায় প্রাণেশ তার ? ঘোর ইন্দ্রজালে
দাঁড়ায়ে এ স্থলে এবে হিমাদ্রিসদৃশ
ধবল মুষলহস্ত মহাকায় শূর
মদিরা-রক্তিম-নেত্রে ঝলসে অনল।

চিনিলা ললনা ভীম হলধর বীরে
বিকট ভ্রুকুটীকুলে ঘোর দরশন,
মার্ত্তণ্ড সঙ্কাশ শোভে উন্নত ললাটে
মহাক্রোধে ওষ্ঠাধর কম্পিত সঘন ;

মেরুশৃঙ্গসম ভীম বামেতর ভুজ
সমুখল সমুন্নত অম্বর প্রদেশে,
ভীষণ গর্জ্জননাদে কর্ণে লাগে তালি,
কি বলিছে স্বপ্নগতা না বুঝে অবলা।

চিনিলা ললনা তায় অগ্রজে তাদৃশ,
হেরি মহাভয়ে বালা অভিভূত হয়ে
ধায় পলায়ন আশে, হায় ! কিন্তু তার
স্বপ্নভয়-জড়ীভূত না চলে চরণ।

ভয়ঙ্কর দশা, হৃদি দুরু দুরু নাদে
করিছে আঘাত ঘোর ! কাঁপে প্রাণকুল,
ভয়ের উপরে ভয় ! এ কিরে আবার !
ডুবিছে ক্রমশ বালা অর্ণব-সলিলে।

রুদ্ধশ্বাস-প্রায় রামা ! বাহিরায় প্রাণ,
মহার্ত্ত হইয়া বামা আর্ত্তনাদ তরে
মহাচেষ্টা করে, কিন্তু না সরে বচন,
সহসা ভাঙ্গিল নিদ্রা, চাহিলা যুবতী।

চাহিয়া দেখিলা বামা, দুর্ব্বিসহ ভয়ে
উল্লম্ফিত ঘন ঘন হৃৎপিণ্ড হৃদয়ে,
মহাভয়ে অভিভূত সে পিণ্ড যেন রে
হৃদয় হইতে তার চাহে পলাইতে।

দমি হৃদয়ের বেগ চাহিলা সুমুখী,
হসিত শঙ্করমূর্ত্তি বিরাজে সম্মুখে,
চাহিলা বিধুরা বালা উপাস্যের পানে,
অভিমানে অশ্রুধারা বহে ঝরঝরি।

"করুণা আকর তুমি," ভাবিলা সুন্দরী,
সম্বোধি শঙ্কর মূর্ত্তি ভগ্ন মৃদুস্বরে,
"করুণা বিতরি প্রভু অজ্ঞান দাসীরে
অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখালে কি আজ ?

চিরদিন পূজে দাসী বাল্যকাল হতে
অভয়-চরণ তব ফুল-বিল্বদলে,
সেই পুণ্যফলে বুঝি প্রসন্ন করিয়া
লভিলাম বিশ্বনাথ ! এ অভয় বর ?

এর চেয়ে কি দুর্গতি ঘটিত দাসীর
যদি নাহি পূজিতাম ও মঙ্গল-পদে ?
অথবা ললাটলিপি খণ্ডন করিতে
পরেশ হয়েও নাহি শকতি তোমার ?

ভাল, কিন্তু কেন তবে দাসীর নয়নে
ভবিষ্যৎ আবরণ করিলে মোচন ?
এ দয়া লভিতে কি হে বিধুরা অভাগী
এসেছিল ও চরণে শরণ লইতে ?

অকুল জলধিজলে পড়িয়া মানব
সুবৃহৎ কাষ্ঠভ্রমে ধরি অজগরে
সহসা সে ভ্রম তার হইলে দূরিত
বল প্রভু, কি করে সে উভয় সঙ্কটে ?

অকুলে পড়িতে ভয় থাকে কি তাহার ?
পারে কি সে আর প্রভু ধরিয়া থাকিতে
প্লবমান অজগরে, প্রাণের মায়ায় ?
যা থাকে কপালে ভাবি ডোবে সে অতলে।

দিও না দাসীরে দোষ তবে বিশ্বনাথ !
না আসে দুখিনী যদি পূজিতে ও পদে,
যে অভয় লভিলাম আজি শ্রীচরণে
মরণেও দাসী তাহা নারিবে ভুলিতে।

দেখিব, দেবতা যদি হন প্রতিকূল,
মানবশক্তিতে কিবা হয় প্রতিকার,
বৃষ্টিধারা না বাঁচায় যবে শস্যদলে,
সলিল সেচনে কিছু হয় না কি ফল ?

দেখি আর্য্য বলরাম সদস্য ভিতর
কি উত্তর দেন আজি কৃষ্ণের প্রস্তাবে ?
আমার অর্জ্জুনে যদি না দেন আমায়
আনুন যাঁহারে ইচ্ছা ভগ্নীদান তরে ;

আনুন যাহারে ইচ্ছা, পড়ি সে বিপদে
না ডাকিবে আর কিন্তু সুভদ্রা তোমায়,
আপন সতীত্ব-ধনে রক্ষিতে আপনি
নারিবে কি ক্ষত্রবালা, অর্জ্জুন-প্রেয়সী ?"

হাসিয়া কৈলাসধামে ভাষে হৈমবতী
বসিয়া ভবেশ বামে ভবেশ-ভাবিনী,
চৌষট্টি যোগিনী ফিরে উমাপদ সেবি
দ্বিরেফ-আবলি যথা ফুল্ল কোকনদে।

ঢুলায় চামর জয়া বিজয়া উল্লাসে,
হুঙ্কারে প্রমথকুল অলক্ষ্যে অম্বরে,
হাসে ঘোর অট্টহাস আকাশে ডাকিনী,
পার্ব্বতী-বাহন সিংহ গর্জ্জিছে হরষে।

ভাষিলা ভুবনেশ্বরী ত্রিলোক জননী,
মায়ের অমৃত স্বর শুনিয়া অমনি
নিস্তব্ধ কৈলাসপুরী, নীরব ডাকিনী,
নীরবে কেশরী, স্তব্ধ প্রমথ অম্বরে।

ভাষিলা হাসিয়া মাতা, "প্রভু বিশ্বনাথ !
বড় ভক্ত বলি ভাল বাস যে ভদ্রায় ?
শুন আজি ভদ্রা তব পূজা সমাপিয়া
কেমন করিছে স্তুতি ভকতি-উল্লাসে।

আশুতোষ তুমি নাথ, ভকত-বৎসল
তুষিলে না এখনও যে তুষিতে ভদ্রারে
মনোমত বরদানে ? বল এ দাসীরে
হেন ভক্ত কতগুলি আছে ধরাতলে ?"

হাসিলা ভবানীপতি, নাচিল হরষে
ভুজঙ্গনিকর অঙ্গে, সুমধুর তেজে
ভাতিল অর্দ্ধেন্দুসহ অনল ললাটে,
উল্লাসে হাসিল শব-মুণ্ডমালা গলে।

ভাষিলা ভবেশ, "দেবি তবু ভালবাসি
পরম ভকত মম ভদ্রা গুণবতী,
আজি বালা প্রপীড়িত হৃদয়বিকারে,
আমি কি তোমারে কিন্তু বলিব, দেবেশি !

এ বিশ্ব জননী তুমি, ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে
বিরাজিত শক্তিরূপে সর্ব্বভূত-দেহে,
স্তাবক নিন্দকে তব সমান করুণা,
ত্যজেছ করুণাময়ি ! কবে কোনজীবে ?"

হাসিয়া ত্রিলোকেশ্বরী যোগেশ্বর সনে
মিশিলা অমনি দেবী প্রেম-আলিঙ্গনে
উভয়ে উভয় অঙ্গে বিলীন হইয়া
দ্বৈতভাব পরিহরি হৈলা একীভূত।

মিশিল পরাত্মা সহ পরমা প্রকৃতি
অপূর্ব্ব মহান্ জ্যোতি মধুর ভাস্বর
নিকশি কৈলাস হতে ব্রহ্মাণ্ড পূরিল
মজিল গভীর শান্তি-সলিলে কৈলাস।

সহসা ত্রিদিবধামে দেবতা-হৃদয়ে
প্লাবিল আনন্দস্রোত, সানন্দ ভুবন,
সহর্ষ পাতালে নাগ, মর্ত্তে জীবকুল,
অব্যক্ত অচিন্ত্য সুখে ভদ্রাও পূরিল।

কৌশেয় অঞ্চলে অশ্রু মুছি পদ্মমুখী
বাহিরিলা, ধেয়ে আসি মিলিলা সঙ্গিনী,
মধুর বাদিত্র সহ মিলি এক তানে
গায়িল শঙ্করস্তুতি গায়িকা অমনি।

ত্রিপুর-বিনাশন, পাতক-তারণ,
ফণিকুল-ভূষণ, মঙ্গলকারণ,
দক্ষ-মদার্ণব-মন্থন-কারী,
ভব-ভয়-সংহর কাল নিবারি।

নর-কঙ্কাল-বিভূষিত দেহ,
ভকত-জনে পরিণদ্ধ সিনেহ,
শিরসি তরঙ্গিত পাবন গঙ্গা,
কল-কল-সঞ্চলদমল-তরঙ্গা।

জলনিধি মথন সমুত্থিত গরলে
হইল মহার্ত্ত সুরাসুর সকলে,
গরল পিয়া প্রভু সৃষ্টি সমস্তে
ত্রাণ করহ তুমি রুদ্র নমস্তে!

অসুর-বিনাশী প্রমত্ত করালী
নৃমুণ্ড-হস্তা মস্তক-মালী
ভীষণ হাস্যে স্তম্ভিত সৃষ্টি
ভীম বপুপ্রভে অম্বিত দৃষ্টি।

নর্ত্তিল ভীমা বিশ্ব-সবিত্রী
পদভর-কম্পিত আর্ত্ত ধরিত্রী
ধরি প্রভু প্রলয়-পদাম্বুজ বক্ষে
মুছিলে অশ্রু জগজ্জন চক্ষে।

ভৈরব বিকট প্রমথ-সহচারী,
অনল-ললাট স্বজন-লয়কারী,
প্রলয়-বিষাণ-বিরাজিত-হস্তে,
ত্রিশূল-ধারণ রুদ্র নমস্তে!

ইতি ভদ্রার্জ্জুন-কাব্যে 'শিবার্চ্চনা' নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ

ষষ্ঠ সর্গ।

রত্ন সিংহাসনে বসি যত্নরাজ
গম্ভীর মূরতি উগ্রসেন ধীর,
শুক্লকেশ-শিরে শোভিছে কিরীট
মাণিক্যছটায় ভাতিয়া রুচির
হিমাদ্রিশিখরে যেন বিজলী খেলিছে ;
বামেতর বামে বসি রত্নাসনে
বিশালহৃদয়ে মণিমালাধারী
কোমল পলাশ নয়ন প্রকাশ
তেজঃপুঞ্জ-তনু লাঙ্গলী মুরারী,
ধবলাদ্রি নীলাচল একত্র শোভিছে।

সম্মুখে বসিয়া সচিব প্রবর
স্থবির তেজস্বী বিকদ্রু সুমতি,
শ্বেত শ্মশ্রুরাজি লম্বিত উরসে
শান্তচেতা ধীর, প্রচেতা যেমতি
আবৃত হৃদয় শুভ্র-তরঙ্গমালায়!
বসি সেনাধ্যক্ষ শৈনেয় সাত্যকী
যত্ন-সেনাপতি অনাধৃষ্টি বীর,
সর্ব্বাধ্যক্ষগণ বসি দশজন
অক্রূর, সারণ, বসুদেব ধীর
যাদবপ্রধান যত বসেছে সভায়।

ঊর্দ্ধে প্রসারিত চারু চন্দ্রাতপ
মণি-মুক্তাদামে খচিত সুন্দর,
ধবল বিস্তৃত আতপত্র তলে
ঝুলিছে বিচিত্র মুকুতা ঝালর
হেম-রত্ন-সাজে ছত্র রাজে শিরপরি।
সুকুমার মূর্ত্তি যুবক-মণ্ডল
নীরবে চৌদিকে বীজিছে চামর.
সুবস্ত্র সজ্জিত কাঞ্চন ভূষিত
কুমার মূরতি যত অনুচর
আদেশ অপেক্ষি রহে করযোড় করি।

গূঢ় নীতিকুলে অতুল্য কুশল
নিগূঢ় মানস কৃষ্ণ বাগ্মীবর
হৃদয়-সংগ্রাহী সুবন্ধ মন্ত্র
প্রসারি বাগ্‌জাল সংসদ ভিতর
তুলিলা ক্রমশ ভদ্রাপরিণয় কথা ঃ—
বলিলা কেশব, "বয়স্থা কন্যায়
সুপাত্রে অর্পণ সদা কুলোচিত,
সুভদ্রা রূপসী বিবাহ বয়সী,
বিলম্ব এক্ষণে নহে সুবিহিত,
বিবাহউদ্যোগ তার উচিত সর্ব্বথা।

স্বয়ম্বর প্রথা," ভাবিলা শ্রীপতি,
"প্রকৃষ্ট সর্ব্বথা ক্ষত্রিয়মণ্ডলে
সীতা, দময়ন্তী, শুভাঙ্গী দ্রৌপদী
আদি ক্ষত্রবালা স্বয়ম্বর-ফলে

মনোমত স্বামীরত্নে লভেছে ভারতে।
স্বয়ম্বরা বালা লভি ইষ্টজনে
আপন গরবে রহে ফুল্লচিতে,
সুরুচি, সুমতী, ভদ্রা তেজবতী
আমন্ত্রিত নৃপমণ্ডল হইতে
অবশ্য লভিবে পতি অতুল্য জগতে।

গরব-প্রফুল্ল ভদ্রা তেজস্বিনী
সবার আদৃত গুণগরিমায়,
গুণগ্রামে তার দলিয়া চরণে
পর-ইচ্ছামতে তারে পশুপ্রায়
পাত্রস্থ করিতে কে না ব্যথিবে অন্তরে ?
মাতামহ, পিতা, আর্য্য হলধর,
যদুমণি যত কে হবে বিমুখ ?
কেবা এ সভায় স্নেহের ভদ্রায়
না দিবে ভুঞ্জিতে স্বয়ম্বর সুখ ?
আদেশ হউক তবে ভদ্রা স্বয়ম্বরে।"

নীরবি কংসারি মোহন কটাক্ষে
মুহূর্ত্তে চাহিলা সদস্যমণ্ডলে,
বচন-বিমুগ্ধ সভাসদকুল
আকৃষ্ট হইয়া সে কটাক্ষবলে
সম্মতি প্রকাশে সবে উদ্যতহৃদয় ;
তথাপি সংযমি হৃদয়-উদ্যম
মৌনভাবে সবে বসি সভাস্থলী,
বীর হলধর কি দেন উত্তর

শুনিবার তরে হয়ে কুতূহলী
বীরাত্মার অনুসারী ভবে নরচয়।
মৌনীও লাঙ্গলী সংসদ ভিতর,
নহে কিন্তু তাহা সম্মতি লক্ষণ,
অথবা সে মৌনে অপরের মত
অপেক্ষি শুনিতে পরের বচন
নহে বসি অধোমুখে হলধর বীর।
প্রিয়তম শিষ্য তাঁর সুযোধন,
ভদ্রারত্নে তারে করিতে ভূষিত
চিরদিন তরে বাসনা অন্তরে,
আজি সে বাসনা হয় প্রতিহত,
কে জানে কুটিল চক্রী কি করেছে স্থির ?
মুখে মৌনভাব, কিন্তু হৃদিমাঝে
কৃষ্ণের বাগ্‌বন্ধ করিয়া খণ্ডন
ইষ্টসিদ্ধি তরে নিজ মনোভাবে
প্রকাশ করিতে সদস্য-সদন
নীরবে বিপ্লবে চেষ্টা করিছে অন্তর।
এমতি প্রশান্ত সলিল সরসে
ধীবরের জালে বদ্ধ জলচর
লম্ফে জলপরে উঠিতে সত্বরে
ছিঁড়িবারে চেষ্টা করে ঘোরতর
নীরবে সে জালবদ্ধ সলিল ভিতর।
ভাষিলা বিকদ্রু গম্ভীর বচনে
তেজস্বী প্রবীণ সচিব প্রবর,

"স্বয়ম্বরা হলে ভদ্রা গুণবতী
অবশ্য লভিবে অনুরূপ বর,
সন্দেহ ইহাতে কভু নহিবে কাহার।
স্বয়ম্বর প্রথা বটে প্রশংসিত,
কিন্তু স্বয়ম্বরে প্রায় বিঘ্ন ঘটে,
বিদর্ভ নগরে ভৈমী স্বয়ম্বরে
নল দময়ন্তী পড়িয়া সঙ্কটে
যে কষ্ট লভিলা, তাহা বিদিত সংসার।

রুক্মিণী, লক্ষণা যবে স্বয়ম্বরা,
আমরাই বিঘ্ন করেছি তখন,
পাঞ্চাল নগরে লক্ষ্যবেধকালে
মিলিয়া একত্র লক্ষ রাজগণ
রাজ্য উচ্ছেদিতে ঘোর করিল উৎপাত।
ভীমার্জ্জুনবলে দ্রুপদনগরী
পায় অব্যাহতি সে ভীম প্রমাদে,
ভীষ্ম স্বয়ম্বরে অম্বালিকা হরে,
সীতা স্বয়ম্বরে ভার্গব বিবাদে,
ভানুমতী স্বয়ম্বরে ঘটেছে ব্যাঘাত।

অবশ্য বিক্রমকেশরী যাদবে
বিঘ্নভয়ে কভু নহে শঙ্কুচিত,
কিন্তু শুভকার্য্যে বিগ্রহ বিশ্রুত
শত্রু-মিত্র-রক্ত-পানিতে তৃষিত
কে ইচ্ছে অশিব গৃধ্র পক্ষ শিবাকুলে ?
চির যদুশত্রু জরাসন্ধ ক্রূর

অসময় বুঝি এবে সে নিদ্রিত,
সময় বুঝিয়া　　　ভুজঙ্গীতনয়া
অবশ্য করিবে তারে জাগরিত
সুযোগ পাইয়া শত্রু রহিবে কি ভুলে ?

গোমন্তের যুদ্ধে পরাজয় লাজ
জ্বলিছে হৃদয়ে তার অনিবার
তাহারি প্রস্তাবে কন্যারে ভীষ্মক
শিশুপালে দিতে করে অঙ্গীকার
রুক্মিণীহরণে তাহে পেয়ে অবমান,
কাল যবনেরে করে উত্তেজিত
উদ্বেজিত যার রণে যদুবল,
কৌশলে সে শূর　　　গেল যমপুর
কাল যবনের মৃত্যু কালানল
জরাসন্ধ-হৃদে সদা আছে দীপ্তিমান।

সেই জরাসন্ধ সুদূর মগধে
সুযোগ পেয়েও রবে কি নিদ্রিত ?
ক্ষুদ্র অবজ্ঞেয় নহে সে অরাতি
যার বাদে সবে হয়ে প্রপীড়িত
মথুরার যদুকুল আসে দ্বারকায়।
কুলোৎপাৎকারী হেন বিঘ্নময়
স্বয়ম্বর সুখ লভিতে সুন্দরী
ভদ্রা মনস্বিনী　　　হবে কি সুখিনী ?
কিন্তু কিবা কাজ স্বয়ম্বর করি
নহিলে সুপাত্র নাহি মিলে কি ধরায় ?

জানি না” মুহূর্ত্তে বিরাম লভিয়া
মৃদুল হসিত অধরে স্থবির
চাহি কৃষ্ণভিতে লাগিলা ভাবিতে
“জানি না কেন যে আজি যদুবীর
গৃহাগত-নরসিংহ ভুলিলা সখায় ?
সত্যসন্ধ, ধীর, ধার্ম্মিকপ্রবর,
গম্ভীর-প্রকৃতি, মোহন মূরতি,
অতুল বিক্রমে যার পরাক্রমে
বিজিত আপনি দেব ধনপতি,
সে বিনা অন্য কে পারে লভিতে ভদ্রায় ?

এই জরাসন্ধ দ্রুপদ-নগরে
লক্ষ্য বিঁধিবারে হয় অগ্রসর,
কিন্তু সে ধনুতে গুণ চড়াইতে
প্রাণপণে নত করি ধনুবর
ধনুবলে ভূমে পড়ে দূরে ভীমাকার ;
হেলায় সে ধনু সগুণ করিয়া
নৃপকুল-লাজ বিঁধি লক্ষ্যবরে
লক্ষরাজানলে শমি ভুজবলে
রক্ষিলা যে বীর পাঞ্চালনগরে
সুভদ্রার যোগ্য সেই, ভদ্রাও তাহার।

জ্বলে মহামণি মহোরগভালে,
শোভে কি তা কভু ক্ষুদ্র সর্পশিরে ?
গিরি-প্রসারিণী তরঙ্গবাহিনী
রহে কি সঙ্গত ক্ষুদ্র সরোবরে ?

সে যে জলধির জন্য, জলধিও তার।
দ্বারাবতী ধামে কর স্বয়ম্বর,
আন নিমন্ত্রিয়া রাজন্যনিকরে,
হেম রত্ন ভূষা সজ্জিত নৃপাল
বসুক সকলে সংসদ ভিতরে
পার্থও বল্কলবাসে বসুন সভায়;

জ্বল হেম রত্ন ভূষণ হেরিয়া
ভুলিবে কি কভু ভদ্রা মনস্বিনী?
অন্য কারে বালা নাহি দিবে মালা
জ্বলিতাগ্নি তেজে ভুলে কি নলিনী?
মেঘার্ত্ত হলেও রবি বিকাশে তাহায়।
কিবা কাজ তবে করি স্বয়ম্বর?
সুপ্ত জরাসন্ধে কেন জাগাইব?
আমন্ত্রিত নৃপমণ্ডল-হৃদয়ে
মনঃক্ষোভ পীড়া কেন উৎপাদিব?
শত্রুবল বৃদ্ধি তায় কুফল কেবল।

ইন্দ্রপ্রস্থে দূত যাউক সত্বর,
যদুকুরু মিলি কুল সম্মিলনে
মাতুক উৎসবে আনন্দ বিপ্লবে
লভুন বীরেন্দ্র ললনারতনে,
পাবে না কি ভদ্রা তায় স্বয়ম্বর ফল?"
নীরবিলা মন্ত্রী, যেমতি সরসে
প্লাবন-প্রবাহ সুবেগে পশিয়া
আলোড়িত পূর্ব্বসঞ্চিত সলিলে

আত্মে মিশাইয়া, বেগে নিষ্কাসিয়া
নব জলরাশি-পূর্ণ করে সরোবরে,
তেমতি সদস্যমণ্ডল-হৃদয়ে
বিকদ্রু-বচন-তরঙ্গ মিশিয়া
কৃষ্ণের সঞ্চিত ভাবের সহিত
স্বয়ম্বর ভাব দিল নিষ্কাসিয়া ;
অর্জ্জুন বিবাহে মতি পূরিল সবার।

এবারে কৃষ্ণও চান হলধরে,—
নিজ মনোভাব বিকদ্রু বচনে
শুনিয়া, হৃদয়-উল্লাস চাপিয়া
অগ্রজের ভিতে আনত আননে
অপাঙ্গ হেলায়ে চান যদুকুল পতি।
কৃষ্ণোক্তি-খণ্ডনে সঞ্জাত আহ্লাদ,
অর্জ্জুন-বিবাহে ক্রোধাগ্নি দীপিত,
এ বিরোধি ভাবে উভয় বিপ্লবে
লাঙ্গলী-হৃদয় করে উদ্বেজিত,
জলোর্ম্মি বাড়বানলে অর্ণব যেমতি।

ভাবিলা সাত্যকি সেনাধ্যক্ষ বীর
"আদেশিলা যাহা পূজ্য মন্ত্রিবর
আবাল বনিতা কেবা না বলিবে
সে বিজ্ঞ প্রস্তাব পরশুভকর ?
অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা যাদবমণ্ডলে।
চন্দ্রবংশ সহ বিবাহবন্ধনে
বদ্ধ যদুকুল হউক সত্বর,

এ শুভ উৎসবে উভয় গৌরবে
বর্দ্ধিবে উভয়ে, যথা পরস্পর
বর্দ্ধয়ে অনল বায়ু সম্মিলিত হলে।

চন্দ্র কুলদীপ পার্থ মহেশ্বাস,
যদুবালামণি ভদ্রাগুণবতী,
মিলুন দুজনে সুখ সম্মিলনে,
লভুন সুভদ্রা নিরুপম পতি,
বীর কুলর্ষভ হেন আছে কি ধরায় ?
এই যে যাদব-মহাত্মা কৃপায়
বহে এ সাত্যকি সেনাধ্যক্ষভার,
কিন্তু এই জন করে আকিঞ্চন
পার্থ পদে থুয়ে ধনু খড়্গ তার
অস্ত্র শিক্ষা তরে নিত্য সেবা করে তায়।”

ঘৃতাহুতি পেয়ে জ্বলদগ্নি যথা
প্রজ্বলিয়া উঠে জ্বালা প্রসারিয়া,
সাত্যকিবচনে বলভদ্র তথা
প্রবর্দ্ধিত কোপে উঠিল গর্জ্জিয়া
বিকট অম্বরে যেন স্বনিল অশনি।
ক্রোধের উচ্ছ্বাসে রক্তিম প্রভায়
আবরিয়া ভীম গৌর-কলেবর
মহতী শঙ্কায় স্তম্ভিল সভায়
রাহু কবলিত যথা শশধর
আতাম্র বরণ ধরি আঁধারে ধরণী।

গর্জ্জিলা লাঙ্গলী, পূর্ব্বে বীরবর,
কৃষ্ণের বাগ্‌বন্ধে আবদ্ধ হইয়া,
নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে
নারিয়া, হৃদয় ছিলেন চাপিয়া,
সে বন্ধ বিকদ্রুভাষে এবে অন্তরিত।
দুর্ব্বিসহ ক্রোধে রক্ত পদ্ম-আঁখি,
রক্ত কর পদ কাঁপে থর হরি,
কম্পিত অধর, গর্জ্জে হলধর,
বিকদ্রুবচনে বিপর্য্যস্ত করি
কৃষ্ণের বাগ্‌বন্ধ যায় করেছে খণ্ডিত।
এমতি নিরুদ্ধ-গাঙ্গেয়-প্রবাহ
পর্ব্বত-বন্ধনে গোমুখী ভিতরি
গজেন্দ্র রদনে ঘুচিলে বন্ধনে,
বেগে ঐরাবতে বিপর্য্যস্ত করি,
গর্জ্জিয়া ভীষণ নাদে হয় প্রবাহিত !

"বাতুল প্রলাপ," গর্জ্জিলা লাঙ্গলী,
"শুনি অঙ্গ জ্বলে আজি এ সভায়,
মানি বটে, বিঘ্ন ঘটে স্বয়ম্বরে,
অর্জ্জুন কি কিন্তু বিপুল ধরায়
রাম-কৃষ্ণ-ভগিনীর অনুরূপ পতি ?
ক্ষুদ্র নর পার্থ, কে চিনে তাহারে ?
বঞ্চে চিরদিন কানন ভিতর,
কৃষ্ণ সখা ব'লে তাই বৃষ্ণিদলে
ক্ষুদ্র জনে এত করে সমাদর
নহিলে চিনিত তারে কিসে দ্বারবতী ?

বিঁধেছিল লক্ষ বটে সে পাঞ্চালে,
কিন্তু আমি তায় গৌরব না মানি,
পার্থ বিনা লক্ষ্য কেহ না বিঁধিবে
বলেছিলা পূর্ব্বে ব্যাস তপোমণি,
অব্যর্থ ব্রাহ্মণবাক্যে বিঁধে সে তাহায়।
পার্থ কেন ? ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর
থুয়ে খড়্গ ধনু তারি পদতলে,
যারা এ সভায় শিষ্য হতে চায়
তারাও পারিত ঋষিবাক্য-বলে
দ্রুপদ রাজের লক্ষ্য বিঁধিতে হেলায়।

চন্দ্রবংশদীপ ক্ষুদ্র পার্থ রথী ?
হোক সে প্রদীপ, কিন্তু মূঢ়জনে,
চন্দ্রকুল-সূর্য্যে না পায় দেখিতে
প্রদীপমোহিত দিবান্ধনয়নে
তেজোময় প্রভাকর অন্ধকারময়।
গদা যুদ্ধে মম শিষ্য প্রিয়তম
বীর-অগ্রগণ্য দুর্য্যোধনরাজ,
ভাই ঊনশত সদা অনুগত,
হস্তগত যত নৃপতি সমাজ,
অতুল বিক্রমে যাঁর কাঁপে রিপুচয়।

কৌরব সাম্রাজ্য সমগ্র বিপুল
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সুশাসিত যার,
তেজে পুরন্দর তুল্য বীরবর,
সামান্য পার্থ কি তুলনীয় তার ?

অবশ্য কৌরব-রাজ লভিবে ভদ্রায়।
দ্রুতগামী দূত যা'ক হস্তিনায়,
আন কুরুগণে নিমন্ত্রণ করি,
যদু-কুরু সবে, মাতুক উৎসবে
হোক আদরিণী কৌরব-ঈশ্বরী,
ভদ্রার অপর বর নাহি এ ধরায়।"

নীরবিলা বীর, স্তব্ধ সভাসদ,
বিরুদ্ধ বচনে কিন্তু সে সভায়
দীপ্ত পার্থ প্রতি অনুকূল মন
দমে কি গর্জ্জিত লাঙ্গলী-ভাষায়?
দুর্য্যোধন তুলনায় আরো দীপ্তি পায়।
বর্ষাগমে যথা বনস্থলী মাঝে
নিদাঘ প্রদীপ্ত দাবাগ্নি উপর
হইলে সবাত বৃষ্টি ধারাপাত,
শুষি বৃষ্টিধারা বন-বৈশ্বানর
দ্বিগুণ জ্বালায় দীপ্ত হয় ঝটিকায়।

চারি দিকে চাহি হলধর শূর,
সে নিস্তব্ধ-ভাব হেরিলা সভার,
সদস্যনিচয়ে বসি অধোমুখে
কেহ কারো ভিতে নাহি চাহে আর,
কেন সভা তথাবিধ বুঝিলা লাঙ্গলী।
ঘূর্ণিত নয়নে চাহি হলধর,
হেরিলা সাত্যকি বসি নিজাসনে
কভু প্রাণোচ্ছ্বাসে স্বরক্তিম ভাসে

কভু পাণ্ডুরিমা আনতবদনে
দমিছে হৃদয়বেগ শিনিপুত্র বলা।

দ্বিগুণিত কোপে জ্বলে হলধর
কড়মড়ি দন্ত নাদিল ভীষণ,
ভীম কলেবর কাঁপে থর থর,
রক্তময় আঁখি ফিরিছে সঘন,
গর্জ্জিলা প্রখর চাহি সাত্যকি উপর,
"গাঢ় অন্ধকারে পেচক প্রসারি
পাকসাট মারি করে আস্ফালন
বিকট চীৎকারে কাঁপায়ে ধরারে,
কিন্তু যেই উঠে সহস্র-কিরণ,
লুকায় নীরবে পশি আঁধার কোটরে।

রে শৈনেয়! আজি অর্জ্জুনের নামে
এত যে আস্ফালি প্রকাশি দশন
গর্দ্দভ চীৎকাবে পূরিলি সভায়,
কোথা সে চীৎকার, কোথা আস্ফালন?
লুকাল সে বীরসূর্য্য দুর্য্যোধন নামে?
অর্জ্জুন ভদ্রার অনুরূপ বর?
ভিক্ষুক লভিবে স্নেহের ভদ্রায়?
হয় না কি মনে, ভাই পঞ্চজনে,
বিপ্রবেশ ধরি জঠর-জ্বালায়,
করিত জঘন্য বৃত্তি এক চক্রাধামে?

ভিক্ষুক পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ-তনয়ে
বরিবে রে মূঢ়! ভদ্রা গুণবতী?

কিন্তু মহামানী বিপুল বৈভব
নৃপেন্দ্র মণি যে কুরুকুল পতি,
তার নামে বাক্য তোর হরিল অমনি ?
কিম্বা কাপুরুষ, ভয়ে জড় সড়,
তাই মুখে আর না সরে বচন,
পার্থ দুর্য্যোধন, হয় কি তুলন,
অবশ্য বলিবি এ সভা সদন,
তোরই মুখে অবশ্য তা শুনিব এখনি।”

ক্রোধ বিকম্পিত সুদৃঢ় মুষ্টিতে
ধরিলা বলেন্দ্র মুষল ভীষণ,
কাঁপে সভাসদ জড়ীভূত ভয়ে,
কাঁপে শিনিরাজ পুত্রের কারণ,
আসন ছাড়িয়া পুন গর্জ্জে বীরমণি,
“তোকেই এখনি কুরু নিমন্ত্রিতে
যাইতে হইবে হস্তিনা-ভবন
পার্থ দুর্য্যোধন, হয় কি তুলন ?
অবশ্য বলিবি এ সভা-সদন
তোরই মুখে অবশ্য তা শুনিব এখনি।”

আশীবিষ ফণী, যথা পুনঃ পুনঃ
সন্তাড়িত হলে উঠে লম্ফদিয়া,
সরোষে দুলিয়া, করি উর্দ্ধফণা,
সঘন গভীর নিশ্বাস ছাড়িয়া,
সগর্ব্ব নয়নে চাহি তাড়কের ভিতে,
উঠিলা তেমনি শৈনেয় সাত্যকী,

আসন হইতে লাঙ্গলী-বচনে,
উত্তেজিত বীর, আরক্ত শরীর,
ঘন বিচলিত মৃদুল কম্পনে
সুতীব্র নয়নে চাহি তাড়কের ভিতে।

"বলভদ্র দেব!" দমিয়া হৃদয়ে
ভাষিলা সাত্যকি তেজস্বী বদনে,
"স্বপনেও হেন ভাবি নাই কভু
তব মুখে হেন শুনিব বচন,
এ চিত্তবিকার প্রভু অযোগ্য তোমার।
ক্ষুদ্র অন্তঃসার সরস পল্বল
তপ্ত হয় সুধু তপন-কিরণে,
কিন্তু পারাবার অগম্য অপার
তাপিত কি কভু হয় সে কারণে?
তা হলে প্রভেদ কিবা রহিল দোঁহার?

নহে ভীরুমতি সাত্যকি কখন,
আপনার কোপে নাহি করে ডর,
ভীষণ শমনে ভেটিতে সম্মুখে
না কম্পে কখন শৈনেয় অন্তর,
ক্ষত্রিয় সাত্যকি দেব! ক্ষত্রিয়-তনয়।
তবে যে সভায় ছিল সে নীরব
সে কেবল তব মর্য্যাদা-কারণ,
নমস্য যে জন, তার কাছে মন,
না পারে বলিতে অপ্রিয় বচন,
সম্ভ্রমের জন্য তাহা, ভয় হেতু নয়।

সে সম্ভ্রম যবে আপনি খণ্ডিয়া
আদেশিলে দাসে বলিতে এ কথা,
তবে কোন দোষ দিও না এ দাসে,
অবশ্য বলিব সর্ব্বদা সর্ব্বথা
ধনঞ্জয় দুর্য্যোধন তুলনীয় নয় ;
ক্ষুদ্র ধনঞ্জয়, নির্ভীক হৃদয়,
দুর্য্যোধন-নামে নির্ব্বিকার চিত,
মানী দুর্য্যোধন, অর্জ্জুনে স্মরণ
করিয়া সর্ব্বদা ভয়ে সঙ্কুচিত,
সে অর্জ্জুনে দুর্য্যোধনে তুলনা কি হয় ?

কেন মহামানী রাজা দুর্য্যোধন,
সুচির-পোষিত প্রিয়-মান-ধনে
জলাঞ্জলি দিয়া, রাধার নন্দনে
পূজে নিরবধি ধন, মান, জনে,
নিকৃষ্ট ঘৃণিত জাতি রাধার তনয় ?
বধিবে রাধেয় অজেয় অর্জ্জুনে,
হেন আশা সদা পোষে সে হিয়ায়,
নহিলে গরব— দর্পিত পৌরব,
ছায়া স্পর্শ তার না করিত পায়,
সে অর্জ্জুন দুর্য্যোধনে তুলনা কি হয় ?

পাপমতি ক্রূর কৌরবপ্রধান,
নহে কোন পাপে সঙ্কুচিত চিতে,
অসন্দিগ্ধমনা ভীমে বাল্যকালে
বিষান্ন খাওয়ায়ে সলিলে ফেলিতে

তিলেক সঙ্কোচ যার মানে নি হৃদয়,
কপটে জৌগৃহে সমাতৃ-পাণ্ডবে
বৎসরেক কাল থুয়ে দুষ্টাশয়
নিশীথ সময়ে দহে সে আলয়ে,
স্ত্রীবধেও যার বাধে নি হৃদয়,
তার সনে অর্জ্জুনের তুলনা কি হয় ?

সত্যসন্ধ পার্থ, উদার-প্রকৃতি,
উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণ-গোধনে,
সত্য অনুরোধে মাতারে কাঁদায়ে,
কাঁদায়ে কলত্র, সোদর, স্বজনে,
স্বেচ্ছায় ত্যজিয়া যত রাজভোগচয়,
বল্কল-বসনে অঙ্গ আবরিয়া,
অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে দ্বাদশ বৎসর
করে বনবাস, সে বল্কল-বাস
এখন গৌরবে শোভে কলেবরে,
সে কৌরবে সে অর্জ্জুনে তুলনা কি হয় ?

কানন পবিত্র যার আগমনে,
নিরুদ্বেগ তীর্থ, ভীম নক্রদলে
দুর্ব্বিসহ বলে আকর্ষিয়া কূলে,
শাপমুক্ত করি অপ্সরা-মণ্ডলে,
স্নাতক-সমূহে বীর করিলা নির্ভয়।
কে তুলে খদ্যোতে চন্দ্রমা সহিত ?
বায়সের সহ বিনতা-সম্ভবে ?
ক্ষুদ্র সরোবরে সহ রত্নাকরে ?

বরঞ্চ এ সবে উপমা সম্ভবে,
পার্থ দুর্য্যোধনে কিন্তু তুলনীয় নয়।

সিংহাসনে বসি কাঁপে একজন,
শ্বাপদনিবাসে নিঃশঙ্ক অপর,
কৃতিহীন কুরু মত্ত অহঙ্কারে,
শ্রুতকীর্ত্তি পার্থ, বিনীত অন্তর,
অর্জ্জুন উদারচেতা, কুরু নীচাশয়;
একজন ক্রূর, অপর সরল,
একে পাপমতি, পবিত্র অপর,
আলোক পাণ্ডব, আঁধার কৌরব,
সকলি বিরোধী উভয় ভিতর,
সে অর্জ্জুন দুর্য্যোধনে উপমা কি হয়?

ক্ষেত্রজ বলিয়া ঘৃণিত অর্জ্জুন?
কিন্তু হেন কথা তোমার অধরে
শুনিব, কখন নাহি ছিল মনে,
ভাবিতাম হেন ভাবিলে অপরে
ও মুষলঘাতে তার দিবে প্রত্যুত্তর।
যে ভোজের প্রভু সন্ততি আপনি,
তাঁহারি তনয়া কুন্তী ঠাকুরাণী,
অন্য লোক যত গাহে অবিরত
গুণগ্রাম তাঁর অশেষ বাখানি,
প্রশংসে সতীত্ব তাঁর ব্যাস ঋষিবর।

তুমি কিন্তু ভোজ-সন্ততি হইয়া
ক্ষেত্রজ বলিয়া তাঁহারি নন্দনে

ঘৃণা কর চিতে, এ বাক্য শুনিতে
কেবা না লজ্জিত হবে এ ভবনে ?
এ কথা সর্ব্বথা প্রভু অযোগ্য তোমার।
শঠ-চক্রজালে আত্মসংগোপিতে
ভিক্ষাবৃত্তি করে বালক পাণ্ডব,
অক্ষমতা তরে সে ভিক্ষা কি করে ?
সে জন্য পাণ্ডব কেন হেয় ভবে ?
সে ভিক্ষা কৌরব শিরে কলঙ্কের ভার।"

অধোমুখে বসি অপাঙ্গে শ্রীপতি
চান পুনঃ পুনঃ হলধর ভিতে,
শৈনেয় বচনে উদ্দীপ্ত শরীর
চাহে সভাসদ উল্লাসিত চিতে,
সাধুবাদ দানে সবে সমুদ্যত-মতি।
পুত্রভাষে শিনি ভাসিছে উল্লাসে
কিন্তু পুনঃ পুনঃ চাহি হলধরে
অমঙ্গল তরে প্রাণ কাঁপে ডরে,
হরষ বিষাদে প্লাবিছে অন্তরে,
তুষার মার্ত্তণ্ডতাপে হিমাদ্রি যেমতি।

কিন্তু সে বচন তর্কযুক্তিকুল
বলদেব চিতে সকলি বিফল,
তর্কযুক্তিমালা প্রকৃতিস্থ জনে
সুপথে আনিয়া ঘটায় মঙ্গল,
বিপ্রকৃত-হৃদে কিন্তু প্রসবে কুফল।
শবদে শবদে বচন-লহরী

যেই প্রবাহিছে সাত্যকি অধরে,
যত হলধর হন নিরুত্তর,
ততই কালাগ্নি জ্বলিয়া অন্তরে
ছাইছে তড়িৎ-প্রায় শরীর-মণ্ডল।

দাঁড়ায়ে লাঙ্গলী চিত্রার্পিত প্রায়,
দংশিত অধরে ফুটিছে রুধির,
মুহুর্মুহু মুখে ছাইছে রক্তিমা,
ক্রোধে অন্ধ বীর নির্বাক বধির,
বিকট নয়নে চায় সাত্যকি উপর।
চেয়ে আছে মাত্র, কিছু না দেখিছে,
গুরুজন যত ছিল সে সভায়,
সে সবার প্রতি সম্ভ্রম ভকতি
ক্ষণে দগ্ধ করি ক্রোধ-হুতাশনে
রুধির-তৃষ্ণায় ঘোর পীড়িল অন্তর।

না গর্জ্জিলা ক্রোধে বলভদ্র আর,
কার্য্যে পরিণত সে ক্রোধ এবার,
গর্জ্জে জলধর, না বর্ষে যখন,
কিন্তু যেই ঢালে মুষলের ধার
নীরবে জলদ-নাদ অম্বরে অমনি।
প্রহার-উদ্যত ভীষণ মুষল
ধরি ভীম-বাহু ধাইলা তুরিতে
সংহার-মূরতি যেন পশুপতি
শূল হস্তে ধায় সৃজন নাশিতে,
কম্পিলা দ্বারকাপুরী বীর পদভরে।

হেরিলা সাত্যকি, তেজ-রক্তিমায়
ছাইল বদনে, ভাতিল অম্বরে
অর্দ্ধনগ্ন অসি, কিন্তু পরক্ষণে
ছাড়িলা কৃপাণে প্রভুভক্তি ভরে,
অসি সহ তেজ-বিভা লুকাল অমনি ;
দাঁড়াইলা বীর অকম্প নয়নে,
হিমাদ্রি-অটল দৃঢ় কলেবর,
না পলায় ডরে পশ্চাতে না সরে,
আত্মরক্ষা তরে চেষ্টা নাহি করে,
মৃত্যু অপেক্ষিয়া রহে শিনি-কুলমণি।

ধাইলা লাঙ্গলী, হত্যাকাণ্ডভয়ে
স্তম্ভিত-হৃদয় সদস্যমণ্ডল,
স্তম্ভিত চামরী, না চলে চামর,
কাঁপে থরহরি অনুচরদল
জড়ীভূত শিনিরাজ হেরিলা আঁধার।
সে ভীষণ বেগ কে রোধিবে আর ?
কে আর দাঁড়াবে সে কোপের মুখে ?
আপনি শ্রীপতি ধেয়ে- দ্রুতগতি
আগুলিলা পথ অগ্রজ সম্মুখে
রোধিল মার্ত্তণ্ড-তাপে জলদ-সঞ্চার।

থামিলা লাঙ্গলী বল প্রকাশিতে,
নারি পথ হতে কৃষ্ণেরে সরাতে,
যে কৃষ্ণের সহ গোকুল-বিপিনে
আনন্দে গোধন চরাতে চরাতে

বেণু সহ শৃঙ্গে বীর তুলিত উচ্ছ্বাস।
যার সনে বীর ত্যজি ব্রজপুরী
বিপক্ষ-রক্ষিত মথুরা নগরী
পশিয়া সবলে মথি শত্রুদলে
দ্রুমিল-নন্দনে হতগর্ব্ব করি
ঘুচাইলা মা বাপের চির কারাবাস।

অধ্যয়ন সাঙ্গ একত্র করিয়া
যাঁর সনে বীর নাশে পঞ্চজনে,
মথুরা ফিরিয়া মিলিত হইয়া,
যদুবল সহ একত্র দুজনে
মহারণে বিমর্দ্দিলা জরাসন্ধ বলে।
যাঁর সনে পুনঃ ত্যজি মধুপুরী
কানন ভূধর বিস্তর ভ্রমিয়া
ভার্গব আদেশে গোমন্থ প্রদেশে
কিছুদিন তরে বিরাম লভিয়া
মথিলা ভীষণ রণে দুষ্ট ক্ষত্রদলে।

ভ্রাতা প্রিয়সখা যে কৃষ্ণ উভয়ি
শৈশব হইতে চির সহচর,
সদা স্নেহময় স্নেহের আধার,
সদা প্রিয়বাদী প্রাণ-প্রিয়তর,
পিতা, মাতা, দারা কেহ তত প্রিয় নয়,
সে প্রিয় কৃষ্ণেরে হেরিয়া সম্মুখে
এ ক্রোধেও বীর হইলা স্থগিত,
প্রলয় কুলিশে সৃজন বিনাশে

কিন্তু যেই মিশে ভূগর্ভ সহিত
সংহার মূরতি তার ক্ষণে পায় লয়।

নারিলা যাইতে, কিন্তু চিরসখা
প্রিয়জন হতে কৃষ্ণ প্রিয়তর,
অপমান শোধ না দিলা লইতে
মহাদুঃখভরে ব্যথিল অন্তর,
অভিমানে আঁখিপদ্ম করে ছল ছল,
"রে কৃষ্ণ! তুইও মোরে প্রতিকূল?"
কষ্টে নিষ্কাশিলা বচন লাঙ্গলী,
কণ্ঠরোধ তরে ভাষিতে না পারে
দুখসিন্ধু হৃদে উঠিল উথলি,
রক্ত গণ্ডযুগ বহি ঝরে অশ্রুজল।

না সরে বচন, কিন্তু সে হৃদয়
ভাবের সমুদ্রে ঘোর আলোড়িত,
কম্পে থর থর হৃদয়, অধর,
অন্তর্বহ্নি গিরি যেমতি কম্পিত
গর্ভস্থ অনলস্রাব বর্জ্জিতে নারিয়া,
উদ্যত মুষলে দূরে ভূমে ফেলি
অধোমুখে বীর বসিলা ভূতলে,
গুরু অভিমানে অনুজের পানে
না চান তুলিয়া নয়ন-কমল,
বহিছে প্রবল শ্বাস থাকিয়া থাকিয়া।

"ক্ষমা কর দেব!" ভাবিলা কেশব
নত জানু বীর বসি ধরাসনে,

মানী অগ্রজের চরণ সমীপে
ভাষিলা বিনম্র মধুর বচনে,
"ক্ষমা কর প্রভু, দাস অপরাধী নয়।
সুরলোক হতে এ সভা আনীত,
জিতেন্দ্রিয় হয়ে যদি ক্রোধবশে
এ ধর্ম্ম সভায় ঘটাও অন্যায়
পূরিবে ত্রিলোক তব অপযশে
কেমনে সহিবে তাহা দাসের হৃদয়?

নহিলে কি কভু চিরদাস তব
অপ্রিয় কার্য্যেতে হয় অগ্রসর?
যদি কেহ কভু বধযোগ্য হয়,
বধ্যস্থান তার আছে স্বতন্তর,
সুধর্ম্মা সভায় হত্যা উপযুক্ত নয়।
ভেবে দেখ প্রভু অপরাধী হয়ে
এ দাস যদি না করিত বারণ
কোপবশে আজ করিয়া অকাজ
অনুতাপে শোকে হইতে মগন
শ্লাঘ্য মম অপরাধ, তা কি প্রাণে সয়?

অমোঘ দুঃসহ যে মুষলঘাতে
মহাকায় ভীম দরদ দুর্জ্জয়
প্রহারে প্রবিষ্ট মস্তক উদরে
মুহূর্ত্তেক মাঝে যায় যমালয়
সহিবে আঘাত তার হেন সাধ্য কার?
পুত্রগত-প্রাণ বৃদ্ধ শিনিরাজ,

কি বলিয়া তাঁরে করিতে সান্ত্বনা ?
সত্য প্রিয় বীর　　　শিনিপুত্র ধীর
সদা করে তব মঙ্গল কামনা,
শোভে কি তোমার দেব অহিত তাহার ?

শত অপরাধী হলেও সাত্যকি
ক্ষমনীয় প্রভু তথাপি তোমার,
সগোষ্ঠী যে জন তব সমাশ্রিত,
যাদব যাদবী পিতা মাতা যার,
তাহার অহিত করা তব কি উচিত ?
বিপদসঙ্কুল সেনাধ্যক্ষ-পদে
বরিলে যে দিন শিনির নন্দনে,
আকুল নয়নী　　　কাঁদিয়া জননী
তব পদে আসি সঁপে পুত্রধনে,
কেমনে তাহার প্রভু করিবে অহিত ?

গোকুলে যেদিন কালিয়-সরসে
বেষ্টিয়া কালিয় ভীষণ বেষ্টনে
সগোষ্ঠী মিলিয়া দংশিল এ দাসে,
হাহাকার করি ব্রজবাসিগণে
ঊর্দ্ধশ্বাসে উপনীত হয় হ্রদ-তীরে।
স্নেহময় নন্দ, মাতা যশোমতী,
গোপাল বালক বয়স্যনিকর,
গোপ গোপীকুল　　কাঁদিয়া আকুল
লুটিয়া ভূতলে ধূলায় ধূসর,
ভাসাইল হ্রদতীর নয়নের নীরে।

মনে কর প্রভু, মাতা যশোমতী
গলিত কুন্তলা ঝরি অশ্রুজল
ধূলারাশি প্রায় মলিন কপোলে
করেছে পঙ্কিল বদনমণ্ডল
তব পরি মাতা যবে চাহিলা সঘনে,
আনি দিতে তার প্রাণের গোপালে
চাহিছে বলিতে মায়ের পরাণে,
কিন্তু মার প্রাণে সে সর্পসদনে
চাহে কি পাঠাতে অপর সন্তানে ?
নারিলা সে কথা মাতা আনিতে বদনে।
বলিতে নারিলা, কিন্তু স্নেহময়ী
নয়ন-সলিলে ভাসিয়া নিরাশে
কহিলা কাতরে, চাহি তব পরে,
উথলে হৃদয় শোকের উচ্ছ্বাসে,
চিত্রাপিতা সম মাতা চাহিলা সঘনে।

সে দশা মায়ের হেরিতে নারিয়া
ব্যথিত আকৃষ্ট হইয়া অমনি
ভৎসিয়া এ দাসে আদেশ করিলা
দুর্ম্মদ কালিয়ে মর্দ্দিতে তখনি,
সদা পরদুঃখে তব হৃদয় কাতর।
কিন্তু যবে প্রভু, পুত্রহীনা মাতা
বিধুরা বিধবা পুত্রবধূ সনে,
অশ্রুজলে ভাসি তবপদে আসি
ফিরি চাবে তার অর্পিত রতনে,

সান্ত্বিবে কেমনে প্রভু, তাদের অন্তর ?
সে রত্নে আপনি বিজাতীয় কোপে
স্বহস্তে ভাসায়ে কাল-সিন্ধু-জলে
কি দিবে উত্তর ? কাঁদিবে অন্তর
জ্বলি অনিবার ঘোর তাপানলে,
কৃপাগুণে সাত্যকিরে ক্ষম হলধর।”

নীরবিলা কৃষ্ণ, উৎসুক নয়নে
চাহে সভাসদ রোহিণীনন্দনে,
আনত বদন রেবতী-বল্লভ
শুনিয়া বসিলা কৃষ্ণের বচনে,
সুখের বালক কাল উদিল হৃদয়ে ;
উদিল হৃদয়ে গোকুল-বিপিন
সুশোভিত চারু কুসুম পলাশে,
যমুনা সৈকতে নিত্য কতমতে
গোপাঙ্গনাকুল খেলিত উল্লাসে,
নাচিত হরষে প্রিয় বয়স্য-নিচয়।

স্নেহময় নন্দ উদিল স্মরণে,
পুত্রগত-প্রাণা রাণী যশোমতী,
হায় নন্দ রাণী, ভিজিত অবনী
নয়নসলিলে তব অশ্রুমতী,
গোষ্ঠ হতে গোপালের বিলম্ব হইলে ;
হেরিলা লাঙ্গলী বিকট পন্নগ
গোপালে বেষ্টিয়া দংশে কোপভরে,
হাহাকার করে ব্রজবাসিসবে,

কাঁদিছে গোপালে নিরখি কাতরে
হায় ! বুক ফেটে যায় সে ছবি স্মরিলে।

গোমন্থবিজয় পরে হলধর
গিয়াছিলা স্নেহে গোকুলে ফিরিয়া
বার্ত্তা পেয়ে রাণী আকুল পরাণী,
গোপাল গোপাল বলি বাহিরিয়া
একা রামে হেরি মাতা পড়িলা ধরায়।
বৃদ্ধ নন্দরাজ ভাসি অশ্রুজলে
করিলা সম্ভাষ স্নেহে কামপালে,
পূর্ব্ব সখাকুল কাঁদিয়া আকুল
কাঁদে গোপবালা থাকি অন্তরালে,
সে মর্ম্মবিদারি দৃশ্য উদিল হৃদয়ে।

স্মরি পুত্রহারা জননীর ব্যথা
ঝরে অশ্রুধারা রামের নয়নে,
ক্রোধ অভিমান পলাইল দূর,
কি মন্ত্র আছে রে কৃষ্ণের বচনে
হিংসিতে নারেন রাম অপরাধী জনে ?
শত অপরাধ করিলে সাত্যকি
তবু তারে এবে পারেন ক্ষমিতে
কিন্তু রাম হায় ! যদু ললনায়
যশোদার দশা নারিবে হেরিতে
উথলিল স্নেহ-উৎস হলধর চিত্তে।

মুছি করতলে নয়ন-আসার
দাঁড়াইলা উঠি বীর হলধর

বিশদ নয়নে চাহি চারিদিকে,
না চাহিলা কিন্তু শিনি-পুত্রবরে,
পাছে তারে হেরি কোপ বাড়ে অনিবার।
"কে যাইবে তবে হস্তিনা নগর?"
চাহে সভাসদ বিষণ্ণ বদনে,
কারো ইচ্ছা নয় সুভদ্রা সুন্দরী
দেয় বরমালা কুরু দুর্য্যোধনে,
কিন্তু রাম অগ্রে তাহা কে করে প্রকাশ?
কৃষ্ণ বিনা তাহা কারো সাধ্য নয়,
তাই এবে সবে বিষণ্ণ বদনে
সভাসদ যত চাহে অবিরত
শ্রীকৃষ্ণের ভিতে সতৃষ্ণ নয়নে
শ্রীকৃষ্ণ বলুন তাহা, এই মনে আশ।

"কে যাইবে তবে হস্তিনা নগর?"
জিজ্ঞাসিলা কৃষ্ণে রোহিণীকুমার,
শিনির নন্দনে হস্তিনা ভবনে
পাঠাইতে যত্ন না করিলা আর
দূতযোগ্য নহে কুরু অপ্রিয় তাহার।
না বলিলা চক্রী কোন সে বচন
নিগূঢ় মন্ত্রণা চাপিয়া অন্তরে
অনুমোদি বীর অগ্রজ-বচনে
বরিলা অক্রূরে দৌত্যকার্য্যতরে,
অনিচ্ছায় উগ্রসেন করিলা আদেশ।
রাজাজ্ঞা পাইয়া অক্রূর সুমতি

অনুচরবর্গ লইয়া সহিতে
কুরু নিমন্ত্রিতে বাহিরি ত্বরিতে
করিলা পয়ান হস্তিনার ভিতে
নীরবে সদস্যকুল ব্যথিলা বিশেষ।

ভদ্রা-পরিণয় করিবারে স্থির
ভীষণ সংক্রুদ্ধ রামের পোষিত
অপ্রহত গতি অটল সংকল্পে
এরূপে সংসদ হইল চালিত
সমুদয় সভাসদ-মত-প্রতিকূলে ;
ভীম প্রভঞ্জনে যবে ক্রোধভরে
লয়ে যায় তরি অর্ণব উপরি
স্রোত প্রতিকূল তরি-বাহিকুল
পারে কি কখন রোধিতে সে তরী ?
সর্ব্ববাধা বিমর্দ্দিয়া ধায় সে অকূলে।

সভাগৃহ পাশে পরিবৃত স্থানে
যদুবালা সবে শুনিছে মন্ত্রণা
দেবকী, রোহিণী, রেবতী, রুক্মিণী,
সত্যভামা আদি যাদব-অঙ্গনা
ভদ্রার অদৃষ্টলিপি শুনিছে বসিয়া।
সবার পশ্চাতে, সত্রাজিতি পাশে,
প্রিয়-সখি-অঙ্কে থুয়ে চারুকরে,
নতমুখী সতী বসি ভদ্রাবতী,
চাহে নাই ভদ্রা আসিতে সে ঘরে,
সত্রাজিত-বালা তারে এনেছে ধরিয়া।

অন্যমনা প্রায় সবার পশ্চাতে
বসি অধোমুখে ভদ্রা সুবদনা,
কিন্তু তার মত উৎকণ্ঠা আগ্রহে
কেহ না শুনিছে সভার জল্পনা,
কৌতূহল তৃপ্তি তরে সে কি শুনে তায় ?
বিচার আলয়ে পাপ কলুষিত
কাঁদে অপরাধী দণ্ডাজ্ঞার ভয়ে,
নিরপরাধিনী সরলা কামিনী
সভাজ্ঞা শুনিতে কাঁদিছে হৃদয়ে
জীবন মরণ তার মরি সে আজ্ঞায়।

রঙ্গিছে সুমুখী বিবিধ বরণে
উৎকণ্ঠা-মালিন্য, সরম-রক্তিমা,
হর্ষ-উজ্জ্বলতা, ভয়-পাণ্ডুরিমা,
বহুরূপীপ্রায় বিবিধ রঙ্গিমা,
আবরিছে মুহুর্মুহু সুকুমার কায়।
কৃষ্ণের প্রস্তাবে উৎকণ্ঠা সঞ্জাত
লজ্জা প্রফুল্লতা বিকদ্রু বচনে
বলভদ্র ভাষে ভয়ের উচ্ছ্বাসে
শিনিপুত্র তরে কাঁপিয়া সঘনে
অধোমুখে বিনোদিনী সভা পানে চায়।

সতেজে সাত্যকি আরম্ভিলা বাণী,
নাচিল অমনি হৃদয় উল্লাসে,
লজ্জা তেয়াগিয়া উন্নত গ্রীবায়
চাহে চন্দ্রমুখী, জীমূত নির্ঘোষে

উন্নত কলাপী যথা ময়ূরী গরবে।
হ'ল কার্য্য স্থির, পয়ানিলা দূত,
কৃষ্ণও সম্মত লাঙ্গলী-বচনে,
অভিমান দুখে রক্ত-পদ্ম-মুখে
কষ্টে সংবরিয়া সলিল নয়নে,
উঠি গেলা তথা হতে সুভদ্রা সুন্দরী।

দুঃখ বিখিন্না দহি অভিমানে
গেল সুভদ্রা বিকলিত প্রাণে,
ভাবি সলজ্জা বরণ প্রসঙ্গে,
হাসিল রামাকুল রসরঙ্গে।
কিন্তু সুহস্তে মগন-কপোলা
চিন্তিল সত্রাজিত-নৃপবালা
দুঃখিনি ভদ্রে ! মজিলি অভাগী,
হেরয়ি পার্থে মরিলি কি লাগি ?

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'বিবাহ-প্রস্তাবো' নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ

সপ্তম সর্গ।

মায়াকুঞ্জ নাম মঞ্জু উপবনে
রুচির মন্দির রাজে,
প্রফুল্ল কুসুমে পুষ্পিত বল্লরী
চৌদিকে তাহার রাজে
মন্দির ভিতরে রতি রতিপতি
প্রণয় তরঙ্গে ভাসে,
কাম সহচর মলয় সমীর
নিদাঘ সন্তাপে নাশে।
চৌদিকে মন্দিরে জলযন্ত্র হতে
সুগন্ধি সলিল ঝরে,
পঙ্কজ পলাশ বিকীর্ণ শয়নে
দম্পতী বিরাজ করে।
কুঙ্কুম-রঞ্জিত চারু সুবসনে
পরিহিত কামপ্রিয়া,
অম্বুজের মালা দোলে কম্বুগলে
চারু গন্ধ বিতরিয়া।
চন্দন চর্চ্চিত দুঁহু কলেবর
ছাড়িছে শীতল বাস,
বৈদূর্য্য রতনে মণ্ডিত সুতনু
বিকীরিছে হিম ভাস।
দুজনের অঙ্গে হেলিয়া দুজনে
অধরে সুধার হাসি,

কি সুন্দর রূপ এ রূপ তুলনা,
কোথায় মিলিবে আসি।
ভুবনের যত রূপস রূপসী
তুলয়ে যাদের কাছে,
সে মদন সনে মদন-মোহিনী
তার কি তুলনা আছে ?
ভুবন-মোহন মদন-সুন্দর
মোহিনী মদনদারা,
রূপের সাগরে ভাসিছে দুজনে
প্রেমমদে মাতোয়ারা।
রতন-খচিত কাঞ্চণ তূণকে
বিরাজিছে পঞ্চশর,
শর কুসুমের সুমধুর বাসে
আমোদিত কুঞ্জঘর।
অরবিন্দ, চূত, অশোক, উৎপল,
নব-মল্লিকার পাঁতি
মদিরা সুবাসে ছড়ায় চৌদিশি
অলিকুল ধায় মাতি।
মন্থর মাতিয়া মলয় সমীর
চুম্বিছে লতিকা মুখে,
মাতিয়া বল্লরী পবন চুম্বনে
চঞ্চল সরম সুখে।
দম্পতী মাতিয়া শিথিলাঙ্গ তনু
নেহালিছে পরস্পর,

হুঁহু আঁখি তারে অঙ্কিত দুজনে
সুখে তনু গর গর।
অনঙ্গের অঙ্গে ছাঁদি করলতা
অনঙ্গ-মোহিনী ভাষে,
সে রব শিখিতে কোকিল অমনি
নীরবে বিটপ-বাসে।
ভাষিছে রঙ্গিণী কাম-সোহাগিনী
গলিয়া সোহাগভরে,
অলস আবেশে ঢলি পড়ে তনু
প্রিয়তম দেহপরে।
ভাষে কামপ্রিয়া "গোপনের কথা
শুন শুন প্রাণনাথ!
কালি নিশাকালে দেবী সত্যভামা
আইলা সুভদ্রা সাথ!
খাও মোর মাথা কাহারও সকাশে
ক'রো না প্রকাশ কভু,
কাহারে এ কথা বলিতে শাশুড়ী
মানা করেছিলা প্রভু।
সারাটী যামিনী কত যে যুঝেছি
সে মানা-বাঁধন-ফাঁসে,
কেমনে সে কথা রাখিব লুকায়ে
হৃদয়-বল্লভ পাশে।
কেন মাথা খেয়ে এমন বারতা
শাশুড়ী বলেন মোরে,

হৃদয়ের কথা হৃদয়েশ কাছে
চাপা দিতে কেবা পারে ?
চুম্বক নামেতে আছে হেন শিলা
শুনেছি নারদ পাশ,
মেরু তার সখা, তাই তার ভিতে
ফিরে থাকে বারমাস।
বলে অন্যদিকে ফিরায়ে তাহারে
দেয় যদি কেহ দুখ,
শিথিলতা পেলে অমনি ছুটিয়া
চুম্বে সে উত্তর মুখ।
যার যে প্রকৃতি জোর করি তারে
ছাড়াতে কি পারা যায় ?
প্রকৃতি উপরে বল প্রকাশিলে
ক্লেশমাত্র লাভ তায়।
পিরীতির রীতি প্রণয়িনী জনে
ছাড়িতে কি কভু পারে ?
মানা কি শপথে বারণ করিতে
পারে না কখন তারে।
সিন্ধু সোহাগিনী ধেয়ে তরঙ্গিনী
সিন্ধুসনে মিশে যবে,
বঞ্চি প্রিয়জনে নিজ বুকে কিছু
লুকাইতে পারে কবে ?
ফুল, আবর্জ্জনা, রতন, বালুকা,
সলিল, কর্দ্দম-রাশ,

সকলি লইয়া হিয়া করি খালি
ঢালি দেয় প্রিয়-পাশ।
কতবার কালি তোমারে বলিতে
এসেছিল কথা মুখে,
বলি বলি করি রেখেছি চাপিয়া
পীড়িয়া হৃদয় দুখে।”
বাধিয়া প্রিয়ার বচন-লহরী
মদন হাসিয়া কয়,
“কিন্তু প্রাণসখি! গুরুজন কথা
হেলা করা যুক্তি নয়।
যদিও সে কথা শুনিতে ও মুখে
না সহে হৃদয়ে ব্যাজ,
কিন্তু তব প্রতি বিমাতার মানা
না চাহি শুনিতে আজ।”
“চাহ না শুনিতে? ছি ছি লাজে মরি”
ভাষে হাসি সোহাগিনী
“বড় ভাল বাসে মদন আমার
ছিনু তাই গরবিণী।
আজি সে গরব কেন হে ভাঙ্গিলে
নিদয় হৃদয়-স্বামী,
ভাল বাস কিম্বা নাহি বাস তুমি
চিরদাসী তব আমি।
চাহ না শুনিতে? আমিও ও কথা
শুনিতে কি চাই তব?

শুন বা না শুন তোমারে বলিলে
শীতল-হৃদয় হব।
যে দিন তোমারে হরিল অম্বর
আঁধারি সূতিকা-ঘরে,
সঁপিল শিশুরে মম করতলে
চিনিলাম প্রাণেশ্বরে।
সারা বিভাবরী কত যে কেঁদেছি
তোমারে হৃদয়ে ধরি,
শিশুরে চাহিয়া দুখের কাহিনী
বলেছি পরাণ ভরি,
সে সকল কথা শুন নাই তুমি
বুঝ নাই কিছু তার,
তা বলে কি আমি পারি বিরমিতে
ঘুচাইতে হৃদি-ভার ?
আজিও বলিব, নাহি শুন যদি
দুখ তায় না ভাবিব,
এখনও তোমারে অবোধ ভাবিয়া
হৃদয়ে প্রবোধ দিব।
রামাগণ মিলি গিয়াছিনু কালি
রৈবত অচলে সবে,
রয়েছি সকলে মাতিয়া কৌতুকে
নৃত্য-গীত মহোৎসবে,
হেনকালে তথা ধনঞ্জয় সনে
যদুবীর উপনীত,

সকলে মিলিয়া করিনু দোঁহারে
সমাদর সমুচিত।
ভদ্রারে হেরিয়া পার্থ পুনঃ পুনঃ
চেয়ে দেখি তার পানে,
বিরলে শ্বশুরে পুছিলা আগ্রহে
লালসা-চপল-প্রাণে,
'কে ইনি রূপসী তরুণ বয়সী
এখনও অনূঢ়া কেন?'
জিজ্ঞাসার সনে রূপের বর্ণনা
ছুটিল তড়িৎ যেন।
চম্পক, কমল, মৃণাল, কাঞ্চন,
উপমেয় যত আছে,
বাকি কিছু তার ছিল কি না ছিল
পুছিও পিতার কাছে,
হাসি যদুবীর দিলেন সখারে
ভগিনীর পরিচয়,
বলিলা 'ইহার সুপাত্র মিলে না
তাই সে অনূঢ়া রয়।'
শামুকের গায়ে কাটি পরশিলে
কুঞ্চিয়া শরীর তার,
শাঁকের ভিতরে লুকায় যেমতি,
না দেখি কিছুই আর,
তেমতি ভদ্রার যেই পরিচয়
দিলা দেব যদুবর,

পার্থের বদনে আগ্রহ, লালসা
লুকাইল ত্বরাপর।
নতমুখে বীর না ফিরান আঁখি
ভদ্রা ছিল যেই দিকে,
সুভদ্রার কথা উঠিলে কথায়
উদাসীন ভাবে থাকে।
এ দিকে আবার পার্থ যে ভদ্রায়
হেরেছিলা বার বার,
কেহ তা দেখেনি সুভদ্রাই শুধু
সাক্ষীমাত্র ছিল তার।
কার মাথা ব্যথা দেখিবে নেহালি
পার্থ চান কার পানে?
তোমার পিসীরে সে মাথার ব্যথা
কেন ধরে কেবা জানে?
কিন্তু ক্ষণ পরে দেখে সত্যভামা
ভদ্রারে খুঁজি না পায়,
অনেক খুঁজিয়া একাকী বিজনে
দেখিতে পাইলা তায়।
অর্জ্জুন যেখানে শ্বশুরের সনে
করিছেন বিচরণ,
অনিমেষ আঁখি করে পোড়ামুখী
সেই দিকে নিরীক্ষণ।
ডাকিলা শাশুড়ী, চমকি অমনি
ভদ্রাণী চাহিল তায়,

লাজের রঙ্গিমা রাঙিল বদনে
অধোমুখে বালা চায়।
অবোধ শাশুড়ী তবু না বুঝিল,
ডাকি তারে ঘরে যায়,
নীরবেতে পিসী চলি ধীরি ধীরি
আড়ে আড়ে ফিরি চায়।
বাড়ীতে আসিয়া আবার ভদ্রাণী
সহসা হইলা লুকি,
খুঁজি পাতি পাতি না পেয়ে শাশুড়ী
ভদ্রাকুঞ্জে মারে উঁকি।
দেখে শিলাপটে রয়েছে বসিয়া
মুখ-চাঁদ করতলে,
হাতে চাঁদ বটে মুখ বুক তবু
ভাসে তার আঁখিজলে।
বিস্ময়েতে দেবী ধেয়ে তার পাশে
বসিলেন কুতূহলী,
হেরিয়া তাঁহারে রাগে অভিমানে
কুমারী উঠিল জ্বলি।
বসিল দেবীরে পশ্চাত করিয়া
মুখখানি অন্ধকার,
মুখ বুক বেয়ে দ্বিগুণ ঝরিল
নয়ন-সলিল-ধার।
স্নেহে সত্যভামা অনেক সাধিয়া
পুছিলা কারণ তায়।

রাগে পড়ি পিসী পাকলিয়া আঁখি
শাশুড়ীর ভিতে চায়।
বলে 'কি লাগিয়ে আবার এখানে
আমারে জ্বালাতে এলে
রৈবত হইতে কি হেতু ডাকিলে
কিবা দোষ মোরে পেলে?
এসেছি একাকী কাঁদিতে বিজনে
পুনঃ কর জ্বালাতন ?
যাও, বলিব না কেন কাঁদিতেছি,
যাও নিজ নিকেতন।'
আদরেতে দেবী আঁখি মুছাইয়া
ছাঁদি দেহে ভুজপাশ,
বুঝাইলা কত, নুইয়া কুমারী
কাঁদিয়া কহিলা ভাষ,
'লাজে মরে যাই, কেমনে বলিব?
না বলিলে ফাটে বুক,
বলিলে তোমারে গালি দিবে তুমি
বাড়িবে দ্বিগুণ দুখ।
কেন ধনঞ্জয় মোর মাথা খেতে
আইলেন দ্বারকায় ?
সবাই থাকিতে কেন মোর ভিতে
চাহিলেন উভরায় ?
দুরন্ত বিধাতা কি মন্ত্র নয়নে
না জানি থুয়েছে তাঁর,

প্রাণ আই ঢাই করিছে সদাই
কেমনে বাঁচিব আর ?
সে মোরে হেরিলে সরমেতে মরি
তাঁরে না হেরিলে যাই,
রৈবতে গোপনে একাকী বসিয়া
হেরিতেছিলাম তাই।
কিন্তু সে দেখাতে কই পোড়া হিয়া
তৃপ্ত ত কিছুই নয়,
জানি না কি জলে যাইবে পিপাসা
শান্ত হবে এ হৃদয় ?
নিদারুণ হয়ে কেন মোরে সখি !
ডাকিয়া আনিলে ঘর ?
উড়ু উড়ু প্রাণ করিছে সদাই
হিয়া হ'ল জর জর।
কত যে কাঁদিনু কেঁদেও শমে না
এ পোড়া হৃদয় ভার।
পায়ে ধরি সখি ! বাঁচাও আমারে
বল হবে কি আমার ?'
বুঝিলা শাশুড়ী, অনেক করিয়া
বুঝাইলা সুভদ্রায়,
কভু স্নেহভাষ, কখন লাঞ্ছনা,
অনেক বলিলা তায়,
কিন্তু যার হৃদে পশেছে পিরীতি
গালিতে কি করে তায় ?

লাঞ্ছনা খাইয়া লোটায়ে পড়িল
জড়ায়ে দেবীর পায়।
বলে 'দেহ গালি যত আসে মুখে
শতেক ধিক্কার দেও,
কিন্তু ধনঞ্জয়ে দেহ মোরে আজি
অভাগীর মাথা খাও।
সে বিনা আমার জনম বিফল
সে বিনা জীবন ছাই,
সে বিনা আমার সকলি আঁধার
মরণেও সুখ নাই,
ধৈরজ ধরিতে বল কি স্বজনি!
যতন করেছি কত,
কিন্তু পার্থ বিনে সে যত্ন বিফল
ধৈরজ হয়েচে গত।
চাহি না সম্মান, চাহি না আদর,
লাজে মোর কাজ নাই,
পার্থে ভিক্ষা দেহ মোরে কিনে লহ
আর কিছু নাহি চাই।'
বিরত করিতে অনেক করিয়া
বুঝাইলা দেবী তায়,
না শুনিল পিসী না বুঝিল কিছু
তবু না ছাড়িল পায়।
নাচার হইয়ে অবশেষে দেবা
করিলেন অঙ্গীকার,

নিশীথে দোঁহার মিলন করিয়ে
ঘুচাইবে অন্ধকার।
তবে শান্ত হয়ে পদ ছাড়ি বালা
মুছে আঁখি ধরাসীন,
আশায় কুমারী ফিরে পাছে পাছে
কালি তাঁর সারাদিন।
নিশীথে শাশুড়া ভদ্রারে লইয়া
গেলেন পার্থের দ্বার,
অনেক করিয়া কপাট খুলিতে
বলে পার্থে বার বার।
নিদয় পাণ্ডব দ্বার না খুলিল
বলে, 'কি সহে না ব্যাজ,
যে আজ্ঞা করিবে কালি তা শুনিব
ক্ষমা কর সখি! আজ।'
উপায় না পেয়ে ফিরিলা শাশুড়ী
সুভদ্রা কাতর রবে,
কাঁদ কাঁদ মুখে আঁচল ধরিয়া
বলিল 'সখি কি হবে?'
হাসি তার করে ধরি লয়ে দেবী
ডাকিলা আমারে আসি
সরমে কুমারী হাত ছাড়াইয়া
লুকাল আড়ালে পশি।
ভদ্রার চরিত বিবরি শাশুড়ী
বলি মোরে চুপে চুপে

কহিলেন, 'আজি কুমারী-কামনা
পূরি দেহ কোনরূপে,'
হাসিয়া বালারে অন্তরাল হতে
ধরিয়া আনিনু আগে
মন্ত্র পড়ি তার মোহন নয়নে
রঞ্জিনু কজ্জল রাগে।
নিরুপম রূপে যৌবন মাধুরী
রাকা শশী তার মুখ,
হেরি রূপ রাশি মোহিনু আপনি
উথলে হৃদয়-সুখ,
মুখে চুম্ব দিয়া কহিনু হরষে
যাও এবে প্রিয়পাশ
কর পরশিলে কপাট খুলিবে
পূরিবে মনের আশ।
বিদায় হইয়া গেলা দোঁহে চলি
যথা পার্থ নিদ্রালস,
অচেতন দ্বার পরশে খুলিল
মন্ত্রেতে হইয়া বশ।
কিন্তু সচেতন পিতৃসখা তব
না মানিল মন্ত্র মোর,
ভদ্রারে হেরিয়া লাঞ্ছনা করিল
কুমারীর চিত-চোর
বড় যত্ন করি রঞ্জিনু কাজলে
সুভদ্রার সুনয়ন,

সে নয়ন-জলে কাজল ধুইল
নুইল না তবু মন ?
বড় দর্প করি কজ্জল পড়িনু
সে দর্প হইল চূর,
এর প্রতিশোধ অবশ্য লইব
এ ব্যথা করিব দূর।”
বলিতে বলিতে মৃদুল হাসিয়া
ভাষে রামা পুনরায়,
“বিধি অনুকূল আপনি কেশরী
পশে আসি বাগুরায়,
বড় কুতূহলে মায়াকুঞ্জ মাঝে
পশেছ কৌরবত্রাস !
দেখি পার্থ ! আজ কাটাও কেমনে
রতির কুহক-ফাঁস।”
নীরবি সুমুখী নয়ন মুদিল
ধেয়ান-মগন-প্রায়
নীরবে প্রিয়ার স্তিমিত বদনে
সঘনে মদন চায়।
ভদ্রার চরিত রতি যা কহিল
আন্দোলিছে হৃদে কাম,
“সরলা কুমারী ভদ্রা শশিমুখী
আদর বাৎসল্যধাম,
অপমানে তার প্রাণে লাগে ব্যথা
সম্মানে প্রফুল্ল-মন,

তার সুখে হিয়া ভাসে সুখনীরে
দুখে প্রাণ উচাটন,
হায় গরবিণী প্রণয়ে ভিখারী
গেলা নিজে প্রিয়পাশ,
ধনঞ্জয় বীর দয়াশীল তুমি
মতিমান মহেশ্বাস ;
কোমলা বালার সুকোমল হিয়া
প্রণয়-বেদনা তায়,
সে যে কতজ্বালা তুমি ধীরমতি
বুঝিতে নারিলে হায় !
সরল কটাক্ষ কমল-নয়নে
আনিতে তাহার নীর
কাঁদিল না তব সদয় হৃদয়
কেমনে কাঁদালে বীর ?
অথবা প্রথমে লাঞ্ছনা করিয়া
পরেতে তুষেছ তায়,
নিদয়া প্রেয়সী কোথা বিরমিল
কুতূহলে প্রাণ যায় ।”
হেনমতে ভাবি ঘন মীনকেতু
নেহালে প্রিয়ার মুখ,
ভদ্রারে স্মরিয়া উঠিছে উথলি
হৃদয়ে বিপুল দুখ।
কতক্ষণ পরে হাসি চাহে রতি
মেলি আঁখি-ইন্দিবর

আগ্রহে মদন পুছিল অমনি,
"কি হইল অতঃপর ?"
প্রিয়-কুতূহল হেরিয়া মোহিনী
কৌতুকে হাসিয়া কয়,
"সে কি প্রাণনাথ ! বিমাতার মানা
শোনা ত উচিত নয়।
আমি বলি তুমি বধির হইয়ে
বসেছিলে এতক্ষণ,
তাহা না করিয়ে শুনেছ সকলি
ছি ছি নাথ ! এ কেমন ?
গুরুজন মানা আমি কি হেলেছি ?
মোর সে প্রকৃতি নয়,
হেলিতাম যদি কালি রজনীতে
বলিতাম সমুদায়।
গুরুজন-রোষে একবার দাসী
হারায়ে তোমারে প্রভু,
কত যে ভুগেছি আর কি গুরুরে
অমান করে সে কভু ?
প্রভাতে মায়েরে সাধি কত মতে
লয়েছি আদেশ তাঁর ;
কিন্তু তুমি নাথ ! কেমনে শুনিলে
কেমনে পুছিছ আর ?
বলিবার আগে বড় দর্প করি
বলেছিলে শঠরাজ !

'কিন্তু তবপ্রতি বিমাতার মানা
না চাহি শুনিতে আজ।'
চাহ না শুনিতে ? সে কথা এখন
বলিতে কি পারি আর ?
পিছু না ভাবিয়ে পোড়ায়েছ আগে
প্রতিফল পাও তার।
কিন্তু প্রাণনাথ ! কেমনে শুনিবে
দেখ পার্থ উপনীত,
ঐ তার সনে অনিরুদ্ধ, চারু
আসে এ মন্দির ভিত।
চল আগুসারি পিতার সখারে
আন করি সমাদর।"
নীরবিলা রতি, উঠিলা নীরবে
ধীরে ধীরে রতীশ্বর।
চাহি অন্য মনে পার্থ পানে বীর
মৃদুল কহিলা ভাষ,
মুকুতা আসার ঝুলিল নয়নে
পড়িল গভীর শ্বাস।
"পিতার বান্ধব তুমি পাণ্ডুবীর
ধার্ম্মিক ইন্দ্রিয়জিৎ,
কেমনে বলিব হেন ব্যবহার
নহে তব সমুচিত।
সখার ভগিনী সুভদ্রা তোমার
লাঞ্ছনা স্নেহের কাজ

যদি না লাঞ্ছিতে তব প্রতি হিয়া
হতাদর হ'ত আজ।
কিন্তু চারুশীলা ভদ্রা গুণবতী
স্নেহময়ী স্নেহাধার।
স্নেহাধার জনে ব্যথিলে পরাণে
না বাজে হৃদয়ে কার?
আপনারি দোষে যদি বা সে জন
উচিত গঞ্জনা পায়,
বাৎসল্য-বিকৃত হৃদয়ে তথাপি
প্রবোধ মানে কি তায়?
কিন্তু অবলার হৃদয় বিকার
বুঝ নাই তুমি বীর!
হায় তদুপরি লাঞ্ছনা ধিক্কার
কত দুঃখ অভাগীর?"
না দিলা ভাবিতে আর প্রাণনাথে
কামগত-প্রাণা রতি।
প্রিয় আঁখিনীর হেরি বিনোদিনী
ছাড়িলা নরম মতি।
হেমন্ত সময়ে যবে দিনকরে
আবরে হিমানী-ধার
সরস হৃদয়ে হাসিয়া নলিনী
প্রফুল্ল থাকে কি আর?
ব্যথিত পরাণে মুছিয়া যতনে
আঁচলে বিনোদ-মুখ

ভাষে বিনোদিনী, "ক্ষম প্রাণনাথ !
ঘুচেছে বালার দুখ,
অবশেষে বীর কাতর হৃদয়ে
ক্ষমা চাহি কতবার
প্রণয়ে আদরে তুষি কুমারীরে
লয়েছে বরণ তার।"
যথা হিমানীর স্থানুভূত তরু
বহিলে মলয়-বায়
নবীন পলাশ পল্লব কুসুমে
সাজি হাসে পুনরায়,
তেমতি মন্মথ প্রিয়ার বচনে
ত্যজিয়া জড়তা-দুখ
নব সুখ ভাবে প্রফুল্ল বদনে
হাসি চুম্বে প্রিয়ামুখ।

রতি সহ মন্মথ কুঞ্জবনে
ত্যজি বন মন্দির বাহিরিলা,
দুঁহুজন অগ্রত ধায় সুখে
মলয় সমীর সুগন্ধ ভরি।

ফুলকুল চৌদিশি ফুল্ল হয়ে
পরিমল গন্ধ ছড়ায় বনে
মধুকর-পুঞ্জ বিমুগ্ধ সুখে
উঠিল ইতস্তত গুঞ্জরিয়া।

ঘন ঘন কোকিল-মঞ্জুরবে
বন কুল মাতিল হর্ষ মদে
তরুদল নর্ত্তিত বর্ষি ফুলে
স্মর রতি-অঙ্গ প্রসাদ করে।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'পূর্ব্বাভাষ' নাম সপ্তম সর্গঃ

অষ্টম সর্গ।

জবাবিনিন্দিত সুরক্তিম ছবি
উদিল গগনে লোক-চক্ষু রবি
আনন্দে ভাসিল ভুবনত্রয়,
শয্যা পরিহরি কুন্তীর নন্দন
নিত্য প্রাতঃক্রিয়া কৈলা সমাপন
জাগে ভদ্রাছবি হৃদয়ময় ;—

হেনকালে আসি পার্থ নিকেতন
দেবকীতনয় দিলা দরশন
যাদব-রঞ্জন দানব-ত্রাস
সানন্দ হৃদয়ে সুহৃদ দুজনে
হইলা মিলিত প্রেম-আলিঙ্গনে
বিরাজে অধরে মৃদুল হাস,—

রাজে মৃদু হাসি মধুর অধরে
নিশা বিবরণ জাগিছে অন্তরে
নারে কিন্তু মুখে আনিতে তায়,
লজ্জিত কেহই নহে সে কারণে
তথাপি প্রথমে ফুটিতে বদনে
দোঁহারই হৃদয় নাহিক চায়।

তবে নানালাপে বঞ্চি কতক্ষণ
কৃষ্ণ-অনুরোধে কুন্তীর নন্দন
দ্বারকা ভ্রমিতে চলিলা ধীর,—

মন্ত্রগৃহে কৃষ্ণ যাবেন মন্ত্রণে
অনাগত-সখ সখার ভবনে
কেমনে একাকী থাকিবে বীর?

কিঙ্কিণীমণ্ডিত ভূষিত কাঞ্চনে
রক্তচতুরশ্ব-যোজিত স্যন্দনে
আরোহিলা বীর সহর্ষ-মতি,
রুক্মিণী-তনয় চারুদেষ্ণ বীর
চলিলা সংহতি, দারুক সুধীর
চালাইয়া রথ পবনগতি।

সুধা ধবলিত অভ্রভেদী শির
রাজে সৌধরাজি দুধারে রুচির
ঘর্ঘরি ছুটিছে ভাস্বর যান,
হিমাদ্রি মালার উপত্যকাতল
ছুটিতেছে যেন বিজলি-অনল
সুমন্দ্র নিনাদে বধিরি কান।

প্রাসাদের পর প্রাসাদ আসিছে,
রথের গতিতে পশ্চাতে পড়িছে,
ধাবিত গৃহালী দেখিছে আঁখি,
ক্রীড়া-গিরি বন সরস শোভিত
শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদ উন্নত বিস্তৃত
ছুটিল স্যন্দন পশ্চাতে রাখি।

কাঞ্চন-প্রাসাদ রুক্মিণী-ভবন
মিত্রবিন্দা গৃহ হরিত বরণ
সূর্য্যপ্রভ পুরী তপনপ্রায়,

পদ্মকূট পুরী, গৃহ ভোগবান,
সুমেরু, বীরজা, সৌধ কেতুমান
একে একে রথ ছাড়ায়ে যায়।
কেলিগৃহরাজি, বিচিত্র চত্বর,
দেবতা-মন্দির, কৃত্রিম নির্ঝর,
জলপুষ্প-শোভি সরসকুল,
মাঝে মাঝে কিবা শোভে মনোহর
বিশ্বকর্ম্ম-কৃত এ চারু নগর
ভুবনে ইহার নাহিক তুল।
কতস্থান পিছে রাখিয়া স্যন্দন
পাইল বিস্তৃত রম্য উপবন
চৌদিকে শোভিছে পাদপসার,
শ্বেত, পীত, নীল, পাণ্ডুর, ধবল
শোভে নানা বর্ণে ফুল্ল-ফুলদল
বহে মন্দানিল সুগন্ধ-ভার।
পরম সুরম্য হেরি উপবনে
রথ হতে নামি চারুদেষ্ণ সনে
পদব্রজে পার্থ পশিলা তায়,
কাঞ্চন-কণিকা মণ্ডিত শিলায়
রাজে বনপথ ছায়াপথ প্রায়
নাচে ফুল, তরু দুধারে বায়।
মাঝে মাঝে শোভে লতাকুঞ্জকুল,
শ্যামল পল্লব, পরিফুল্ল ফুল
প্রসারি চৌদিকে শীতলতল,

সদা সদাগতি সুগন্ধ বহিয়া
মন্থর গমনে বিতরি অমিয়া
পথশ্রম হরি দিতেছে বল।

স্থানে স্থানে শোভে বিচিত্র সরস,
কুমুদ, কহ্লার, কুন্দ, তামরস
নানা জলপুষ্প ভাসিছে তায়;
চৌদিকে খেলিছে জলপক্ষিজাল
বক, চক্রবাক, সারস, মরাল
মিশ্র কলরবে পূরিয়া বায়।

কত রম্যস্থান ভ্রমিয়া দুজনে
হেরিলা গভীর পরিখা-বেষ্টনে
বিরাজে বিচিত্র মোহন বন;
শৈবাল-শ্যামল-পরিখার জলে
বিকট মকর, গ্রাহ, কূর্ম্মদলে
ভ্রমে জলচর পন্নগগণ।

পরপারে শোভে তমাল-বেষ্টন
দ্বারকার চারু নন্দন কানন
আকৃষ্ট হৃদয়ে ভাষিলা বীর,
"কহ বৎস! কার এ কানন মণি
না দেখি কোথায় সেতু কি তরণী
কেমনে তরিব পরিখা-নীর?"

নীরবি ফাল্গুনী বলিতে বলিতে
হেরিলা বিস্ময়ে চাহি সচকিতে
নাহি সে পরিখা সমুখে আর,

কেমনে সে জল পশ্চাতে এখন
টলে নাই দেহ তিলেক কারণ
কেমনে হইলা পরিখা পার ?
দেখিলা এপারে নাহি সে শৈবাল,
বিকট মকর, সরীসৃপজাল,
অচ্ছ জলরাশি গড়ায়ে যায়,
রক্ত, পীত, নীল বিবিধ বরণ
খেলিছে সলিলে মৎস্য অগণন
ছুটিয়া চৌদিকে বিশিখপ্রায়।
উপকূলে তুঙ্গ তমালের সার
বেড়ি উপবনে প্রাচীর আকার,
উন্নত আকাশে নাড়িছে শির ;
বিস্ময়ে, উল্লাসে নর্ত্তিত-হৃদয়
চারুদেষ্ণ ভিতে চাহে ধনঞ্জয়
হাসিয়া পাণ্ডবে ভাষিলা বীর ;
"দেবী মায়াবতী প্রদ্যুম্ন কারণ
করেছে রচনা এ মঞ্জু কানন
মায়াকুঞ্জ নাম নিকুঞ্জসার,
পূরিত কানন দেবীর মায়ায়
সেতু কি তরণী নাহি পরিখায়
পরজনে নারে হইতে পার।
যদি এ সলিলে ভাসাও তরণী,
জলচরকুল মিলিয়া অমনি
খণ্ড খণ্ড করি ডুবাবে তায়,

মিত্রজনে কিন্তু আসি জলধারে
যে মাত্র মনন করে তরিবারে
মায়াতে তখনি পার সে যায়।”

মায়াকুঞ্জ মাঝে পশিলা দুজনে
নানাবিধ পশু বিচরে কাননে
খড়্গী, মতঙ্গজ, মহিষদল,
চিত্রক, ভল্লূক, শার্দ্দূল, কেশরী
প্রকৃতি শিক্ষিত হিংসা পরিহরি
ভ্রমে শান্তভাবে কাননতল।

চিত্র পশুধাম! কুহক পিঞ্জরে
বদ্ধ পশুকুল অবাধে বিচরে
চাহি পরস্পরে সুহৃদপ্রায়,
মানব দোঁহারে হেরিয়া উল্লাসে
নানা অঙ্গভঙ্গি নাচিয়া প্রকাশে
অন্নদে যেমতি কুক্কুর চায়।

চারু বনরাজি, হেন পশুচয়
দেখিতে দেখিতে চলে ধনঞ্জয়
বিস্ময়ে পুলকে রমিত মন।
এ মধুর ভাব সহসা ভাঙ্গিল,
বিকট নিনাদ সহসা নাদিল,
তুমুল বিপ্লবে পূরিল বন।

মত্ত করী এক দেখিলা নৃবর
গর্জ্জি ভীমনাদে আস্ফালিয়া কর
আসিছে ধাইয়া পর্ব্বতপ্রায়,

সপ্তচ্ছদ-গন্ধি তীব্র মদজাল
পড়ে ঝরি তার বহি গণ্ডস্থল,
ভাঙ্গে বৃক্ষরাজি ঘর্ষিয়া গায়।

যথা শান্তনীর-সরোবর-জলে
ভীম জলচর উঠি মধ্যস্থলে
আলোড়িলে নীর পুচ্ছের ঘায়
চক্রাকার স্রোতে ছিন্ন জলরাশি
সরস্তীর ভূমি সঘন উচ্ছ্বাসি
তুমুল বিপ্লবে চৌদিকে ধায়,

তথা মদমত্ত-মাতঙ্গ-পীড়নে
ক্ষণে শান্তভাব ভাঙ্গিল কাননে
অনভ্যস্ত নাদে পাইয়া ভয়
পলায় শ্বাপদ ছুটি ইতস্তত
মিশ্র কলরব করি অবিরত
উড়িল আকাশে বিহগচয়।

মদান্ধ কুঞ্জর সম্মুখে আসিয়া
পার্শ্বে আক্রমিতে ক্ষণে উদ্যমিয়া
ধাইল জঙ্গম অচল প্রায়,
নির্ভীক-হৃদয় পাণ্ডব নৃবর
মাতঙ্গে শাসিতে ধাইলা সত্বর
উৎসাহে দুর্দৃশ্য রক্তিম কায়,
হেন মতে ধায় ভূধরে চূর্ণিতে
অশনি-অনল অম্বর হইতে
ঝলসি ত্রিলোকে আলোক-ভায়।

দ্রুতকর পার্থ গিয়া অগ্রসরি
ভীম করি-শুণ্ড বাম করে ধরি
বামেতরে অসি নিষ্কাসে বীর,
দাঁড়ায়ে অদূরে বিক্রম-কেশরী
চারুদেষ্ণ বলী ক্ষণমাত্র ধরি
অর্দ্ধ নিষ্কোশিত কৃপাণে ধীর।

পার্থ সহযোগী হইয়া সমরে
একত্র দলিতে দুরন্ত কুঞ্জরে
ত্বরিল মানস ক্ষণেক তার,
কিন্তু তুচ্ছ কাযে সাহায্য লইতে
পাছে ধনঞ্জয় লজ্জা পান চিতে
ভাবি বীর আগে না যান আর।

কৃপাণ ছাড়িয়া রুক্মিণী-তনয়
দাঁড়াইলা ধীর উৎসুক হৃদয়
দেখিতে পাণ্ডব-কুঞ্জর-রণ।
চির শান্তিধাম মায়াকুঞ্জ মাঝ
শান্তি ব্যভিচার কেন হ'ল আজ
ভাবিয়া বিস্ময়ে ফুলিছে মন।

ভীম শুণ্ড ধরি পার্থ বীর্য্যবান
তুলিলা হানিতে শাণিত কৃপাণ
কিন্তু কারে অসি হানিবে আর ?
কোথা সে ভীষণ প্রমত্ত বারণ ?
ষোড়শী কামিনী সেথানে এখন
এ কি রূপান্তর ? এ মায়া কার ?

উদ্যত কৃপাণ থামিল উপরি,
অবষ্টম্ভ-দেহ পার্থ নরহরি
বিস্ময়ে চাহিলা মূরতি প্রায়,
কোথা ধৃতশুণ্ড ! সলজ্জা বালার
মৃণাল জিনিয়া কর সুকুমার
বদ্ধ বীর-মুষ্টি পীড়িয়া তায়।
লজ্জিত ফাল্গুনী ছাড়ি দিলা করে,
বদন ফিরায়ে নীরব অধরে
হাসিলা রহসে রুক্মিণী-সুত।
ছাড়ি দিলা কর, কামিনীর করে
দৃঢ় মুষ্টিচিহ্ন সুরক্ত অক্ষরে
ভাতিছে সুবর্ণে লাবণ্যযুত।
সরলতা মাখা সলজ্জ বদনে
ভাষিল সুন্দরী অমিয় বচনে
অর্জ্জুনে প্রণমি আনত মুখে,
"কামপ্রিয়া-দাসী, প্রভু ! এ কিঙ্করী,
প্রিয় সহ দেবী এ কুঞ্জ ভিতরি
রাজেন মন্দিরে পরম সুখে ;
যদি প্রভু আজি, করুণা বিতরি
করিলা পবিত্র আগমন করি
দেবীর রচিত এ কুঞ্জবন,
তবে কুঞ্জবাসে ও পদ অর্পণ
না করিয়া যদি করেন গমন
হবেন দম্পতী দুঃখিত মন।

নমস্ত জনেরে নারিলে নমিতে
কেবা নহে প্রভু খিন্ন হয় চিতে
এ দাসীরে এবে কি আজ্ঞা হয় ?'
নীরবি সুমুখী সরল নয়নে
চাহি সসম্ভ্রমে আনত বদনে
অপেক্ষি আদেশ দাঁড়ায়ে রয়।

কি বলিবে পার্থ ? কোমলা সুমতি
সরলতা মাখা চারু লজ্জাবতী
এ বালা কি ছিল সে দন্তিরাজ ?
কিরূপে নিমেষে হল রূপান্তর !
স্তম্ভিত বিস্ময়ে বীরেন্দ্র অন্তর,
এখনও হৃদয়ে আসিছে লাজ।

কিন্তু সে ললনা দাঁড়ায়ে সম্মুখে
উত্তর প্রতীক্ষা করি নতমুখে,
হৃদয়ের ভাব চাপিলা ধীর,
স্থিরচিত্তজনে হৃদয়-বিকার
করে কি প্রকাশ নিকটে সবার ?
ভাষে মৃদুরবে পাণ্ডব বীর।

"চল বৎস তবে যথা বধূ সনে
আছেন প্রদ্যুম্ন নিকুঞ্জ সদনে,
অতি রম্যস্থান এ কুঞ্জবন।"
নীরবিলা পার্থ, কিন্তু সে ললনা
পথ দেখাইয়ে আগেতে গেল না
কে জানে কি ভাবে রমণী মন ?

চলে না কামিনী, বলে না বচন,
চাহিলা কিরীটী বিস্মিত-বদন
বাতুল কি বালা অস্থির-চিত ?
কিম্বা এ কামিনী অভাগী বধির
হেন বিতর্কিয়া কুতূহলে বীর
চাহিলা কেশবতনয় ভিত।

হাঁসি চারুদেষ্ণ ভাষিল অমনি
"না দিবে উত্তর প্রভু ও রমণী
প্রাণহীন-মূৰ্ত্তি কে কবে ভাষ ?"
অগ্রসরি চারু পরশিলা তায়,
হি হি হি আকাশ-ভারতীয় প্রায়
নাদিল আকাশে রমণী-হাস।

সহসা নাদিল সে হাসি আকাশে
পশ্চাতে হটিয়া বিস্ময় তরাসে
চাহে কৃষ্ণসুত মূরত্তি-প্রায়,
পরশে টলিয়া কিন্তু সে যুবতী
নিরালম্ব জড় পুত্তলী যেমতি
লোটাল ভূতলে ধূসর-কায়।

এই মাত্র কথা কহে যে রমণী
অপ্রাণ-মূরত্তি সে জন এখনি
এ বিশ্বাস মনে স্থান কি পায় ?
তাই ধরাশায়ী বালায় তুলিতে
সহৃদয় পার্থ ধাইলা তুরিতে
কোথা সে লুকাল একি রে দায় ?

এ কি ! বসুমতী গ্রাসিলা কি তায় ?
গ্রাসিলা জননী যেমতি সীতায়
যবে ফিরি সতী অযোধ্যাপুর
প্রিয়মুখে শুনি নিদারুণ বাণী
কাঁদিয়া ডাকিলা মায়ে রামরাণী
করিবারে তাঁর বেদনা দূর।

কিম্বা অশরীরী হইয়া সুন্দরী
রহে অতীন্দ্রিয় সমীর ভিতরি
আছিলা যেমতি অহল্যা সতী,
যবে কামী ইন্দ্র ঘৃণিত কৌশলে
হরিলে সতীত্ব, দোঁহা কোপানলে
শাপিলা গৌতম ব্যথিত-মতি।

কোথা সে লুকাল ? হায় কেবা বলে !
রতির রচিত ভদ্রার কজ্জলে
আশামত পার্থে হয় নি কাজ,
তাই মানিনীর অপমান বোধ,
তাই সে কল্পিত অবজ্ঞার শোধ,
কেবা তা বুঝিবে দোঁহার মাঝ ?

না বুঝিলা পার্থ কোন কর্ম্মফলে
কেবা হেন দশা করে মায়াবলে ?
না বুঝিলে তাহে কি দোষ রয় ?
এই যে বিস্তৃত অবনী-মণ্ডলে
পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্ম ফলাফলে
ভুঞ্জে সুখ দুঃখ মানবচয়।

কেবা বুঝে বল কোন্ কর্ম্মে তার
কভু সুখনীরে দেয় সে সাঁতার
কিম্বা কি দুর্গতি কি কাজে হয় ?

চাহিলা চৌদিকে বীরেন্দ্র যুগল
রম্য শান্তিময় পুনঃ বনস্থল
উপদ্রবচিহ্ন নাহিক তায়,
গজদ্রোহভগ্ন তরু-লতাগণ
অক্ষত দশায় পুনঃ শোভে বন
স্বপ্নোত্থিত সম দুজনে চায়।

পুনঃ বন মাঝে চলিলা দুজনে
রাখিলা পশ্চাতে শ্বাপদ-ভবনে
বনশোভা চারু রমিছে আঁখি,
মন্দানিল সনে নাচি হর্ষভরে
বরষি কুসুম দুঁহু অঙ্গপরে
আতিথ্য করিছে যতেক শাখী।

হাসি কুসুমালি পলাস আসনে
বহুরূপী মত সাজি প্রতিক্ষণে
নব নব বর্ণে নয়ন-তোষ।
বিনোদে তুষিতে যেন বিলাসিনী
নব নব বেশ ধরি সুহাসিনী
দিতেছে খুলিয়া হৃদয়কোষ।

পরিমল রাশি সমীরে ভাসিছে
চৌদিকে চামরী চামর বীজিছে
নাচে কৃষ্ণসার নয়ন-সুখ,

তরুতলে মৃগী শুয়ে মৃগসনে
ক্ষণে ক্ষণে চাহি মুদিয়া নয়নে
লেহিছে আবেশে বিনোদ-মুখ।
রঞ্জিয়া নয়ন বরণ-ছটায়
বিহগ বিহগী পাদপ-শাখায়
সুমধুর গীতে জুড়ায় প্রাণ।
শ্বেত, পীত, নীল বিবিধবরণ
বসি তরুপরে শাখামৃগগণ
নীরবে শুনিছে পাখীর গান।
কতদূর গিয়া হেরিলা দুজনে
শিশু অনিরুদ্ধ খেলিছে কাননে
ক্রীড়া শর ধনু শোভিছে কর,
অপূর্ণ-মূরতি সুন্দর শ্যামল
ক্ষুদ্র কর পদ দেহ সুকোমল
ভাবি-বাণরাজ-তনয়া-হর।
নবীনা সঙ্গিনী চৌদিকে বালকে
আছে ঘেরি, যেন বসন্ত-কোরকে
নবপত্রমালা বেড়িয়া রয়।
প্রদ্যুম্নতনয় পিতৃব্যে হেরিয়া
প্রেম ভরে ডাকি অমনি ছুটিয়া
আলিঙ্গিল আসি চরণদ্বয়।
স্নেহের বালকে চুম্বিয়া আদরে
চলিলা দুজনে ধরি শিশুকরে
যথা মাতা পিতা আছেন তার,

সম্ভ্রমে পশ্চাতে চলিল সঙ্গিনী
মরাল-গমনা সুচারু-হাসিনী
ধীরে ধীরে বহি যৌবনভার।
চঞ্চল বালক-রসনা-নিঃসৃত
অনর্থ অসার বচন-অমৃত
বহি অনর্গল জুড়ায় কান,
সঙ্গিনীকুলের ভূষণশিঞ্জিনী
মধুর কোকিলা-কপোতী-কূজনি
মোহন কাননে মাতায় প্রাণ
সহসা সুবাসে ভরিল কানন,
বহিল সুমন্দ মলয় পবন,
ফুটে চারিদিকে কুসুমগণ,
দেখিলা পাণ্ডব অদূরে কাননে
আইসে প্রদ্যুম্ন প্রিয়তমাসনে
রূপের পূর্ণিমা ভাতিল বন।
কমল-ভূষণা, কন্দর্প-মোহিনী
করে কেলিপদ্ম সাজে সুহাসিনী
কুসুম সজ্জিত মদন-কায়,
কুঞ্জরাজ-রাণী পার্শ্বে নমে আসি
হেরিতে সে শোভা যত কুঞ্জবাসী
বন দেব দেবী অলক্ষ্যে চায়।
ধেয়ে গেল শিশু বিমাতা গোচর,
হাসি কামপ্রিয়া প্রসারিয়া কর
কোলে তুলি চুম্বে বদন তার,

স্বাগত জিজ্ঞাসা আদি সম্ভাষণে
বঞ্চি ক্ষণকাল সবারে যতনে
গেলা কুঞ্জবাসে লইয়া মার।
আতিথ্য করিলা দোঁহে বিধিমত
দাস দাসী প্রায় সেবি অবিরত
কে ভাবে এ কাজে আপন মান?
শ্লাঘ্য হেন সেবা ভুবনমণ্ডলে
নর জন্ম তার ধরায় বিফলে
গুরু সেবা যার তোষেনি প্রাণ।
মধ্যাহ্ন যাপিয়া নিকুঞ্জ-ভবনে
রথে চড়ি পুন চলিলা দুজনে
দেখিতে ভ্রমিতে দ্বারকাপুর,
বিশাল পরিখা-প্রকার-বেষ্টিত
শতঘ্নী-সজ্জিত প্রহরি-রক্ষিত
যাদবের দুর্গ হেরিলা শূর।
পশিল নগরে অর্জ্জুনের রথ,
বিটপীর সারি শোভে রাজপথ
দুই ধারে শোভে বিপণিচয়,
নিপুণ বলিষ্ঠ শিল্পি সমাকুল
স্থানে স্থানে শোভে শিল্পশালাকুল
উচ্চ বাসগৃহ নগরময়।
চক্রাঙ্কে নগর করিয়া অঙ্কিত
পূর্ব্বদ্বারে রথ হৈলা উপনীত
উত্তুঙ্গ তোরণে শোভিছে দ্বার,

তোরণের তলে পরিখা উপর
দৃঢ় সেতুবন্ধ সাজে মনোহর
হইল বিমান পরিখা পার।

যতেক চণ্ডাল পরি শবচির
কৃষ্ণবর্ণ কায় কদঙ্গ শরীর
নমিয়া সম্ভ্রমে দাঁড়ায় ধারে,
জীর্ণ পর্ণ গৃহে ভগ্ন বাতায়নে
বাড়ায় চণ্ডালী কুরূপ আননে
প্রকাশিয়া রুক্ষ-চিকুর-ভারে।

দেখিলা পাণ্ডব রৈবত অচলে
মন্দাকিনী নদী নামি কল কলে
শতমুখে ধায় নগর মাঝ,
অদূরে গর্জ্জিছে ভৈরব নিস্বনে
উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সঘনে
গভীর নীলিম-সলিলরাজ।

ফিরাইলা রথ দারুক সুধীর
রাখি বামভাগে নগর রুচির
ছুটিল স্যন্দন পবনপ্রায়,
শস্যপূর্ণা ক্ষিতি রঞ্জিয়া নয়নে
হাসিছে চৌদিকে হরিত বরণে
শ্রম করে কৃষি সবল-কায়।

কতদূর গিয়া হেরিলা দুজনে
তরুলতা-শোভি চারু উপবনে
খেলিছে কুরঙ্গী কুরঙ্গকুল,

মন্দাকিনী শাখা কুলু কুলু করি
যায় গড়াইয়া উদ্যান ভিতরি
পট গৃহরাজি রাজিছে কূল।

অবগাহি তনু স্বচ্ছ নদীজলে
বেষ্টিতা নবীনা সুন্দরীমণ্ডলে
করে জলকেলি অনেক বীর,
ধায় কোন বামা দিতেছে সাঁতার
করে জলযন্ত্র শোভিছে সবার
পরস্পর অঙ্গে দিতেছে নীর।

গায় রামাকুল দেয় করতালি
সুমধুর রোলে বাজে ঘুঙ্গুরালি
বদনে ভাতিছে সুধার হাস,
মগ্ন দেহকান্তি স্বচ্ছ জলরাশি
তুলিয়া নয়নে দিতেছে প্রকাশি
বিগলিত সিক্ত চিকুরপাশ।

রথের ঘর্ঘর নিনাদ শুনিয়া
জলকেলি হতে সবে বিরমিয়া
রথ ভিতে চায় কুতুকীমন।
কৃষ্ণ রথ হেরি ললনামণ্ডলে
সম্ভ্রমে আকণ্ঠ নিমজ্জিল জলে,
ফুটে যেন স্রোতে কমল বন।

কটাক্ষে অর্জ্জুন চাহে নদীজলে
কেন এক জন ললনা মণ্ডলে
অনিমেষ আঁখি চাহিছে বালা?

পড়ে পার্থ-আঁখি উপরি তাহার
নয়নে নয়ন মিলিল দোঁহার
ফিরে না যে আঁখি একিরে জ্বালা!

মোহিনী সর্পীর কটাক্ষে পড়িয়া
চাহে যেন নর হৃদি হারাইয়া
অনিমেষ আঁখি অনন্যচিত,

তেমতি পাণ্ডব চান তাঁর ভিতে
যত ধায় রথ বালা সন্নিহিতে
তত টানে প্রাণ সে মুখ ভিত।

চারুদেষ্ণ-ভাবে থামিল স্যন্দন,
হেরিলা কিরীটী সে চাঁদ-বদন
ভাসে অশ্রুজলে কাতরপ্রায়,

নারিলা চিনিতে সে বিধু-বয়ান
তবু তার তরে কেন কাঁদে প্রাণ
স্নেহ-উৎস হৃদে উছলি যায়।

"কে ইনি চিনিতে নারিলা নৃমণি?"
ভাষে চারুদেষ্ণ হাসিয়া অমনি
জ্ঞাতিকন্যা তব লক্ষণা নাম,

ইহারে হরিয়া শাম্ব তেজস্বান
পড়েন বিপদে, কৈলা তাহে ত্রাণ
দেব যুধিষ্ঠির দাক্ষিণ্যধাম।

এত বলি বীর সংক্ষেপে বিবরি
বলিলা কিরূপে লক্ষণারে হরি
সঙ্কটে পড়িলা যাদববীর,

কেমনে তাহাতে পাইয়া উদ্ধার
লভিলা বাঞ্ছিত কর লক্ষণার
শুনিলা নীরবে অর্জ্জুন ধীর।

শুনিলা নীরবে চাহি ক্ষণে ক্ষণে
ভ্রাতষ্পুত্রী ভিতে সতৃষ্ণ-নয়নে
চিনিলা এবারে সে চাঁদমুখ,
হায় কে বুঝিবে সে মুখ হেরিয়া
কেমন করিল পাণ্ডবের হিয়া
কত ভাবে তাঁর ফুলিল বুক ?

একাদশ বর্ষ কাননে কাননে
বঞ্চিলা যে জন বনচর সনে
স্বদেশী দর্শনে কি সুখ তাঁর,
কিন্তু সে আত্মীয় চির স্নেহাধার
দেখে যদি মুখ সরলা বালার
সে সুখ বুঝিতে ক্ষমতা কার ?

পুন তারে হেরি আপনি হৃদয়ে
উঠে অনাগত স্বজন-নিচয়ে
পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য বীর,
স্নেহময়ী মাতা, কৃষ্ণা গুণবতী,
ধর্ম্মাত্মা অগ্রজ, ভীম মহামতি,
মাদ্রেয় যুগল, বিদুর ধীর।

ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী, হস্তিনানগর,
যমুনা তটিনী, বাল্য সহচর
সবারে স্মরিয়া কাঁদিল প্রাণ,

আজন্ম বিপক্ষ কুরুপক্ষগণ
তাদেরও বিরহে আজি কাঁদে মন
অনাগত শত্রু হানিছে বাণ।

বিনয়ে লক্ষণা প্রিয়তমে ভাষে,
"আজ্ঞা দেহ প্রভু পিতৃব্য সকাশে
যাইব পুজিতে চরণ তাঁর
বালিকা যখন আছিল এ দাসী
হয়েছিলা বীর কানন-নিবাসী
শুনিয়াছি সত্যে হইতে পার।

শুনেছিনু কালি আর্য্যদেব সনে
এসেছিলা বীর দ্বারকা-ভবনে
বাসনা চরণ হেরিতে যাই।
কিন্তু পাছে তব প্রমোদ-ব্যাঘাত
হইলে বিরক্ত হও প্রাণনাথ!
হয়নি সাহস বলিতে তাই।"

"ভীরু প্রণয়িনি!" ভাষে হাসি বীর
"কবে অনুরোধ শাম্ব প্রেয়সীর
উপেক্ষা করিয়া দিয়াছে দুখ?
নমস্য কি পার্থ সুধুই তোমারি?
চল দোঁহে মিলি গুরু নমস্কারি
একত্রে লভিব পরম সুখ।

এত বলি বীর চলিলা পুরত
পিছে যায় বালা সরম-আনত
সিক্ত কেশপাশে ঝরিছে জল,

আর্দ্র বাসকুল তনু অঙ্গে মিশি
স্বর্ণ-দেহ-কান্তি দিতেছে প্রকাশি
রণিছে মৃদুল শিঞ্জিনীদল।

রথ হতে পার্থ নামিল ধরায়,
ভূমিষ্ঠ দম্পতি প্রণমিল পায়
আশীষিলা বীর নয়নে ধার,
উঠি সুনয়না বিনোদের ভিতে
অপাঙ্গে চাহিলা, আতিথ্য করিতে
পিতৃব্যে হৃদয় চাহিছে তার।

কিন্তু লজ্জাবতী ফুটিয়া সে কথা
নারিলা বলিতে, তাই চেয়ে তথা
যাচিলা প্রাণেশে বলিতে তায়,
বুঝিলা যাদব, আচার বিনয়ে
যাচিলা পশিতে পার্থে পটালয়ে
সতৃষ্ণ তরুণী পিতৃব্যে চায়।

পটগৃহ মাঝে পশিলা সকলে
হরষে সলিলবিহারি-মণ্ডলে
আর্দ্রবস্ত্র ছাড়ি পরিলা বাস,
মৃগমদ আদি সুগন্ধি লেপনে
সুবাসিত-তনু নরনারীগণে
চৌদিকে চামর বীজিছে দাস।

পুষ্পিত কবরী নবীন-যৌবনা
নব ধূপিতাঙ্গী কাঞ্চন-ভূষণা
সুলোচনা পরিবেশিকাচয়,

ভোজন পানীয় বহুল প্রকার
গজেন্দ্র-গমনে আনি অনিবার
নীরবে আদেশ অপেক্ষি রয়।
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, সারঙ্গ, মুরলী,
নানা বাদ্যযন্ত্র আনে সভাস্থলী
আইল কিন্নর গায়ককুল,
আইল অপ্সরা মরাল-গমনে
ছুটে ফুলবাণ চটুল নয়নে
সাজে তনু দেহে সুরভি ফুল।
ভাষে শাম্ব বীর প্রিয়ারে গোপনে
"মাগ পার্থে বীর মৃদঙ্গ বাদনে
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যায় কুশল বীর,
তনয়া সদৃশী তুমি স্নেহাধার
কভু না হেলিবে মিনতি তোমার
কহ লজ্জা ত্যজি তুলিয়া শির,"
প্রিয় অনুরোধ রাখিতে সুন্দরী
সাধ্যাসাধ্য নিজ মনে না বিচারি
স্বকরে মৃদঙ্গ ধরিলা সতী,
রাখি বাদ্যযন্ত্র অর্জ্জুন-সম্মুখে
পিতৃব্য সম্ভাষ বাহিরিয়া মুখে
চাহে পার্থ-পানে বিনয়বতী।
বলিতে সুমুখী পিতৃব্যে চাহিল,
কিন্তু বালামুখে কথা না ফুটিল
না জুটিল ভাষা হৃদয়ে তার,

ক্ষণেক বিকলে করিয়া যতন
নোয়ায় সরমে চারু চন্দ্রানন
নিবর্ত্তিলা বালা, কি করে আর।

হাসিলা কৌতুকে জাম্ববতী-সুত
রুক্মিণী-তনয় চাহে হাস্যযুত
আরও লাজে বালা না তুলে মুখ,

মৃদুল হাসিয়া পাণ্ডব নৃবর
লইলা মৃদঙ্গ তুলি ক্রোড়'পর
হরষে নাচিল অবলা-বুক।

"পারে নাই প্রভু, বলিতে এ দাসী"
ভাবিলা সরলা লাজে মৃদু হাসি
সকৃতজ্ঞ চাহি অর্জ্জুনভিত
আরও কত কথা হৃদয়ে আসিল
কিন্তু লজ্জাবতী ভাবিতে নারিল
নীরবিল বালা প্রফুল্লচিত।

যে বিদ্যার বলে বিরাটভবনে
চতুর্দ্দশ বর্ষ বঞ্চিয়া কাননে
অজ্ঞাত সময়ে শিখান ধীর
নৃত্য, গীত, বাদ্য রাজ-বালিকায়
দেখাতে দক্ষতা আজি সে বিদ্যায়
লইলা মৃদঙ্গ পাণ্ডব বীর।

বাজিল মৃদঙ্গ সুমন্দ্র নিস্বনি
নিদাঘ-তৃষিত চাতকী অমনি
সানন্দে সঘন আকাশে চায়,

বাজিল মৃদঙ্গ, নাচিল অপ্সরা,
বাদ্যমদে যেন সবে মাতোয়ারা
উড়িছে দুকূল সঘন বায়।
প্রাবৃটে যেমতি বাম্বিদ নিনাদে
মত্ত শিখণ্ডিনী নাচি মহাহ্লাদে
উন্নত্ত-কলাপে চৌদিকে ধায়,
নাচিছে অপ্সরা হরিণ-নয়না
নিবিড় নিতম্বে রণিছে রসনা
বাজিছে নূপুর চপলপায়।
বাজে বীণা, বাজে সারঙ্গ, মুরলী
মধুর সুরবে পূরি সভাস্থলী
উল্লাসে নাচায়ে সবার চিত,
উন্নত গান্ধার রাগে আলাপিয়া
বাদ্যযন্ত্র সহ সুলয়ে মিশিয়া
গাইল কিন্নর ছালিক্য গীত।
ছালিক্য সঙ্গীত, যে গান শুনিয়া
রেবত-নৃপাল হৃদি হারাইয়া
ভুলিয়া দুর্ব্বহ দুহিতৃদায়,
ত্রিদশ-আবাসে দেবতা-সভায়
পরম উল্লাসে যাপিলা হেলায়
সহস্রেক যুগ দিবসপ্রায়।
পূরিল সমীর সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসে
অমৃত সাগর ঢালি চারিপাশে
পুলকে মাতিল শ্রাবকপ্রাণ

পটগৃহ দ্বারে আসি মৃগগণে
পানাহার ভুলি স্তিমিত শ্রবণে
কন্ধার প্রসারি শুনিছে গান।
নীরবিল গীত, অপ্সরা মণ্ডল
রুচির ললাটে মুছি শ্রমজল
অলস নয়নে বিলাসে চায়,
রাখিলা মৃদঙ্গ পার্থ নরবর,
গৃহদ্বার হতে কুরঙ্গ নিকর
উপবন মাঝে চৌদিকে ধায়।
গায়ক, নর্ত্তকী গেল নিজস্থান
চারুদেষ্ণ সহ পার্থ মতিমান্
লইলা বিদায় দম্পতী-পাশ,
হেনকালে তথা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত
দেখা দিল দূত আচার-বিনীত
নীতি-বিশারদ মধুর-ভাষ।
বিহিত সম্মানে আমন্ত্রি পাণ্ডবে
লক্ষণার সহ যুগল যাদবে
আশীষিয়া দূত বিনম্র শির,
দম্পতীরে ভাষি দিলা সমাচার
বিবাহ যথায় হইবে ভদ্রার
লাঙ্গলী যেমন করিলা স্থির।
শুনিলা সকলে, যুগল যাদবে
শুনি সমাচার দাঁড়ায়ে নীরবে
রহিলা বিমর্ষ বিনত চিত্ত।

অধর্ম্ম-আচারি-কুরু নীচাশয়
তারে ভদ্রা দান কার প্রাণে সয়?
জামাতাও তাহে নহিল প্রীত।

আর ধনঞ্জয়! কি করিলা বীর
যবে বজ্রপাত সম সুগভীর
ধ্বনিল বারতা হৃদয়ে তাঁর?

হায় সুকুমারী অবলা সরমে
মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
কেমনে বহিছে দারুণ ভার?

ক্ষণিক বিরহ-বেদনায় ডরি
যেচেছিলা পার্থে কাতরা সুন্দরী
পুরী ছাড়ি কোথা না যেতে দূর,

জানাতে প্রাণেশে প্রাণের বেদনা
খুঁজে তারে কত বিধুরা ললনা
না জানে নিদয় ছাড়া সে পুর।

হায় গরবিণী পরের সদন
হৃদয়ের কথা না কবে কখন
কে দিবে সান্ত্বনা হৃদয়ে তার?

সত্রাজিত-বালা! তিনিও ত ভয়ে
লাঙ্গলি-প্রতাপে কাঁপেন হৃদয়ে
খঞ্জ কোথা বহে খঞ্জের ভার?

কিন্তু সখা কৃষ্ণ প্রিয় ভগিনীরে
নিশ্চিন্ত রবে কি ফেলি দুখনীরে
অথবা তাঁহারি দূত এ জন,

শাম্বেরে জানান ছল মাত্র সার
এসেছে আমারে দিতে সমাচার
শমিবারে আর্ত্ত প্রিয়ার মন।
হেন চিন্তামালা ফাল্গুনী-অন্তরে
যেন কাদম্বিনী সবজ্রা অম্বরে
আঁধার প্রদাহ প্রসারি ধায়,
টানি চারুদেষ্ণে আরোহি স্যন্দনে
ভাষিলা দারুকে ফিরিতে ভবনে
ধাইলা বিমান বিজলীপ্রায়।

প্রণয়ী না হলে প্রণয়িনী হিয়া
কে আর বুঝিতে পারে?
চুম্বকের প্রায় আকর্ষণ বলে
উরিলা তোরণ-দ্বারে,
মরুভূমি মাঝে জীবগণ যথা
জলের আশায় যায়,
দ্রুতপদে চলি উপবন পথে
ভেটিতে প্রিয়ারে ধায়।
উপবন মাঝে ভদ্রাকুঞ্জ দ্বারে
দেখিল প্রিয়ারে তার
মিটিল পিয়াসা শীতল পরাণী
ঘুচিল হৃদয়-ভার।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'দারকা-ভ্রমণং' নাম অষ্টমঃ সর্গঃ

নবম সর্গ।

কুরু নিমন্ত্রিতে নৃপতি আদেশে
অক্রূর সুমতি শুভ দূত বেশে
করিলা পয়ান কৌরব প্রদেশে
চতুরঙ্গ সেনা সংহতি যায়,
সভা ভঙ্গ করি যাদবমণ্ডলে
বিবাহ-উদ্যোগ করিতে সকলে
মিশ্র কলরবে পূরি নভস্তলে
জলস্রোত সম চৌদিকে ধায়

বরপক্ষ তরে আবাস-মন্দির,
অশ্ব-গজশালা, সৈনিক-শিবির,
পরিণয় সভা বিশাল রুচির,
নিরমিছে শিল্পকুশলিচয়।
রাজপুরীকুলে করিছে সজ্জিত
চৌদিকে পতাকা সুবর্ণ-মণ্ডিত
উঠিছে আকাশে, সাজায় পরিত
মাঙ্গলিক চিহ্ন ভবনময়।

লাঙ্গলী, সারণ, বসুদেব ধীর,
গদ, উপগদ, বিকদ্রু স্থবির,
শিনি, কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি বীর
কার্য্য-পরিদর্শী ফিরিছে সব,

কুরু-ঘৃণাশীল কুটিল অন্তর
বিবাহ-উদ্যোগে কৃষ্ণও তৎপর,
প্রভু-কার্য্য-রত তেজস্বী প্রবর
স্বনিছে সাত্যকি কেশরি-রব।

স্থানে স্থানে বাজে মঙ্গলবাজনা,
গাইছে মধুর কিন্নর অঙ্গনা,
নাচিছে অপ্সরা তরল নয়না,
উৎসবে ভাসিছে প্রাসাদচয়,

উৎসবে যতেক যাদব-সুন্দরী
উল্লাসে শীলতা সরম পাশরি
বিবিধ আলাপে কলরব করি
হাসে খল খল ভবনময়।

কিন্তু যে কন্যার বিবাহ কারণ
উল্লাস তরঙ্গ বহিছে এমন
আদরিণী বালা কোথা সে এখন ?
কেন তার কাছে কেহ না যায় ?

অর্গলি কপাট আপন ভবনে
একাকিনী ভদ্রা বসি বাতায়নে
অচল নিরশ্রু বিশাল নয়নে
উপবন ভিতে নীরবে চায়।

নাহি অশ্রুরেখা রাজীবলোচনে
কাঁপে না হৃদয় মরম-পীড়নে
নড়ে না অধর তিলেক কারণে
শশাঙ্ক-বদনে পাণ্ডুতা ছায়।

উৎসব শবদে নাদে গৃহসার
কিন্তু সে নিনাদ বিকলা বালার
ধ্বনিছে শ্রবণে অনর্থ অসার
দূরস্থ অস্ফুট নিনাদপ্রায়।

মৃণালনিন্দিত সুকুমার করে
ধরি দৃঢ় মুষ্টি বাতায়ন পরে
চেয়ে আছে বালা যুক্ত-ওষ্ঠাধরে
আবরি দশন-মুকুতাচয়,

লোটায় পশ্চাতে এলো কেশপাশ
নিকসে নয়নে অপ্রকৃত ভাস
সুদৃঢ় সঙ্কল্প বদনে প্রকাশ
মূর্ত্তিমতী যেন নিরাশা রয়।

ঘাতিল কপাটে সভূষণ কর,
চমকি সুভদ্রা চাহে দ্বারপর,
শুনিয়া সুমুখী সত্যভামা-স্বর
দ্বার খুলি দিতে নীরবে যায়,

কেশবপ্রিয়ারে লইয়া ভিতরি
অর্গলায় পুন দ্বার বন্ধ করি
দাঁড়াল সম্মুখে অচলা সুন্দরী
দোঁহে দোঁহা ভিতে নীরবে চায়।

হর্ষদুঃখহীন বিকৃত প্রকৃতি
চপলার সেই প্রশান্ত মূরতী
ক্ষণেকের তরে নিরখিলা সতী
বিস্ময়, উৎকণ্ঠা, তরাস, দুখ,

সবে একেবারে উচ্ছ্বাস তুলিয়া
প্লাবিল অমনি সত্যভামা-হিয়া,
কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া ধেয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া
বারম্বার চুম্বে সুভদ্রা-মুখ।

চুম্বে বারম্বার স্নেহের উচ্ছ্বাসে
চারু আঁখি-পদ্ম অশ্রুজলে ভাসে
ঘন ফুলে হিয়া বিকৃত নিশ্বাসে
কণ্ঠরোধে মুখে না সরে ভাষ

ক্ষণকাল বালা অটল হিয়ায়
নিশ্চেষ্ট নীরবে দাঁড়ায়ে তথায়
অচিন্ত্য পাষাণ-প্রতিমার প্রায়
সহিলা সখীর হৃদয়োচ্ছ্বাস।

কিন্তু প্রকৃতির গতি অনিবার
রোধিবে অবলা কতক্ষণ আর?
কাঁদে প্রাণসখী হৃদিপরে তার
ঘন ঘন মুখে সে চুম্বদান।

ভাসিল হৃদয় শোক-সিন্ধু-জলে
ছাঁদি করলতা প্রিয় সখীগলে
থুয়ে চারুমুখ সখী-বক্ষঃস্থলে
কাঁদিলা ললনা আকুলপ্রাণ।

নিবর্ত্তিলা সখী, যতনে আদরে
বসায়ে বালারে স্নেহে অঙ্কপরে
মুছাইলা মুখ অঞ্চল-অম্বরে
ভাবিয়া সুমুখী কাতরভাব,

"সখিরে ! নিরখি তোর মুখচাঁদ
নিরবধি প্রাণে গণিছে প্রমাদ
হায় স্মরি তোর সে মুখের ছাঁদ
চপল পরাণে বহিছে ত্রাস।

আমার শপথ তোরে সখি লাগে
যদি না আমারে জানাইয়া আগে
কর কোন কাজ পুড়ি দুখে রাগে
কিন্তু এত কেন করিস্ ডর ?

তোর সনে পার্থে করিতে মিলন
স্বমুখে আদেশ করেছে যে জন
সে কি তোরে ভুলি রহিবে কখন ?
অবশ্য অর্জ্জুনে লভিবি বর।"

"মিছে ও সান্ত্বনা !" ভাবিলা সুদতী,
"কেমনে স্বজনী বল ও ভারতী
এখনো কি ভদ্রা তত অল্পমতী
এ প্রবোধ হৃদে মানে কি আজ ?

গিয়াছে অক্রূর কৌরব নগরী
অগ্রজেরে এবে অপমান করি
রামের বচনে অন্যথা আচরি
পারেন কি আর্য্য করিতে কাজ ?

মিছে ভরসায় ক'র না বিশ্বাস
কেন সখি শেষে হইবে নিরাশ
ফুরায়েছে সব অভাগীর আশ
এ জনম মত—উপায় নাই।"

বিরমিল বালা, নয়ন-আসার
আবার উথলি বহে শতধার
থর থর হিয়া কাঁপে অনিবার
ঘন বাধে ভাষ—থামিলা তাই।
শোকের উচ্ছ্বাসে প্লাবিল অন্তর
অধীরা তরুণী সখিকণ্ঠপর
আবার ছাঁদিয়া সে মৃণালকর
কাঁদিলা নীরবে আকুল প্রাণ;
স্তম্ভিত বিকলা সত্রাজিত-বালা
প্রসারিছে দেহে নিদারুণ জ্বালা
বহে তার বুকে সখি-অশ্রুমালা
হায়, পড়ে যেন অনল-বাণ।
অশ্রু মুছি পুন ভাষিলা ললনা
"কেন সখি তোমা করিব ছলনা?
বুঝে না অপরে এ হৃদি বেদনা
কিন্তু তুমি সব জান ত সই।
আত্মীয় স্বজন যত আছে আর
এ ছার জীবন প্রিয় সবাকার
কিন্তু যে মরণ মঙ্গল ভদ্রার
না বুঝিবে কেহ তোমারে বই।
জানি আমি সখি! তুমি ত কখন
না করিবে মোরে মরিতে বারণ
না লয়ে বিদায় তোমার সদন
মরিতেও মম না চাহে প্রাণ।

কিন্তু মুহ্যমান হয়ে যাতনায়
কেন তাড়াতাড়ি ত্যজি এ ধরায়
চরণ-পেষিত ক্ষুদ্র কীট প্রায়
নীরবে যাইব শমন-স্থান ?

এ বেদনা যারা দিল বালাচিতে
যদি না পারিনু তাদের দংশিতে
বিফলে জনম ভবে এ মহীতে
মরণও বিফলে হইবে মোর,

না না কভু নাহি মরিব এখন,
আসুক কৌরব বিবাহ কারণ,
শুভ পরিণয়ে দ্বারকা-ভবন
আনন্দ উৎসবে হউক ভোর।

যবে সে উল্লাস-তরঙ্গ মাঝার
নিজ রক্তে মাখা হিমাঙ্গ কন্যার
মৃত কলেবর করিতে সৎকার
শ্মশানে লইবে আত্মীয়জন,

বিষাদে নীরবে ভাঙ্গিয়া শিবির
ফিরিবে স্বদেশে যত কুরুবীর
কুরুস্নেহ-অন্ধ তবে লাঙ্গলীর
ফুটিবে নয়ন, বুঝিবে মন।

নীরবিলা ভদ্রা, রাগে অভিমানে
ছাইল রক্তিমা সজল নয়নে,
গরবে চাহিয়া প্রিয়সখী পানে
কম্বু কণ্ঠ চারু হেলিয়া রয়,

চির আদরিণী মানিনী বালার
স্বভাবের ভাব হেরিয়া আবার
হেন বিষাদেও কেশব-প্রিয়ার
উপজিল সুখ, ঘুচিল ভয়।

"সখি রে! ভরসা হ'ল এতক্ষণে"
ভাবিলা সুদতী কাতর বচনে
"নহিলে কি তোরে একাকী ভবনে
পারিতাম যেতে রাখিয়া আজ"
দেখি নাথ আগে করি ভগ্নীদান
রাখে কি না রাখে নিজ কুলমান
অগ্রজ-সম্মান, ভগিনীর প্রাণ,
কারে শ্রেয় ভাবি করেন কাজ?

কিম্বা যাই আগে রেবতীর পাশ
কহি সব তাঁরে করিয়া প্রকাশ
মিনতি করিয়া রামের সকাশ
কন যদি দেবী সকল কথা,
না হেলিবে রাম প্রণয়িনী ভাষে,
আনিবে অক্রূরে ফিরায়ে স্ববাসে,
জানি তোরে রাম বড় ভালবাসে
জেনে শুনে তোরে না দিবে ব্যথা

"ভালবাসে রাম?" ভাবিল যুবতী
রাগে অভিমানে রক্তিম মূরতি
সজল নয়নে বিকাশে বিভাতি
"ভালবাসা সখি! বলগো কায়?

পালে কুক্কুটীরে যবন যতনে,
পীড়ন করিলে তারে পরজনে
না সহে যবন কভু শান্তমনে
ভালবাসা কিন্তু বল কি তায় ?
রসনার তৃপ্তি করিতে যবন
বিহগীরে যত্ন করে সে এমন
রামের যতন, কৌরব কারণ,
উভয়ই সমান, প্রভেদ কই ?
যবে শিনি-পুত্রে সংসদ ভিতর
কৌরবের গুণ কহিলা বিস্তর
নারিলা লাঙ্গলী করিতে উত্তর
সত্যে প্রতিবাদ কে করে সই ?
সত্যপ্রিয় বীর সত্যক-তনয়
সুনৃত কহিতে না করিলা ভয়
কতবার আজি ভরিয়া হৃদয়
ধন্যবাদ সখি ! দিয়াছি তায়,
নারিলা উত্তর দিতে সে বচনে
তবু ত লাঙ্গলী দ্বিধাশূন্যমনে
কৌরব-পিশাচে দিবেন এ জনে
ভালবাসে রাম বলিছ যায়।
রেবতী বধূরে ব'ল না স্বজনি !
ভেবেছিনু আজি যাইয়া আপনি
পার্থে ভিক্ষা দিতে সরম না গণি
সাধিব রামের ধরিয়া পায়,

জানি আমি তাহে ফলিবে কি ফল
ধিক্কার লাঞ্ছনা তাড়না কেবল,
তাও ভদ্রা পারে সহিতে সকল
প্রিয়তমে শেষে যদি সে পায়।

পারি তা সহিতে বিনম্র-বদনে,
কিন্তু বলদেব যদি কোপ-মনে
মিছামিছি গালি দেয় প্রাণধনে
তা কভু সবে না পরাণে মোর,

হয় ত সরোষে আরো হলধর
প্রাণেশে হিংসিতে হইবে তৎপর
তা হবে না, মোর ফাটুক অন্তর
দুখ-নিশি মোর না হোক ভোর।

এ যাতনা মোর সব শতবার,
ঘটুক কপালে যাহা ঘটিবার,
না হয় অর্জ্জুনে না পাব আমার
কিন্তু হলধরে তবু না কই,

দেখ দেখ সখি! খাও মোর মাথা
না শোনে লাঙ্গলী যেন কোন কথা,
রেবতী বধূরে ব'ল না সর্ব্বথা
পায়ে ধরি তব ব'ল না সই।"

নীরবি সুমুখী উন্মত্তার প্রায়
পড়িল লোটায়ে সত্যভামা পায়
তনু অঙ্গলতা কাঁপে উভরায়
বহে ঘন ঘন গভীর শ্বাস।

"না জানিবে কিছু রেবতী সুন্দরী."
পুনঃ পুনঃ সতী অঙ্গীকার করি
আশ্বাসি বালারে যাদব-ঈশ্বরী
বিদায় লইলা সুভদ্রা-পাশ।

চলি গেলা সতী, বাতায়নে গিয়া
পুনঃ ভদ্রাবতী রহিল বসিয়া
চারু করতলে বদন থুইয়া
শূন্যমনে বালা বাহিরে চায়,
না দেখিছে কিন্তু রয়েছে চাহিয়া
নিভৃত প্রকোষ্ঠ হতে বাহিরিয়া
বদন নলিনে মলিন করিয়া
ক্রমে চিন্তারাশি বদন ছায়।

এমতি দিগন্ত হইতে নিঃসরি
কাদম্বিনীমালা ক্রমশ সঞ্চরি
ধরণী-মণ্ডলে অন্ধকার করি
ছায় ধীরে ধীরে আকাশময়।
ছায় চিন্তামালা হৃদয় উপরি
কি চিন্তা আপনি না জানে সুন্দরী
ভুলেছে চলতা নয়ন-শফরী
শূন্যময় মরি ভুবনত্রয়।

কিন্তু বিধুমুখী বহুক্ষণ আর
নারিলা রহিতে ভবন মাঝার,
সহচরীকুল আসে অনিবার
হায়, সখীসঙ্গ প্রাণে কি চায়?

জীবন সর্ব্বস্ব ছাড়িবে যাহার
পরসঙ্গ কভু ভাল লাগে তার ?
হারায়ে অমূল্য মাণিক্যের হার
স্ফটিকের হার কে পরে পায় ?

আত্মীয় স্বজন যত এ ধরায়
সবারে ছেড়েও প্রাণ যারে চায়,
সে জনে লভিতে নিরাশ হিয়ায়
পরসঙ্গ-বিষে দহিছে আজ

সঙ্গিনী-সংসর্গ হইতে সুন্দরী
পলায়ে গোপনে গৃহ পরিহরি
গিয়া একাকিনী উদ্যান ভিতরি
পশিলা নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝ।

হ্রস্বতেজা রবি পশ্চিম গগনে
নিম্ন হতে নিম্নে পড়িয়া সঘনে
রঞ্জিয়া আকাশে রক্তিম বরণে
ধায় অস্তনগে লুকাতে মুখ,

প্রভাবের হানি, পদ অবনতি,
যদি মহতের ঘটে দৈবগতি
লাজে অভিমানে বিপর্য্যস্তমতি
বিজনে পলায়ে লুকায় দুখ।

শিলা-পটোপরি বসিলা যুবতী
বিকৃত বিকট প্রশান্ত মূরতী
ঘোর নিরাশায় হায় রে যেমতি
ছিন্ন-তন্ত্রী বীণা নীরব রয়।

বীত-চারুরাগ বিম্ব-ওষ্ঠাধর,
অচল নিস্তব্ধ আঁখি ইন্দিবর,
প্রভাত-চন্দ্রমা বদন সুন্দর
ছায় পাণ্ডুরিমা শরীরময়।

নিকটে ভদ্রার নিকুঞ্জ ভিতর
ক্রীড়া-যুদ্ধ তরে গঠিত সুন্দর
বিরাজে ভাস্বর বালা ধনুঃশর
রাজে ভদ্রা নাম অঙ্কিত তায়,
সমর বিদ্যায় যাদবীনিকরে
অজ্ঞ নয় কেহ দ্বারকানগরে
হায় বিষাদিনী প্রিয় ধনুঃশরে
কটাক্ষেও আজ ফিরে না চায়।

বসিয়া সুমুখী নিস্পন্দ নয়নে,
নিশার ঘটনা অস্ফুট বরণে
উঠিল ক্রমশ বিকল স্মরণে
প্রাণেশে হেরিতে পরাণ চায়,
নিরখিতে তাঁরে মানস-নয়নে
করিলা যতন বালা কায়মনে
কিন্তু উদ্বেজিত কল্পনা-দর্পণে
স্ফুট ছবি তার পড়ে না হায়।

কেন বা পড়িবে? সরসী-সলিলে
স্বভাবের ছবি পড়ে অবিকলে,
কিন্তু সে সলিলে পবনে পীড়িলে
ভাঙ্গি ছবিকুল চৌদিকে ধায়।

নারিলা হেরিতে মানস-নয়নে
তথাপি বামার বিনোদ স্মরণে
সে কর্কশভাব লুকাল বদনে
নৈরাশ-সঙ্কল্প পলায়ে যায়।

"কেমনে মরিব ?" ভাবিল সুন্দরী
বেগে অশ্রুধারা বহে ঝরঝরি
শোকানলে হিয়া বিদরিছে মরি !
কাতর কম্পিত কোমল স্বর,
"কেমনে মরিব ? আর কি মরিতে
ইচ্ছা হয় নাথ ! অভাগীর চিতে
ভালবেসে কেন এ পোড়া জীবিতে
বাড়ালে মমতা জীবিতেশ্বর ?

নাহি যদি প্রভু করিতে আদর
রাগে অভিমানে ত্যজি কলেবর
অনলের রাশি গরল সাগর
সংসারের মুখে দিতাম ছাই,
অমৃতের ধারা ঢালিয়া অন্তরে
মোহিলে পরাণে কেন তরে তরে
এখন মরিতে হৃদি যে বিদরে
তোমারে ছাড়িয়া কোথায় যাই ?

হায় অভাগিনী ! কিবা দোষ তাঁর
দয়ার পয়োধী প্রাণেশ আমার
নারিয়া দেখিতে দুখ অবলার
দিয়াছে দাসীরে চরণে স্থান,

সে সুধার ধারা প্রভুর করুণা
বিষরাশি করি দিতেছে যাতনা
রে বিধি ! সকলি তোরি বিড়ম্বনা
কি পাষাণে তোর রচিত প্রাণ ?

এস ভদ্রানাথ ! আর কতক্ষণ
দূরে থাকি প্রভু রবে অদর্শন
একাদশ বর্ষ করিয়া ভ্রমণ
ভ্রমণের তৃষা নাহি কি যায় ?

ওরে চারুদেব ! বুঝিয়া সময়
তুইও আমারে হইলি নিদয় ?
দে আনি আমার হৃদয়-হৃদয়
নয়ন ভরিয়া নিরখি তায়।"

চাতকী যখন সমীর উপরি
বারিদে চাহিয়া আর্ত্তনাদ করি
রহে কণ্ঠ-শোষে বদন প্রসারি
জলদ অমনি জুড়ায় তায়,

অদূরে সুমুখী হেরিলা কাননে
প্রাণেশে একাকী বল্কল-বসনে
চলি যান বীর সত্বর গমনে
সকোষ কৃপাণ দুলিছে পায়।

সন্ধ্যার তমসা-আলোক মাঝার
চিনিলা ললনা কান্তে আপনার
আনন্দের স্রোত বহি শতধার
পূরিল অমনি হৃদয় তার।

কিন্তু কে ডাকিয়া দিবে প্রাণেশ্বরে ?
চিন্তিয়া সরলা মুহূর্ত্তের তরে
লতাগৃহ হ'তে লয়ে ধনুঃশরে
ধেয়ে গেলা যথা নিকুঞ্জদ্বার।

টানিয়া শিঞ্জিনী ছাড়ি দিলা শর,
পার্থ পদতলে পড়ে ধরাপর,
থমকি মুহূর্ত্ত দাঁড়ায় নৃবর,
কি পড়িলা তথা হেরিলা বীর

ক্রীড়া-যুদ্ধ-শর হেরি মহামতি
উপেক্ষি চলিলা পুনঃ শীঘ্রগতি,
অঙ্কুশ-পীড়িত যেন গজপতি,
ছাড়িলা ললনা দ্বিতীয় তীর।

ছুটি বালা-শর চুম্বিল চরণে,
এবার বিরমি সন্দিহান মনে
তুলি নিলা পার্থ বিশিখে যতনে
সুভদ্রা নামাঙ্ক হেরিলা তায়।

কম্পিত শরীরে হৃদয় উপরি
চাপি শরে, ফিরি চাহে নরহরি,
নব অশ্রুধারে ভাসিলা সুন্দরী
খসিয়া ধনুক পড়িল পায়।

মুহূর্ত্তে প্রিয়ারে চিনিলা ফাল্গুনী,
সহসা যেমতি মণিহারা ফণি
অদূরে নিরখি অপহৃত মণি
আকুল পরাণে লইতে ধায়,

তথা যান বীর, আইলা ধাইয়া
প্রিয়া আলিঙ্গিতে কর প্রসারিয়া
কিন্তু তার আগে অবসাঙ্গ হিয়া
পড়িল লোটায়ে প্রাণেশ পায়।

লোটায়ে ছুঁাদিয়া বিনোদ-চরণে
পদযুগ মাঝে থুয়ে চন্দ্রাননে
ধোয়াইয়া পদে অশ্রু বরিষণে
কাঁদিলা কামিনী বাতুল প্রায়,
ঘন ঘন কাঁপে হৃদি-ইন্দিবর,
ঘন বহে শ্বাস সুদীর্ঘ প্রখর,
চাপে চন্দ্রমুখ, কষে পদে কর
যেন সে চরণে মিশিতে চায়।

হেরি প্রিয়া-দশা, সে রোদন শুনি,
ক্ষণে জড়প্রায় দাঁড়ায়ে ফাল্গুনী
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় রহিলা নৃমণি,
বহিল নয়নে সলিল-ধার।
অবশ রসনা, বাক্য নাহি সরে,
অসাড় হৃদয় নত যেন ভরে
উদ্যোগ উৎসাহ লুকাল অন্তরে,
পলাল বীরেন্দ্র হৃদয়-সার।

যতনে কান্তারে তুলিলা নৃবর,
নুয়ে পড়ে দেহ প্রিয় দেহ পর,
জড়ায়ে পড়িল গলে শ্লথকর
প্রিয়-অঙ্গে ঝোলে চিকুরচয়,

তপন সন্তপ্ত কোমলা বল্লরী
নত শুণ্ডকুলে চৌদিকে সঞ্চরি
শ্লথভাবে হেন জড়াইয়া ধরি,
আলস্য পাদপে নুইয়া রয়।

লইয়া প্রিয়ারে নিকুঞ্জ ভিতরে
বসাইলা পার্থ শিলা-পটোপরে,
ঢলি পড়ে তনু প্রিয়-কলেবরে
প্রাণেশের গায় গড়ায়ে যায়,
চাহিতে সুন্দরী করিছে যতন
কিন্তু অশ্রুসিক্ত শিথিলাবরণ
ঝাঁপিয়া আপনি মুদিছে নয়ন
বিষপানে যেন অবশ কায়।

"প্রেয়সীরে! এত কেন ভয় মনে?"
ভাষিলা কিরীটী কোমল বচনে
"এ দশা তোমার হেরিয়া কেমনে
কর্ত্তব্য আপন করিব স্থির?
শুনিয়াছি সব দূতের সদনে,
গিয়াছে অক্রূর কুরু নিমন্ত্রণে,
ভগিনীরে রাম দিয়া দুর্য্যোধনে
মনস্কাম নিজ পূরিবে বীর।

আসুক কৌরব দ্বারকা মাঝার
করুন যে ইচ্ছা লাঙ্গলী তাঁহার
জীবিত থাকিতে অর্জ্জুন তোমার
তোমার কি হেতু ভাবনা ভয়?

গিরি-অঙ্কস্থিত কোমলা লতায়
কুলিশানলে কি পরশিতে পায় ?
চূর্ণ অদ্রি-শির হয় বজ্র-ঘায়
অঙ্কাশ্রিত লতা অক্ষত রয়।"

শীত-জড়ীভূত অচেতন জনে
দুঃসহ তাপের তীব্র উত্তেজনে
সহসা উঠিয়া চাহি সচেতনে
চণ্ড তাপ হ'তে পলাতে চায়,
বিষাদ-বিবশা তেমতি ললনা
প্রাণেশ-বচনে ত্বরিত-চেতনা
উঠিলা অমনি সমাকুল-মনা
প্রিয়ভাষে বালা বাধিতে চায়।

বাধিতে সুন্দরী করিলা যতন,
কিন্তু অশ্রুপাতে না সরে বচন,
তিতিল অঞ্চল মুছাতে নয়ন
না শুকায় আঁখি তথাপি তার,
অবনী-লুণ্ঠনে ম্লান অঙ্গবাস,
মুছিছে নয়ন, বহে ঘনশ্বাস,
মুখ বুক ভুজে ঝোলে চারিপাশ
অযত্ন-প্রসৃত-চিকুর-ভার।

"আসুক কৌরব দ্বারকা-নগর,"
লাগিলা বলিতে পার্থ নরবর
নিমন্ত্রিত যত রাজন্যনিকর
সসৈন্যে আসুক দ্বারকা মাঝ,

মাতুক উৎসবে যত নারী নর,
আসিবে যে দিন বিবাহ-বাসর
বসিবে কৌরব সংসদ ভিতর
হরষে পরিয়া বিবাহ-সাজ,
বুঝিব তখন অর্জ্জুনের ধনে
কেবা সম্প্রদান করে অন্যজনে,
বরসভা মাঝে সবার সদনে
লবে ধনঞ্জয় সে ধনে তার,
অর্জ্জুনের ধনু, রামের মুষল,
দেখিবে সকলে কত ধরে বল
জানিবে সে দিন যাদব-মণ্ডল
কুরু কি পাণ্ডব, সুভদ্রা কার ?'
"হরিবে আমারে ?" আর অশ্রুধারে
নীরব রাখিতে নারে বালিকারে,
উৎকট চেষ্টায় উদ্যমি এবারে
বাধে বিনোদিনী বিনোদ-ভাষ,
যে কথার পূর্ব্বে আভাস পাইয়া
সভয়ে সুন্দরী উঠিয়া বসিয়া
প্রাণেশে বাধিয়া ঘন উদ্যমিয়া
সংযমিছে নিজ হৃদয়োচ্ছ্বাস,
এবে সে বচন ফুটি প্রাণেশ্বর
ভাষিলা, বিবাহ-সদস্ত ভিতর
হরিয়া ভদ্রারে লাঙ্গলি-গোচর
রাম সনে যুদ্ধ করিবে বীর,

যে রাম মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সনে
সমুদ্রে পশিয়া নাশে পঞ্চজনে,
ভীম জরাসন্ধ যে রামের সনে
মথুরা সংগ্রামে বিনত-শির।

কৃষ্ণসহ মিলি গোমন্ত সংগরে
দলিলা যে রাম ক্ষত্রিয়নিকরে
বসায়ে ভূধরে জলে পদভরে
বধিলা শৃগালে শৃগাল প্রায়,
যে রাম রুষিয়া কৌরব-নন্দনে
হস্তিনা নগরী সবৃক্ষ ভবনে
উৎপাটিলা ভীম লাঙ্গল-তাড়নে
তার সনে কান্ত যুঝিতে চায়?

ধ্বনিল এ কথা বজ্রনাদ প্রায়
আর কি কিছুতে বাধে ললনায়?
যদি বাক্যযন্ত্রে মহতী চেষ্টায়
ভয়ার্ত্ত বনিতা বিনোদে চায়,
"হরিবে আমারে?" ভাষিলা কাতরে
বদন হইতে সরায়ে অম্বরে
প্রিয়কর বালা ধরি দুই করে
তরাসে মৃদুল-কম্পিত-কায়।

"হরিবে আমারে?" আরম্ভি কাতরে
নারে নির্দ্ধারিতে কি বলিবে পরে
রামসহ যোধ তার প্রাণেশ্বরে
কি কথা বলিয়া বারিবে হায়!

অশক্ত কিরীটী হলধর সনে
ব্যক্ত হয় পাছে তার সে বচনে,
হায় প্রিয়ংবদা বলে তা কেমনে
ক্ষুণ্ণমনা কান্ত হবেন তায়,
"হরিবে আমারে ?" আরম্ভি সুন্দরী
আর কি বলিবে বিনিশ্চিতে নারি
আবার বদনে অঞ্চল আবরি
বিলাপিলা বালা আকুলপ্রাণ।
"রে বিধি! কি পাপে এ কুল ভিতর
জন্ম অভাগীর হ'ল ধরাপর
হায় রে যে কুলে যম হলধর
আর কি ভুবনে ছিলনা স্থান ?
করুণা কি আছে বিধাতার মনে ?
ভয়াল শার্দ্দূল রহে যে কাননে
ভীরু কুরঙ্গিনী কে রাখে সে বনে
নখরে ঢালিতে রুধির-ধার ?
কপোত মিথুন হ'তে অন্যতরে
বিদারে যে জন সঞ্চান-নখরে
রামকুলে জাত করিতে ভদ্রারে
বেদনা হৃদয়ে হয় কি তার ?"
"সখি, প্রেমময়ি! সম্বর রোদন,"
বাধিয়া প্রিয়ার বিলাপ বচন
ভাষিলা কিরীটী লয়ে সযতন
আপন হৃদয়ে সে চাঁদমুখ,

বুঝিলা প্রণয়ী প্রণয়িনী-হিয়া ;
বুঝিলা বলিতে বলিতে থামিয়া
কি হেতু সহসা বিধিরে লাঙ্ঘিয়া
কাঁদিছে কামিনী ফুটিয়া দুখ।

ভয়-স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-পারাবারে
বিপ্লাবিত ভীরু সরলা হিয়ারে
নিরখিলা বীর স্ফুট চিত্রাকারে,
কাঁদে পার্থপ্রাণ বিষাদময়।

"সখি প্রেমময়ি! সম্বর রোদন"
ভাষিলা কিরীটী কাতর বচন
"কি বলিয়ে শান্ত করি তব মন
বল কি বলিলে ঘুচিবে ভয়?

নিজ বীরপণা আপন অধরে
সাজে না প্রেয়সি, বিবাহ বাসরে
বুঝিবে যখন পশিব সমরে
অযোগ্য তোমার এ জন নয়।

অর্জ্জুনেরে দিতে ভদ্রা চারুমতী
না দিবেন রাম কখন সম্মতি
নাহি কি জানিত পার্থ, গুণবতি!
লাঙ্গলীরে পার্থ করে না ভয়।

নহিলে ফাল্গুনি কভু কি সুন্দরী
ভবিষ্য না ভাবি আপনা পাশরি
স্ত্রীবধ-পাতকে তিলেক না ডরি
পরশিত প্রিয়ে কুমারীকায়?

বিহিত বিধানে যবে তব সনে
হয়েছি নিবদ্ধ অছেদ্য বন্ধনে
অবশ্য রক্ষিব আপনার ধনে,
যে কেহ রোধিবে, যুঝিব তায়
বিক্রমকেশরী লাঙ্গলী দুর্জ্জয়
লোকাতীত তাঁর ভীম কার্য্যচয়
বাল্যকাল হ'তে জানে ধনঞ্জয়,
কিন্তু বীরে বীর করে কি ডর?
পত্নীরূপে যবে লয়েছি তোমায়
অন্যগতি মম নাহি এ ধরায়,
হরিব তোমায়ে, নহে সে চেষ্টায়
রণে পড়ি যাব শমন-ঘর।”
“পায়ে ধরি নাথ! ব'লো না ও কথা
ব্যথিত পরাণে কেন দাও ব্যথা,
ভুল এ দাসীরে খাও মোর মাথা
থাক গিয়া সুখে আপন স্থান।
ললাটের লিপি দুষ্ট বিধাতার
খণ্ডন করিতে ক্ষমতা কাহার?
যা আছে কপালে ঘটিবে আমার,
তব হিতে কিন্তু জুড়াবে প্রাণ।
আবাল-বিপক্ষ-কৌরব-কেশরী
চিরকাল নাহি রবে চুপ করি,
অবশ্য সময়ে নিজমূর্ত্তি ধরি
বিপক্ষে পেশিতে করিবে রণ,

পাণ্ডব-গৌরব রক্ষিতে তখন
তব ভুজবীর্য্যে কত প্রয়োজন
যে ভুজে নির্ভর করি অনুক্ষণ
রহে ধর্ম্মরাজ নিশ্চিন্ত মন।

শুনিয়াছি নাথ! ও ভুজের ভয়ে
না যায় সুনিদ্রা কৌরবনিচয়ে,
পূজা করে সবে রাধার তনয়ে
চক্রকার সুতে ক্ষত্রিয়চয়।

অবোধ বালিকা কি কবে তোমারে,
হেন ভুজবীর্য্য তুচ্ছ নারী তরে
একাকী বিদেশে পশিয়া সমরে
অপব্যয় করা উচিত নয়।

স্নেহময়ী মাতা কুন্তী ঠাকুরাণী
তব লাগি তাঁর কত কাঁদে প্রাণী,
গান্ধারী-বিবাদে যবে শূলপাণী
চাহিলা সহস্র কনকফুল,

কারো বাক্যে মাতা না কহিলা ভাষ
কিন্তু তব ভাষে পাইলা আশ্বাস,
ভুজবলে কাটি ধনেন্দ্র-আবাস
ঘুচালে মায়ের হৃদয়-শূল।

একে প্রিয় মার কনিষ্ঠ সন্তান
সে সন্তান হেন রাখিলে সম্মান
বল তার প্রতি কত টানে প্রাণ
হেন মায়ে প্রভু ভুল না আজ।

অগ্রজ ধর্ম্মাত্মা, যুগল সোদর
যশস্বী বৎসল মাদ্রেয় দেবর,
পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর নৃবর,
পরম আত্মীয় দ্রুপদরাজ।

দ্রুপদ-তনয়া কৃষ্ণা গুণবতী,
নাগেন্দ্রনন্দিনী, চিত্রাঙ্গদা সতী,
সবারে চাহিয়া ছাড় হেন মতি
এ দাসীর তরে ভেব না প্রভু।
এত কি নিকৃষ্ট অভাগীর মন?
মম তরে ব্যথা পাবে এত জন?
এতই কি প্রিয় এ ছার জীবন?
দিব না আমারে হরিতে কভু।

এক জন তরে যদি পঞ্চ জন
দুঃখের পাথারে হয় নিমগণ
কি ফলে তাহার অশিব জীবন
মরণ মঙ্গল নয় কি তার?
যাও ফিরি প্রভু দেশে আপনার,
কোরো না দাসীরে মানা বার বার,
ললাটের লিপি অভাগী ভদ্রার
খণ্ডন করিতে ক্ষমতা কার?"
"অবোধ বালিকে!" ভাবিলা বিজয়,
"হেন কূটনীতি পাণ্ডবের নয়
না করে পাণ্ডব ধর্ম্মপথে ভয়
অধর্ম্মেতে ভয় সতত তার।

ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এক জন তরে
সহস্রেক জন যদি কভু মরে
শ্রেয় সে মরণ এ ভব ভিতরে
ধর্ম্ম বিনা পাণ্ডু না জানে আর।
কে জানে সমরে ঘটিবে কি ফল,
বড় যদি তায় ঘটে অমঙ্গল
এ নশ্বর দেহ ছাড়ি রণস্থল
হেলায় যাইব ত্রিদিবধাম।
জীয়ন্তে অর্জ্জুনে ধরিতে সমরে
সমর্থ নহিবে কেহ চরাচরে,
কিন্তু পারি যদি জিনিতে সমরে
হবে লাভ ধর্ম্ম, সুযশ, কাম।
শুভ কি অশুভ এ দ্বিবিধ ফল
ক্ষত্রিয় জনার উভয়ই মঙ্গল,
কিন্তু অধর্ম্মেতে ধ্রুব অমঙ্গল
অক্ষয় কুযশে ঘুষিবে নাম।

মনে কর আজ প্রাণের মায়ায়
অকূল সমুদ্রে ভাসায়ে তোমায়
গেলাম পলায়ে শৃগালের প্রায়
লিখিয়া ললাটে অধম নাম।
স্ত্রীঘাতী নারকী কাপুরুষ বলি
গালি দিবে যত মানব-মণ্ডলী,
কি ভাবিবে সখা কৃষ্ণ মহাবলী ?
সে সখাও মোরে হবেন বাম।

ধর্ম্মাত্মা সকলে সহজ আমার
প্রিয় বটে আমি সকল ভ্রাতার
জানিবে আমারে যবে কুলাঙ্গার
সে মমতা আর রবে কি কার ?
দেহে মানবের এত যে আদর
দংশিলে কোথাও কিন্তু বিষধর
ফেলি দেয় কাটি সে অঙ্গ সত্বর
যতন সে অঙ্গে থাকে কি আর ?

জননী, জানি মা আমার কারণ
নিরবধি গৃহে করেন রোদন,
যবে তাঁর পার্থ নমিবে চরণ
প্লাবিবে আনন্দ হৃদয়ময়,
কিন্তু মা আমার আপন নন্দনে
একচক্রাধামে রক্ষিতে ব্রাহ্মণে
পাঠাতে আপনি রাক্ষস-সদনে
তিলেক করেনি সন্দেহ ভয়।

ভোজকন্যা মাতা শুনিবে যখন
ভোজ-নন্দিনীরে ফেলিয়া এমন
পলায়েছে ভয়ে অধম নন্দন
হেরিবে কি মাতা এ মুখ তার ?
কে না জানে চন্দ্র সুধার আকরে
হেরি কত সুখ মানব অন্তরে
কিন্তু নষ্ট-চন্দ্র উদিলে অম্বরে
সে চন্দ্রে হেরিতে বাসনা কার ?

দ্রৌপদী, উলুপী, চিত্রাঙ্গদা সতী
অন্যের কথা কি কব গুণবতি !
হেন নীচাশয়ে ভাবিতে স্বপতি
তুমিও আপনি বাসিবে লাজ।
ভোজকন্যা মাতা প্রসন্ন অন্তরে
পাঠাইলা ভীমে রাক্ষস-গোচরে,
তুমি ভোজবালা এ ক্ষুদ্র সমরে
দেহ অনুমতি অর্জ্জুনে আজ।"
নীরবিলা পার্থ, নীরবে সুন্দরী
রহিলা চাহিয়া প্রিয়-মুখোপরি,
কেন যাবে নাথ প্রিয়া পরিহরি ?
হইবে অধর্ম্ম, পাবেন লাজ।
কিন্তু রাম-যোধে দিতে প্রাণেশ্বরে
চাহে কি কখন বালিকা-অন্তরে
এ দুঁহু অশিব পরিহার তরে
নাহি কি উপায় ভুবন মাঝ ?

কিন্তু না আসিতে বিবাহ বাসর
আগে যদি বালা ত্যজে কলেবর,
রাম সনে আর হবে না সমর,
কাহারে তখন হরিবে বীর ?
বিষাদে অর্জ্জুন ফিরিবে স্বদেশে,
নাহি পরশিবে কলঙ্ক প্রাণেশে,
হেনরূপে চিন্তা করি অবশেষে
করিলা সুমুখী সঙ্কল্প স্থির।

করিলেন স্থির, কিন্তু গুণবতী
কেমনে অর্জ্জুনে বলে সে ভারতী ?
অর্জ্জুন জানিলে বিফল যুকতি,
বলিলে সঙ্কল্পে হবে না কাজ।
নারিবে বলিতে কিন্তু সুবদনা,
কেমনে প্রাণেশে করিবে বঞ্চনা
সরলার প্রাণে একি বিড়ম্বনা !
কোমল হৃদয়ে বাজিছে বাজ।

"পায়ে ধরি নাথ !" ক্ষণেক চিন্তিয়া
আরম্ভি রমণী, ক্ষণে বিরমিয়া
যত্নে প্রিয়পদ কোলেতে তুলিয়া
কাতরে কামিনী প্রাণেশে চায়,
"পায়ে ধরি নাথ !" আমি হীন-নারী
মনে যা আসিছে প্রকাশিতে নারি,
কি করিব কিছু বুঝিতে না পারি,
সর্ব্বদিক রক্ষা কেমনে পায়।

হয়ত বিকল-মনে এ সময়
আসে মম যাহা কিছু, কিছু নয়,
সেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্ববুদ্ধিময়
আর্য্যের মন্ত্রণা কেবলি সার।
তাইত আমরা কেন ভেবে মরি ?
কালি ত সমুখে সেই নরহরি
এই শ্রীচরণে ভগিনী-অর্পণে
দিয়াছেন বলি সত্যারে তাঁর।

অনুমোদি বটে লাঙ্গলি-বচন
কৌরবে আনিতে করি নিমন্ত্রণ
সগণে অক্রূরে করেন প্রেরণ
ভাবিয়া না পাই পরে কি হবে,
আসিলে কৌরব দ্বারকা-ভবনে
হেলিবে কেমনে লাঙ্গলি-বচনে
ভগিনীর ধর্ম্ম রক্ষিবে কেমনে
সখার সম্মান কিসে বা রবে?
কিন্তু জান তাঁর অমোঘ কৌশল
সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন গিয়া রসাতল
আপন সঙ্কল্প করিবে প্রবল
ক্ষুদ্র আমি ভেবে না পাই কূল,
না না প্রভু, আর মিছে ভাবিব না,
তাঁহাতে নির্ভর আর ছাড়িব না,
না বুঝি তাঁহার অমোঘ মন্ত্রণা
হয় ত করিব বিষম ভুল।
"ঠিক কথা এবে বলিয়াছ প্রিয়ে।"
প্রিয়া অঙ্ক হতে চরণ টানিয়ে
বাম করে কণ্ঠ স্নেহে আলিঙ্গিয়ে
সাদরে চুম্বিয়া কাতর মুখ,
"এই ঠিক কথা, আজি তব চিত
বলি-হলিভয়ে অতি সঙ্কুচিত,
চিন্তার শকতি নাহি সমুচিত,
মিছা কেন ভাবি পাইছ দুখ,

কি তোমার মনে হতেছে উদয়
যদিও না পারি করিতে নির্ণয়
কিন্তু তব ভাবে বুঝেছি নিশ্চয়
সুচিন্তা ত তাহা কখন নয়,
বিকল হৃদয়ে ভাবিছ স্বজনি!
আপনার চিন্তা ভাবিয়া আপনি
ভয়ার্ত্ত আপনি হতেছ তখনি
মোরেও বলিতে পাইছ ভয়।
সত্য বটে জ্যেষ্ঠ মহাবল রাম,
কনিষ্ঠ হলেও নবঘনশ্যাম
সেই দাদা তব সর্ব্ব-গুণধাম
ভুবনে দ্বিতীয় নাহিক যাঁর,
সবার অলক্ষ্য অব্যর্থ কৌশলে
তাঁহার সঙ্কল্প-গঙ্গাবেগ-বলে
ঐরাবত সম রাম মহাবলে
ভাসায়ে সাধিবে উদ্দেশ্য তাঁর
কালরূপে আলো করেন সংসার,
দৃষ্টি মাত্র চিত্ত আকর্ষে সবার
তাই কৃষ্ণ নাম রাখেন তাঁহার
ত্রিকালজ্ঞ গর্গ মহর্ষি ধীর,
সুকুমার দেহ কিন্তু মহাবল
সর্ব্ব-বিদ্যাধর সর্ব্বাস্ত্র-কুশল
অন্তরে বাহিরে যত শত্রুদল
সবারে বিজয় করেছে বীর।

সখা তিনি শুধু নহেন আমার,
পাণ্ডবের সখা বলিয়া তাঁহার
চিরদিন খ্যাতি, জানে ত্রিসংসার,
তিনি জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠ সোদর-প্রায়,
কোন দ্বিধা চিতে রেখ না সরলে !
সখার অমোঘ বুদ্ধির কৌশলে
সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন গিয়া রসাতলে
নিশ্চয় তরিব এ ক্ষুদ্র দায়।"
"আহা কি মধুর লাগিল শ্রবণে !"
ভাষে ভদ্রাবতী প্রফুল্ল বদনে
"শুনিয়া তোমার অমিয় বচনে
এ দুখেও কত পাইনু সুখ।
রূপ, গুণ, শিক্ষা দাদার আমার
মহিমা, গরিমা বিবিধ প্রকার
যাহা যাহা প্রভু করিলে প্রচার
নাশিতে দাসীর হৃদয়-দুখ।
রূপ, গুণ, বুদ্ধি, বল, বিদ্যা আর
যা বলি প্রশংসা করিলে দাদার
তোমাতেও সব দেখি যে তাহার
সকলি তোমাতে দেখিতে পাই,
হৃদয়-কর্ষিণী নয়নাভিরাম
তোমারও মুরতী নবঘনশ্যাম,
শৈশবে তোমারও ঐ কৃষ্ণ নাম
মহাত্মা শ্বশুর রেখেছে তাই।

দাদা যা বলিবে তাই তবে স্থির
পরম উৎকণ্ঠা নাশিলে দাসীর
এস প্রাণনাথ, ভিতরে পুরীর
সায়ং সন্ধ্যা তব সারিতে আজ,
আমিও বিদায় হইয়া এখন
ভিন্ন পথে প্রভু পশিব ভবন
সানন্দ দম্পতি বিদায় চুম্বন
লইয়া পশিলা সে পুরী মাঝ।

বিশ্বস্তা কুমারী আপনা পাশরি
হলধরে স্মরি বিকলা আ মরি!
পশিলা সুন্দরী আপন ভবন।
কোথা গুণবতী সখী সত্যাসতী
কোথা বা শ্রীপতি আজি যদুপতি
জানিবারে মতি করিলা তখন।
সত্যভামা সনে অকুণ্ঠিত মনে
আছেন মন্ত্রণে কেশব গোপনে
দেখি হৃষ্টমনে ফিরিলা আবার।
আপন সদনে বসি নতাননে
ভাবে মনে মনে লভিবে কেমনে
হৃদয়েশ ধনে হৃদয়ে তাহার।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'আশ্বাস-লাভ' নাম নবমঃ সর্গঃ

দশম সর্গ।

নিদাঘ-মিহির-তপ্ত সন্ততি-মণ্ডলে
সর্ব্বমাতা বসুন্ধরা বহি উরঃস্থলে
ফিরাইলা তপ্ত মুখ তমসা মাঝার।
দীপ্তকলা বিভূষিত অঙ্গ সুধাধার
শশাঙ্ক-পরিধি পরিচারিকা ধরার
ধীরে ধীরে নভ হতে ঢালে সুধাধার।

তারক-মুকুতাদামে ভূষিত-কুন্তলা
রবি-ভীতা ধরা-সুতা শ্যামাঙ্গী শীতলা
প্রশান্ত রজনী-বালা অমনি ধাইয়া,
প্রখর তপন-তপ্ত জননী উরসে
শীতল করিতে তার শীতাঙ্গ পরশে
আলিঙ্গিলা বসুধারে শ্যামাঙ্গ ঢালিয়া।

অশিব শিবার নাদ ছাপিয়া নগরে
দ্বারাবতী ললনার চারু বিম্বাধরে
চুম্বি নাদে শঙ্খকুল মঙ্গল গভীর,
বিলাস মণ্ডন করি যুবতী-নিচয়ে
প্রিয় আগমন তরে উৎসুক হৃদয়ে
ঘন ঘন পথ চেয়ে হতেছে অধীর।

ভোগবান গৃহমাঝে বিনোদ সদনে
বসি সত্রাজিত-বালা আনত বদনে
অভিমানে আঁখিপদ্ম করে ছল ছল,

কুবলয়াপীড়-দন্তে পালঙ্ক রচিত
বিচিত্র মুকুতা-মণি-প্রবাল-খচিত
মাণিক্য ঝালর তার করে ঝল মল।

মনোরম সুরঞ্জিত গৃহভিত্তি পর
জ্বলিতেছে রত্নাবলী খচিত সুন্দর
দীপকুলে প্রতিফলি মধুর বিভায়,
বসেছে দম্পতি চারু পালঙ্ক উপর
মণ্ডিত মাণিক্যজালে দুঁহু কলেবর
দোলে স্যমন্তক মণি কেশব-গলায়।

"নির্দ্দয়!" ভাবিলা সতী রাগে অভিমানে
সজল কমলচক্ষে চাহি প্রিয়পানে,
"নির্দ্দয়! মমতালেশ নাহি কি তোমার?
নির্দ্দয়! নারিবে যদি ভদ্রা অভাগীরে
সম্প্রদান করিবারে ধনঞ্জয় বীরে
বলিলে বিবাহ দিতে কেন দুজনার?
নির্দ্দয়! কি হেতু কালি নিশীথ সময়ে
গালি খেয়ে রাগাইয়ে জাগায়ে বিজয়ে
ভগিনী করিতে দান বলিলে আমায়?
ছি ছি! সে ভগিনী আজ বারাঙ্গনা প্রায়
দিবে কি বরণমালা কৌরব-গলায়
নিলর্জ্জ! নীরবে সব শুনিলে সভায়?"
নির্দ্দয়! সমস্ত দিন সে বিবাহ তরে
উদ্যোগ করিয়া আজ ফিরেছ নগরে
ইচ্ছা হয় এ সরমে করি বিষপান,

ফিরেছ সমস্ত দিন ছায়ের উদ্যমে
কিন্তু যে হেনেছ বাণ বালিকা-মরমে
আছে কি মরিল বালা নাহি সে খেয়ান !
নির্দ্দয় ! সাত্যকি তব আত্মীয় পরম
সে মরিলে মার তার পুড়িবে মরম
সে বেদনা বড় বাজে পরাণে তোমার,
কিন্তু অভাগিনী ভদ্রা কার কেহ নয়
সে মরিলে কাঁদিবে না কাহারো হৃদয়,
পিতা মাতা ভাই কেহ নাহি ত তাহার !
নির্দ্দয় ! কি কব আজ সখীর কারণ
নিয়ত হতেছে মোর আকুল জীবন
নহিলে কি কথা কভু কহিতাম আজ ?
এ পোড়া পরাণ মোর কেন কেঁদে মরে
হতভাগী পোড়ামুখী সুভদ্রার তরে
পারে না দেখিতে যারে কেহ পুরীমাঝ।”
দুখে অভিমানে রামা নীরবি ফিরিয়া
বসিলা বিনোদ ভিতে পশ্চাত করিয়া
অবিরত ঝর ঝর ঝরে অশ্রুজল,
নীরবে হেরিলা বীর সে ভাব প্রিয়ার
ধীর শান্ত ভাবে কথা শুনিলা তাহার
না চলিল না দুলিল মানস অটল।
হেনরূপ অঙ্কদেশ-বাহিনী তটিনী
পবন বিক্ষেপে যবে হয়ে প্রবাহিনী
মুহুর্ম্মুহু বক্ষে করে তরঙ্গ-প্রহার,

কাঁপে না অচল-রাজ, না টলিলা বীর
প্রণয় উচ্ছ্বাসে ফুলি বদনে চক্রীর
ভয় চিন্তা শোক দুঃখ নাহি চিহ্ন কার।

"এ সুন্দর অভিনয়ে কি ফল সুন্দরি!"
ভাবিলা মৃদুল হাসি দনু-কুল-অরি
"লাঞ্ছনা আদর তব সমান আমার,
বলিয়াছি বটে কালি নিশীথ সময়ে
করিবারে ভদ্রাদান সখা ধনঞ্জয়ে
তাই এত অপরাধ অধীন জনার?

কিন্তু কে বলিল দেবি! সবার সদনে
না পাবে অর্জ্জুন তার আপনার ধনে
কে আর বলিবে ইহা, রচনা তোমার;
নিদ্রাগত জনে ভয়, হেরে দুস্বপন
কেহ নারে ভয় তার করিতে ভঞ্জন
যতক্ষণ সে স্বপন ভাঙ্গে না তাহার।

স্বপ্নময় এ সংসার! এ তিন ভুবন
মোহ নিদ্রাবশে সদা দেখিছে স্বপন
সুখ, দুঃখ, ভয়, মান স্বপন সকল,
অবিশ্বাস করি দেবি! অনুগত-জনে
পুড়িতেছ মোহবশে মিছে কুস্বপনে
কিন্তু তায় অপয়ের নাহি কোন ফল।

এখন এ ভয়স্বপ্ন ভাঙ্গিবার নয়,
যদি পরে বলদেব হইয়া সদয়
অনুমতি দেন পার্থে ভদ্রা প্রদানিতে,

সে স্বপন দেখি যবে ফুলিবে হৃদয়
ভাঙ্গিবে এ স্বপ্ন তবে, কিন্তু সে সময়
হেন অভিনয়ে তব নারিবে আনিতে।

"অভিনয়!" রাগে বামা ফিরিয়া আবার
রক্তমুখী বিগলিত-নয়ন-আসার
ভাষে সতী মৌনবতী থাকিতে নারিয়া
"অভিনয় শঠরাজ! আপনার মত
কপটতাময় ধরা দেখ অবিরত
তব মত ছলাময় নহে নারী-হিয়া।

এ দুঃখ সন্তাপ যত ভদ্রার কারণ
তাপিত হৃদয়ে মোর দহে অনুক্ষণ
অভিনয় সব মোর, বঞ্চনা সকল?
নিষ্ঠুর! যে জন তোমা জাগ্রত স্বপনে
যতনে থুইয়া তার মানস-আসনে
নিশি দিন পূজি ভাবে জনম সফল,

নিষ্ঠুর! চরণে তব দেহ প্রাণ মন
সঁপিয়াছে চিরদাসী হইয়া যে জন
তাহারে দলিতে পদে হয় না বেদনা?
তোমা লাগি তৃষা কভু মিটে না যাহার
তোমার বিরাগে যার সকলি আঁধার
সে জন তোমার কাছে করিবে ছলনা?

অথবা স্বপন সব, স্বপ্ন এ সকল?
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, স্বপ্ন ভূমণ্ডল,
আমি স্বপ্ন, তুমি স্বপ্ন, স্বপন স্বগণ

ভদ্রা স্বপ্ন, পার্থ স্বপ্ন, স্বপ্ন পরিণয়,
কৌরব বিবাহ কথা স্বপ্ন সমুদয়
এ দুঃখ সন্তাপ ভয় সকলি স্বপন ?
কুটিল বচনে তব ভুলিব না আজ
নহে স্বপ্ন এ সকল কভু ধূর্ত্তরাজ !
স্বপন তোমার শুধু অলীক বচন,
আদর করিয়া আজি হাতে দেও চাঁদ,
কালি অপমান করি ঘটাও প্রমাদ,
প্রণয় বিরাগ তব সকলি স্বপন।”
ক্ষণেক বিরমি বামা ভাবিলা আবার
“না প্রভু তোমারে রাগ করিব না আর”
মৃদুল করুণ স্বর ধ্বনিল শ্রবণে ;
বিনয়ে বিনোদ-কর ধরি বিনোদিনী
মুহূর্ত্তে মানিনী মরি ! হয়ে বিষাদিনী
বিনয়ে কহিলা সতী কাতর নয়নে।
“না প্রভু তোমারে রাগ করিব না আর,
অবোধ ভাবিয়া দোষ ক্ষম অবলার,
তুমি প্রতিকূল হ’লে প্রমাদ ঘটিবে,
এ দাসীর প্রতি তুমি প্রসন্ন কখন,
কখন বা প্রতিকূল নাথ ! তব মন
এ জনমে দাসী তাহা বুঝিতে নারিবে
প্রসন্ন হইলে তুমি, এ জনের পায়
সহস্র-লোচন নিজে গড়াগড়ী যায়,
কিন্তু তুমি প্রতিকূল হবে যদুমণি !

হায় রে তখন মোহে আপনার মুখে
রুক্মিণীর দাসী বলি রুক্মিণী সম্মুখে
আপনার পরিচয় দিয়াছি আপনি।”
ভাবিলা কেশব-কান্তা, প্রিয়তম করে
তিতিল নয়নজল ঝরি ঝর ঝরে
হাসিলা নীরবে, হেরি যাদব সুধীর;
বালিকা যখন মাতি পুত্তলী খেলায়
কোন্ পুতলীর মুখে হাসি চুম্ব খায়
কাঁদে বা কল্পিয়া মৃত্যু কোন পুত্তলীর।
কভু বা লাঞ্ছয়ে কারে হয়ে কোপাধীন
বালারঙ্গ দেখি হাসে যেমতি প্রবীণ
প্রিয়াভাব হেরি তথা হাসে যদুবীর।
ভাবিলা যাদবনাথ, মুছি পীতাম্বরে
প্রেয়সীর অশ্রুসিক্ত-মুখ-শশধরে
“ছি প্রিয়ে! নূতন মূর্ত্তি কেন আচম্বিতে?
সে মধুর কর্কশ-বচন-মুখরিত
সুন্দর প্রগল্‌ভ মূর্ত্তি রক্তিমা লাঞ্ছিত
কি দোষে নয়ন ভরি না পা'নু দেখিতে?
কিন্তু দূরদৃষ্ট দেবি! যখন যাহার
জলেও অনল জ্বলে ললাটে তাহার
বিনয়েও বিনাদোষে করিলে লাঞ্ছনা,
অবোধ বানর-কোপে তোমারে রক্ষিতে
বলেছিনু সে দিবস উৎকণ্ঠিত চিতে
দাসী-পরিচয়ে তারে করিতে সান্ত্বনা।

নহিলে সামান্য মান শমিতে তোমার
যে জন অমরপুরে হয়ে অগ্রসার
বাসবে যুঝিতে বাসে নাহি লাজ ভয়,
অকারণে প্রতিকূল হয় কি সে জন ?
তা কেন, থাকেও যদি সহস্র কারণ
তোমারে এ জন কভু প্রতিকূল নয়।

প্রিয়তমে ! আমা হ'তে তব অপমান
এ কথা হৃদয়ে তব পায় কভু স্থান ?
ছি ছি আজ বিধুমুখি ! এ কি অভিনয় ?
না করিও মান পুনঃ শুনি অভিনয়,
ভব-রঙ্গভূমে কেবা অভিনেতা নয় ?
করে দেখে অভিনয় সবে সদাকাল,
জনম, প্রবেশ-পথ, নিগম, মরণ,
আসে যায় জীবগণ তাহে অনুক্ষণ
চির অভিনয়পূর্ণ চির-নাট্যশাল।

মায়ার আবেশে সবে মাতি অভিনয়ে
ভুলি গিয়া আপনারে সকল সময়ে
অভিনয়-মাত্র ভাবে জীবনের সার,
জ্ঞানবলে ভেদ করি মায়ার ছলন
আপনারে বুঝিবারে পারে যেই জন
অভিনয় ভাঙ্গি পড়ে যবনিকা তার।
না ছিনু ভুলিয়া দেবি ! তোমার ভদ্রায়,
প্রবোধ মানিবে ভদ্রা যার সান্ত্বনায়
অবশ্য সে জন কাছে এসেছে তাহার,

পার্থ-প্রণয়িনী বালা, পার্থের বচনে
ভয় তার নাহি যদি ভাঙ্গে এতক্ষণে
সে দোষ আমার নয়, অবোধ ভদ্রার।

অথবা এত বা কেন কহি অকারণ
কুক্ষণে করেছি আজি গৃহে পদার্পণ
বিনাদোষে হ'ল লাভ সব তিরস্কার,
প্রণয়-পীড়িতা বালা ভদ্রা ভগিনীরে
বলেছি দিবারে তার ইষ্ট-প্রণয়ীরে
তাও তিরস্কার-হেতু আজি এ জনার,
যে ক্ষিরোদ-রত্নাকর মন্থন করিয়া
জরা-মৃত্যু-তাপহর উঠিল অমিয়া
শঙ্করের ভাগ্যে তায় গরল উদ্ধার।

অবোধ! এখন তা কি পার না বুঝিতে
না দিতে ভদ্রারে যদি পার্থে রজনীতে
খুঁজে কি কোথাও আজ পেতে দেখা তার?
পার্থগতা-প্রণয়া সুভদ্রা আদরিণী
কৌরব-বনিতা হবে যবে বিষাদিনী
শুনিয়া ভুবনকুল দেখিত আঁধার।

যত কথা বিধুমুখি! অভিধানে আছে
বলিলেও সবগুলি আজি তার কাছে
প্রবোধ হৃদয়ে তবু না মানিত তার,
সুধাকর বিরহিতে যবে নিশিথিনী
অমানিশি সংক্রমণে হয় তমস্বিনী
শতকোটি তারা কিবা করে প্রতিকার?

জানিতে নারিত পার্থ বেদনা তাহার
কৌরবের ভাবি-পত্নী ভগিনী আমার
প্রণয় ভিখারী তার জানিতে নারিত,
ভদ্রা পার্থ পরিচিত নহে পরস্পর,
যত কেন দুঃখে বালা হউক কাতর
অর্জ্জুনে মানিনী কভু কিছু না ফুটি।

তাহে লাঙ্গলীরে ভয় বড় সুভদ্রার
আপন উদ্ধার তরে প্রিয়তমে তার
সঙ্কটে ফেলিতে কভু না চাহিত প্রাণ,
যতই যতনে তারে রাখিতে সুন্দরি!
যতই ফিরিতে সঙ্গে দিবস শর্ব্বরী
ধরা হতে আজি ভদ্রা করিত পয়ান।

মদজলস্রাবে যবে হইয়া বিকল
মাতিয়া মাতঙ্গী সখি! ধায় সচঞ্চল
অঙ্কুশে মত্ততা তার বাড়ায় কেবল,
অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল বিনা কিছুতে কি আর
রাখিবারে পারে তায় বারির মাঝার?
পরিণয় সুভদ্রার অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল।

এখন যতই দুঃখ হউক ভদ্রার,
যত রাগ অভিমান হউক তাহার,
কাঁদিবে, রাঙ্গিবে, কিন্তু না মরিবে আর,
অবোধ! না যদি কালি মিলাতে ভদ্রায়
হতভাগী পোড়ামুখী থাকিত কোথায়?
যার তরে কেঁদে মরে পরাণ তোমার?”

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ, শ্লেষভাবে আর
বাড়াওনা রাগ মান অবোধ বামার
তব গূঢ় মন্ত্রে আমি পারি কি পশিতে ?
অগম্য অতলস্পর্শ অর্ণব মাঝার
মহাকায় যাদোরাজ করয়ে সঞ্চার
শফরী তথায় কভু পারে কি যাইতে ?
বুঝিতে নারিব আজ দর্শন যুকতি
ভদ্রার কারণে মোর বিক্ষোপিত মতি
ভগিনীরে তব নাথ ! বড় ভালবাসি,
স্বপ্ন বল, মায়া বল, এ ভাব আমার
পারি না, চাহি না তায় হইতে উদ্ধার
প্রিয়জনে পর কভু না ভাবিবে দাসী,
ভদ্রারে ভাবিব পর, তুমি মোর পর,
পর যত পুত্র, কন্যা, স্বজন-নিকর,
সুখ দুঃখ অবিদ্যার প্রপঞ্চ কেবল,
সকল থাকিতে, ধরা মরুমাত্র সার,
আমি বই কিছু আর নাহি ভাবিবার
হেন ছাই শূন্যময় আমিতে কি ফল ?
বরঞ্চ কাঁদিব নিত্য পরের লাগিয়া
রোদনেও আছে নাথ ! পরম অমিয়া
চাই না সে শূন্যময় জীবন গরল।
কিন্তু প্রভু কিঙ্করীর রাখ এ মিনতি
রামেরে বলিয়া তাঁর লইয়া সম্মতি
অক্রূরে ফিরায়ে ত্বরা আন দ্বারকায়।

কৌরব আইলে দেশে, ভগিনী তোমার
নিরাশে দুঃখিনী প্রাণ না রাখিবে আর
যাও ত্বরা প্রাণনাথ! পড়ি তব পায়।

এত বলি বিনোদিনী ছিন্নলতা প্রায়
কাঁদিয়া লোটায়ে পড়ি বিনোদের পায়
ছাঁদিল কোমল করে প্রাণেশ-চরণ।

যতনে প্রিয়ারে ধরি তুলি যদুবীর
মুছায়ে রক্তিম-নেত্র-বিগলিত-নীর
আদরে চুম্বিল তাঁর চন্দ্রমা-বদন।

সে আদর সে চুম্বনে দ্রবিত ললনা
চির যৌবনের মদে মদিরা নয়না
পুলকে প্রাণেশ ভিতে অনিমেষে চায়,

সুন্দর শ্যামল মূর্ত্তি ভুবন-মোহন
কোন কালে নয়নে যা নহে পুরাতন
মুহূর্ত্তে পূরিল তার কোমল হিয়ায়।

রূপের সাগরে ভাসে অবশ হৃদয়
দেখিলা কামিনী সব মধুরতাময়
মুহূর্ত্তে ত্রিদিবধাম নামিল ধরায়।

মৃদুল কোমল ভাষে ভাষে যদুরাজ
"ক্ষমা কর হেন কথা না বলিব আজ
যে কথা শুনিতে তব নাহি চায় মন,

কিন্তু বল দেখি প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী
কেমনে অধীন লবে রামের সম্মতি
ফিরায়ে অক্রূরে পুন আনিতে ভবন?

চির আজ্ঞাবহ দাস আমি লাঙ্গলীর
যে কথা আপনি রাম করেছেন স্থির
তার কি বিরোধ-ভাষ মম শোভা পায় ?
বলিলেও গুণবতি ! কি তায় হইবে ?
অনুজের হেন কথা কভু না রাখিবে,
অভিমানে তিরস্কার করিবে আমায়।

রামের অজ্ঞাতে বিভা দিয়াছ ভদ্রার
নারিব বলিতে কভু নিকটে তাঁহার,
বলি যদি ভদ্রাবতী অর্জ্জুনেরে চায়,
রুষিয়া দিবেন গিয়া ভদ্রারে ধিক্কার
রাগিবে মানিনী ভদ্রা বচনে তাঁহার
কি প্রমাদ হবে দেবি ! বুঝিতেছ তায় ?

দুর্য্যোধন-নিন্দা তাঁর নাহি সয় প্রাণে
পার্থের প্রশংসা রাম নাহি করে কাণে
কামিনীর মৌগ্ধ হবে বচন আমার,
আদরে ললনা যবে ভাসি প্রেমনীরে
চাঁদে ধরি দিতে তার বলে প্রণয়ীরে
কেমন মধুর তার লাগে আবদার।

এমন প্রার্থনা কিন্তু এ জনের মুখে
কেমন শুনাবে দেবি ! রামের সম্মুখে
দিও না এমন লজ্জা ছি ছি প্রাণেশ্বরে।
এত সহিয়াও আরো কুফল তাহায়
জানিবেন আজি রাম মম অভিপ্রায়
করিতে নারিব আর কিছু ভদ্রা তরে,

বিফলে লাঞ্ছনা লজ্জা হবে সহিবারে
ত্যজিতে ভদ্রার আশা হবে একেবারে
ছি ছি প্রিয়ে! হেন কথা এন না অধরে

কিন্তু আছে সদুপায়, যে খড়্গীর গায়
ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পশিতে না পায়
তারো আছে মর্ম্মস্থান করিতে প্রহার।

জননী-বৎসল রাম বৎসল-প্রকৃতি
আপনি জননী যদি করেন মিনতি
হেলিতে নারিবে রাম বচন মাতার।

দেবকী, রোহিণী কিম্বা একত্র দুজনে
অনুরোধ করে যদি রামের সদনে
অর্জ্জুনের সনে দিতে ভদ্রা পরিণয়,
হেলে নাই কভু রাম জননীর কথা
আজিও নারিবে তায় করিতে অন্যথা
তা হলে কামনা সিদ্ধ হইবে নিশ্চয়;
নহিলে সমস্ত লোক দ্বারকা মাঝার
মিলিয়া যদিও করে একত্র চীৎকার
নুইবে না টলিবে না রামের হৃদয়।”

“না প্রভু যেও না তুমি,” ভাষিলা সুদতী
আগ্রহ উৎকণ্ঠা বেগে সমাকুল মতি
“না প্রভু যেওনা তুমি রামের সদন,
কিন্তু ক্ষণকাল মোরে ক্ষম প্রাণেশ্বর!
দেবকী, রোহিণী মারে রামের গোচর
পাঠাতে বিলম্ব মোর সহে না এখন।

জানায়ে দোঁহারে প্রভু ভদ্রা-বিবরণ
পায়ে ধরি পাঠাইব রামের সদন
এ দাসীও অন্তরালে রহিবে তথায় ;
মায়ের বচনে রাম কি দেন উত্তর
শুনিতে কুতুকী বড় হতেছে অন্তর
ক্ষণ তরে দাও প্রভু দাসীরে বিদায়।”

বিদায় লইয়া সতী করিলা পয়ান
প্রশান্ত গভীর ভাব শ্যামল বয়ান
ভাতিল মৃদুল চারু হাসির ছটায়,
এমতি কিরাত হাসে যবে ধীরে ধীরে
অজ্ঞাতে ছড়ায়ে জাল বেড়ি কুরঙ্গীরে
স্বাধীনতা হরি আনে আয়ত্তে তাহায়।

“অবোধ! রামের আজি পাও পরিচয়
সান্ত্বনা করিব আসি কালি তব ভয়,
আমিও বিদায় আজ যাবত প্রভাত।”
এতেক বলিয়া বীর হইলা বাহির
কহিলা সখারে ডাকি সন্দেশ দেবীর
“হইবে প্রিয়ার সনে প্রভাতে সাক্ষাত।”

বাহিরিলা যদুরাজ ত্যজিয়া ভবন
মুহূর্তে দারুক যুড়ি আনিল স্যন্দন
চিন্তাশূন্য, সদানন্দ আরোহিলা বীর,
ফলিত-কাঞ্চন-অঙ্গে কৌমুদী বিভায়
ঝকিয়া ধাইল রথ বিজলীর প্রায়
ছাড়াইয়া দুই ভিতে ভবন রুচির।

নগর ছাড়ায়ে রথ পড়িয়া বাহিরে
কতক্ষণে উতরিল সমুদ্রের তীরে
যথায় রৈবত গিরি তোলে উচ্চশির,
ধীর মন্দ্র সমুদ্রের কল্লোল নিস্বনি
চৌদিকে কন্দর-কোলে তুলি প্রতিধ্বনি
করিছে শব্দায়মান অচলে গভীর।

যদু-হিতকর বহু দেবতানিকর
রৈবত-অচলে বাস করে নিরন্তর,
দেবতা অঙ্গের ছটা মধুর উজ্জ্বল,
অচল হইতে শূন্যে ধায় শতধারে
অনুকেন্দ্র দেশে যথা নিশার আঁধারে
ধরণী-সম্ভবা-বিভা স্পর্শে নভস্তল।

রথ হ'তে অবতরি কৃষ্ণ যদুবর
পদব্রজে একাকী উঠিলা গিরিপর
কতস্থান অতিক্রমি ক্রমে নরেশ্বর
উত্তুঙ্গ শিখরে যথা মায়ার মন্দির
দৈবী ইন্দ্রজাল-জালে পূরিত রুচির
উতরিলা যদুবীর কতক্ষণ পর।

মায়ার প্রভাবে স্থান মধুরিমাময়
চেতন উদ্ভিদ্ জড় পদার্থনিচয়
সৌন্দর্য্য উৎকর্ষ তথা নিয়ত দেখায়,
শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রস, রূপ মনোহর
পঞ্চেন্দ্রিয়ে যুগপৎ মোহে নিরন্তর
অপূর্ব্ব মধুর মাঝে হৃদয় হারায়।

ত্রিদিব বাদিত্রকুলে ধ্বনিছে শিখর
মন্দার-কুসুমগন্ধে সুরভি, মন্থর
বহে সুখ সমীরণ পুলক-সঞ্জন,
কলনাদা নির্ঝরিণী সুধা নিঃসারিণী
চিত্রবর্ণা তরুলতা অমৃত-ফলিনী
নয়ন, শ্রবণ, মন করিছে রঞ্জন,
দৈবী বিভা বিনিঃসৃত চন্দ্রিকা নির্ম্মল
রত্ন-বিভা বিমণ্ডিত করে নগস্থল
গিরি-ভূষা-মণিপুঞ্জে ফলি অনুক্ষণ।

ভূমে তরুলতাশিরে নাচে বিহঙ্গিনী
অপূর্ব্ব বিচিত্র বর্ণা মধুর নাদিনী
ফুলমধু পানে মাতি ভ্রমরা গুঞ্জরে,
অষ্টপাদ চতুষ্পাদ দ্বিপাদ প্রকৃতি
সুবরণ সুগঠন সমাঙ্গ আকৃতি
সদানন্দ জীবকুল চৌদিকে বিচরে।

নিন্দি-নীলকান্তমণি চিকুর ছটায়
চন্দ্রিকা মলিন করি অঙ্গের বিভায়
বিচরিছে চারিভিতে সুরবালা য ত,
লাঞ্ছিত-মুকুতাবলী দশন সুন্দর
পদ্মরাগ বিনিন্দিত চারু রক্তাধর
অধর সুধায় যেন বিসিক্ত সতত,
কর-পদ-রুচি হেরি লজ্জিত প্রবাল
নিন্দিত হীরককুল চারু নখজাল
জ্যোতিষ্ক নয়নে সর্ব্বমণি পরাহত।

আবৃত ত্রিদিববাসে কোমল শরীর
বসন ফুটিয়া সদা হ'তেছে বাহির
উজ্জ্বল মধুর কান্তি অনঙ্গ-দীপন
কম্বু কণ্ঠে মুক্তা মালা হইয়া লম্বিত
পীন পয়োধর-যুগ্মে করেছে ভূষিত
নিবিড় নিতম্বে রাজে রসনা শোভন।

নবীন যৌবনে নিত্য-প্রফুল্ল বদন
হাব, ভাব, লীলা, হাসি খেলে অনুক্ষণ
লজ্জা সরলতা তায় কভু ছাড়া নয়,
সকলের কণ্ঠস্বর সঙ্গীত স্বলয়
প্রত্যেক চরণক্ষেপ নৃত্য অভিনয়
কটাক্ষ ভ্রূভঙ্গী ভাব সুমধুর লয়।

পশিলা মায়ার ভূমে যদুকুল-মণি
প্রবল সৌন্দর্য্য-সিন্ধু উচ্ছ্বাসি অমনি
নরেন্দ্র ইন্দ্রিয়কুলে করে আক্রমন,
যতেন্দ্রিয় জিতবৃত্তি সানন্দ স্বায়ত
তর্পিলা ইন্দ্রিয়কুলে নিজ ইচ্ছামত
অবিমুগ্ধ, অনারত, অনাকৃষ্ট মন;

হে মায়ে! কি ফল তব দৈবত মায়ায়
নারিল মানব মন মোহিতে যাহায়
দেবেন্দ্র-জেতায় হেরি হ'লে কি অবল?
অথবা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সর্ব্ব শক্তিমতী
অচিন্ত্য আদ্যান্ত-শূন্য ঐশী মায়া সতী
যাঁর মায়া এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল

তাঁহার অনন্ত মায়া নিখিলমোহন
না পারে মোহিতে কভু যে জনের মন
সামান্য দৈবত মায়া কি করিবে তার ?
সতত অর্ণব-জলে করিতে বিহার
কভু না পরশে অঙ্গে সলিল যাহার
ক্ষুদ্র সরসীর মাঝে কি হবে তাহার ?
কৃষ্ণে আমন্ত্রিতে আসি সুরবালাকুল
পীড়িয়া মন্মথ শরে হইলা আকুল
লজ্জায় সিন্দুর-রক্ত বিনত বদন,
দাঁড়ায় আসিয়া সবে যাদব সম্মুখে
সঙ্গীতমধুর ভাষ নাহি কার মুখে
না চায় তুলিয়া কেহ আয়ত নয়ন।
স্থান, কাল, পাত্র ধীর করিয়া বিচার
যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া সবার
দেবীর মন্দির ভিতে চলিলা শ্রীপতি,
ষড়ৈশ্বর্য্য-বিভূষিত ভুবন-মোহিনী
আপনি বাহিরি মায়া অমৃতভাষিণী
কেশবের প্রত্যুদ্গম কৈলা ভগবতী।
দেবতা-চরণে ধীর কৈলা নমস্কার
অভ্যাগতে সমুচিত করিয়া সৎকার
ভাষিলা যাদবে দেবী মধুর বচন,
"যে কারণে আগমন তব নরবর !
নহে তাহা অবিদিত আমার গোচর
যদুকুল হিতৈষিণী সতত এ জন।

জ্ঞান-বলে অবিদ্যায় জিনি নরোত্তম
দেবতা হ'তেও পদ লভেছে পরম
তোমার সঙ্কল্প বীর সদা সিদ্ধিমান,
সে সঙ্কল্প গঙ্গামুখে মূঢ় হস্তী মত
যে দাঁড়ায় প্রতিরোধি, হয় বিপ্রহত,
করেছে দেবেন্দ্রে তাহা নিজে সপ্রমাণ।

দেবতার প্রিয় পুন সুভদ্রা সুন্দরী
অচিরে রোহিণী-পতি মর্ত্ত্যে অবতরি
ভদ্রার জঠরাকাশে হবেন উদয়,
হেন ভদ্রা সুমুখীর মঙ্গলকারণ
মহীয়সী ইচ্ছা তব করিতে সাধন
দেবতার চিত্ত কভু প্রতিমুখ নয়।

গিয়াছে সুদূর এবে অক্রূর সুমতি
কিন্তু মায়াবলে তার করি প্রতিগতি
আবার নিকটে আনা অসম্ভব নয়,
দ্বারকার পরপারে নিবিড় কানন
সহজে মানব যথা না করে গমন
সগণে অক্রূর তথা ফিরিবে নিশ্চয়।

সুষুপ্তির আলিঙ্গনে নিভৃত গুহায়
সমস্ত ভুলিয়া সবে রহিবে তথায়
যতক্ষণ প্রয়োজন তব রিপুঞ্জয়!
নিদ্রা যাবে দূতগণ কানন ভিতর
মায়ায় আকীর্ণ বন রবে নিরন্তর
হিংসিতে নারিবে নরে শ্বাপদনিচয়।

নীরবিলা মায়া সতী, ভাষিলা কেশব
"দেবতার চিরাশ্রিত ধরায় মানব
দৈব অনুগ্রহ দেবি ! প্রধান সম্বল,
কৃতার্থ এ দাস আজি তব অনুগ্রহে
মানব হৃদয় তব অবিদিত নহে
বাহ্য পূজা স্তুতিবাদ সকলি নিষ্ফল।"

বিনয়ে নমিয়া পদে হইয়া বিদায়
অচল হইতে বীর নামি পুনরায়
দ্রুতগামী রথে পুন ফিরিলা ভবন।
কাঞ্চন-প্রাসাদে যথা রুক্মিণী সুন্দরী
বিরহ-বিধুরা সতী নিদ্রা পরিহরি
প্রিয় তরে পথপানে চাহেন সঘন।

সপত্নী-বিদ্বেষে কভু দহি চন্দ্রাননী
ভবনে পশিয়া কাঁদে লুটিয়া অবনী
আবার বাহিরে আসি করে বিলোকন,
আবার না পেয়ে দেখা নীরবে নিরাশে
ধরায় পড়িয়া বামা আঁখি জলে ভাসে
দ্বারদেশে তথা কৃষ্ণ দিলা দরশন।

বসন্তের সমাগমে যথা বিষধরী
হৈমন্তিক জড়ভাব পরিহার করি
নবপ্রাণে ফণা তুলি উঠয়ে উল্লাসে
উঠিলা তেমতি সতী, দরিদ্র যেমনি
সহসা হেরিলে তার হারা মহামণি
স্বায়ত্ত করিতে ধায় হৃদয়-উচ্ছ্বাসে।

ধাইয়া তেমনি রামা ধরে প্রিয়ঙ্কর,
মুছিতে নয়ন-জল নাহি অবসর,
সুখের মধুর হাসি শশীমুখে ভাসে।

ভাবিলা নলিনী-মুখী, "প্রভু এতক্ষণে
অনুগত কিঙ্করীরে পড়েছে কি মনে?
প্রমাদ গণেছি কত বিলম্বে তোমার,
পাছে সত্রাজিত-সুতা তোমারে আসিতে
না দেয় দাসীরে প্রভু দরশন দিতে
ঈর্ষায় কেঁদেছি কত জানাব কি আর?

কতবার সুভদ্রার বিবাহ কারণ
বিলম্ব হ'তেছে নাথ তব এতক্ষণ
দিয়াছি এমত ভাবি প্রবোধ হিয়ার,
প্রবোধ কি মানে কিন্তু অবোধ হৃদয়?
আবার ভাবনা কত হইয়া উদয়
বিকল হৃদয়ে করে মুহূর্ত্তে আঁধার।
ঘুচিল সকল দুঃখ তব দরশনে
কেন নাথ ব্যথা দাও দাসীর পরাণে?
অবলা-হৃদয় প্রভু ব্যথিও না আর।"

এত বলি প্রণয়িনী সরল প্রণয়ে
বিনোদের পিতাম্বর দুই করে ল'য়ে
অশ্রু মুছিবারে তায় আবরে বদন।
হাসিয়া মুরারি কাড়ি লইয়া অম্বরে
চুম্বিয়া বদনশশী প্রণয়-আদরে
মুছিলা আপনি তার সজল আনন।

প্রণয় উচ্ছ্বাসে হিয়া ফুলিল বামার
আনন্দ তরঙ্গ হৃদে বহে শতধার
অবাচ্য সুধার স্রোতে পূরিল শরীর,
ডুবিল মধুর মাঝে কুরঙ্গ-নয়না
অবশ ইন্দ্রিয়কুল, অবশ চেতনা,
প্রাণেশের হৃদি পরে নুয়ে পড়ে শির

দুঃখ-মুদিতা কমল-বালা
লভিয়া কান্তে প্রফুল্ল হৈলা
পিয়ি প্রণয়ি-প্রেম-অমিয়া
রামা বিভোরা পড়ে ঢলিয়া।

নেহারি রবি কর প্রসারি
ধরি ললনা হৃদয়োপরি,
মৃদু হসিত ভাষিত মুখে
চুম্বিল বালা-বদন সুখে।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'দেবীবর-লাভ' নাম দশমঃ সর্গঃ

একাদশ সর্গ।

রত্নাসনে বসি বীর হলধর
চন্দন-চর্চ্চিত গৌর কলেবর,
দোলে পুষ্পমালা বিশাল উরসি
পদতলে বসি বিমল রূপসী
রেবত-নন্দিনী সেবিছে পায়।

নির্ঝরিণী-কূলে বেষ্টিত সুন্দর
সুরধুনী-পঙ্কে দিগ্ধ কলেবর
হিমবান শৃঙ্গ হেন শোভা পায়
যবে নিম্নদেশে মধুর ছটায়
হাসি সৌদামিনী গগনে ছায়

বরুণ-নন্দিনী মদিরা রূপসী
সদা লাঙ্গলীর পরমা প্রেয়সী,
কিন্তু হলধর ঋতুদোষ-বশে
হেন প্রেয়সীরে আজি না পরশে
না করে সুজন অবিধি কাজ।

অনাতাম্র আঁখি বিশদ নির্ম্মল
মদিরা-অমত্ত আজি মহাবল,
কিন্তু কামিনীর প্রেম-সুধাধার
বহি নম্র তাযে ঢালে অনিবার
মধুর মত্ততা হৃদয়-মাঝ।

হেন কালে তথা দেবকী রোহিণী
সত্যভামা পাশে শুনিয়া কাহিনী
ভদ্রার কারণে আকুল হৃদয়ে
সমাকুলপ্রাণা সবেগে সভয়ে
　　দেখা দিলা আসি রামের পাশ।
ধরণী লুটিয়া কৃত্তবাস গলে
নমিলা লাঙ্গলী জননীযুগলে,
কায়বৃত্তি যথা অনুকরে ছায়া
রামবৎ নমে মায়ে রাম-জায়া
　　লগ্ন গলদেশে দুকূল বাস।
আশীষি দোঁহারে বসিলা দুজনে
লক্ষ্মী সরস্বতী যেন পদ্মাসনে,
মহাতেজা রাম মান-ধন-বীর
জননী সকাশে অবনত শির
　　বিনয়ে বিনত উন্নত-কায়।
বিদ্যুদগ্নি-তেজা বজ্রনাদ-স্বর
উত্তুঙ্গ মহান্ ভীম জলধর
মধুর শীতল জল কণাকারে
অবতরি যবে নমে বসুধারে
　　নিম্ন হ'তে নিম্নে সদা সে ধায়।
ভাবিলা দেবকী রামেরে চাহিয়া
ঝরিছে নয়নে স্নেহের অমিয়া,
"তাত বলরাম ! ভদ্রার কারণ
হয়েছে ব্যাকুল যত পুরজন,
　　রাখ বৎস ! আজ মায়ের কথা।

গান্ধারী-তনয়ে ভদ্রা-পরিণয়
দিবারে সভাতে করেছ নিশ্চয়,
কিন্তু পুরবাসী যত দ্বারকায়
কুন্তীর-নন্দনে ভদ্রা তরে চায়,
তাই মনে তারা পাইছে ব্যথা
পরিণয় আদি মঙ্গল বিষয়ে
দিতে নাই দুঃখ কাহার হৃদয়ে
কুন্তীর তনয় ধনঞ্জয় ধীর
অপাত্র ত নয় তব ভগিনীর
তারে ভদ্রা দিলে সবার সুখ।
নামে মাত্র রাজা জনক আমার
জরাকৃশ তনু বল নাহি তাঁর
প্রকৃত-নৃপাল তোমরা দুভাই
তোমাদেরি রাজা ভাবেরে সবাই
রাজা চাহে সদা প্রজার সুখ।
প্রজারে তুষিতে রাম রঘুপতি
নিরপরাধিনী শান্ত শুদ্ধমতি
বন-সহচরী দুঃখিনী সীতারে
ত্যজিয়া আপনি বিষাদ-পাথারে
চিরদিন তরে ভাসিলা ধীর।
তুমি বৎস রাম, যদুকুল পতি
প্রজারে তুষিতে কর এ যুকতি
দুর্য্যোধনে ত্যজি কুন্তীর-নন্দনে
কর সম্প্রদান সুভদ্রা-রতনে
বহুক সবার আনন্দ-নীর।"

"ক্ষমা কর মাতা!" ভাষি হলধর
জননীর বাক্যে বাধে বীরবর
যে কথা শুনিয়া সংসদ-মাঝার
সত্যক-তনয়ে করিতে সংহার
হয়েছিলা আজি উদ্যত বীর।
জননীর মুখে সে কথা শুনিয়া
সপদি রামের আলোড়িল হিয়া,
শান্ত-জল-হ্রদে যেন লোষ্ট্রপাতে
সুপ্ত নক্র জাগি লাঙ্গুল আঘাতে
আলোড়ে সহসা সরসনীর।
আলোড়িল হিয়া অন্তর উষ্মায়
ধরাগর্ভগত-ধাতু-বহ্নি-প্রায়
শিলাচ্ছদে ধরা চাপে সে অনল
জননী-সম্ভ্রমে রাম মহাবল
চাপিলা সে উষ্মা হৃদয়মাঝ।
চাপিলেও বহ্নি গর্ভের ভিতর
বেগে তার ধরা কাঁপে থর থর
চাপিয়াও হৃদে হৃদয় দহন
বেগে তার বাধি জননীবচন
আরম্ভিলা ভাষ যাদব-রাজ।
"ক্ষমা কর মাতা," ভাষে হলধর,
"নহে মা এ রাম কোশল-ঈশ্বর
নীচ মূর্খজন যত অযোধ্যায়
দিত অপবাদ পবিত্র সীতায়
তাই সে সীতারে ত্যজিলা ধীর।

শান্ত ব্রতধারী যতেক ব্রাহ্মণ
বলুন যেমতি যার লয় মন
এ দাস কিন্তু মা ! পারে না বুঝিতে
সীতারে ত্যজিয়া মূর্খেরে তুষিতে
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম লভিলা বীর ।
অনর্থের মূল যত মূর্খজন,
পূর্ব্বে কৃতযুগে বলি বৈরোচন
মূর্খ-সঙ্গ হ'তে পেতে অব্যাহতি
তমিস্র পাতালে করিলা বসতি
তুচ্ছবোধ করি ত্রিদিবধাম ।
নাহি মা, মূর্খের হিতাহিত জ্ঞান
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার উভয়ি সমান
হেন মূর্খচয়ে রঞ্জন করিতে
হয় নৃপতির অধর্ম্ম সেবিতে
তাই দুঃখ তায় পাইলা রাম ।
রাজধর্ম্ম বটে প্রপাল্য রাজার,
প্রজার রঞ্জন রাজধর্ম্ম-সার,
কিন্তু কোন ধর্ম্মে নয়জ্ঞ রাজায়
নিরপরাধিনী সাধ্বী অবলায়
পারে দুঃখ দিতে পাষণ্ডপ্রায় ?
প্রজারে তুষিতে শিরে আপনার
ধরুন রাঘব যত দুঃখ-ভার
কিন্তু যে দুঃখিনী শত উৎপীড়নে
জিয়াছে তাঁরে সদা কায়মনে
না পারেন রাম পীড়িতে তাঁয় ।

কিন্তু নাহি দূষি রামে সে কারণ
অবশ্য হইত সীতার বর্জ্জন
অন্যবিধ চিন্তা রামের হৃদয়ে
না পাইত স্থান কভু সে সময়ে,
কেবা পারে দিতে সীতারে সুখ ?
নিয়তির লিপি কে করে খণ্ডন,
নিয়তির বশে জানকী-বর্জ্জন,
পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ত্যজিয়া সীতারে
ভাসিলা রাঘব বিষাদ-পাথারে
পূর্ব্ব-ফলে সীতা পাইলা দুখ।
সর্ব্বশক্তিমতী অজেয় নিয়তি
কার সাধ্য বারে নিয়তির গতি
রাম কি রাবণ, যম, ইন্দ্র, মার,
নিয়তি-প্রবাহে বীচিমাত্র সার
বিধি, বিষ্ণু, হর তরঙ্গ তার।
ঘটিবার যাহা ঘটাবে নিয়তি
অব্যক্ত অগম্য কিন্তু তার গতি,
তাই তার স্রোতে অঙ্গ ঢালি দিয়া
না বসে পুরুষ উদ্যম ছাড়িয়া
সদা প্রশংসিত পুরুষকার ;
লঘুচেতা জনে অস্থির হৃদয়
সঙ্কল্প তাদের কভু স্থির নয়,
কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন-বাধাচয়ে
বিহত হয়েও অটল হৃদয়ে
সঙ্কল্প আপন ত্যজে না যার।

ঘটিবার যাহা অবশ্য ঘটিবে,
নিয়তির গতি কেবা নিবারিবে,
কেন তবে আজ লঘুচেতা মত
আরব্ধ সঙ্কল্পে হইয়া বিরত
নূতন সঙ্কল্প করিব স্থির ?”
“তাত বলরাম !” ভাষিলা রোহিণী
কমল-নয়না মধুর-ভাষিণী
ঘটিবার যাহা অবশ্য ঘটিবে
নিয়তির গতি কেবা নিরোধিবে
না হবে অন্যথা কখন তার।
অর্জ্জুন ভদ্রার যদি ভাগ্যে থাকে
কেবা অন্য জনে বরাইবে তাকে ?
কেন তবে রাম ভদ্রার কারণ
পায় মনোব্যথা যত পুরজন ?
ঘুচাও সবার হৃদয়-ভার।
যত পুরজন ডরিয়া তোমারে
হৃদয়ের কথা প্রকাশিতে নারে,
তব প্রতিকূলে বলিলে বচন
রুষ্ট হয় তাত ! পাছে তব মন
না চাবে কি তাই তাদের মুখ ?
নির্ব্বাক অবল পশু-পক্ষিগণ
না জানায় ব্যথা কাহারে কখন,
কিন্তু সমদর্শী মহাত্মা-নিচয়ে
অযাচিত ভাবে সদয় হৃদয়ে
বারে সাধ্যমত সবার দুঃখ।

না বৎস ! তোমার সস্নেহ অন্তর
পর বেদনায় সতত কাতর,
তোমা লাগি ব্যথা পাবে পুরজনে
হৃদয়ে আমার সবে তা কেমনে
　　　　দুঃখের নিশ্বাস মঙ্গল নয়।
নিয়তির গতি নহিবে অন্যথা,
কেন পুরজনে পায় তবে ব্যথা ?
কালি আমি রাম কুন্তীর নন্দনে
করিব প্রদান সুভদ্রা-রতনে
　　　　বহুক আনন্দ দ্বারকাময়।”
ভাষিলা জননী বৎসল-প্রণয়ে
বহে স্নেহধারা কোমল হৃদয়ে
কিন্তু অকস্মাৎ রামের বদনে
হেরিলা বিকট বিকৃতি লক্ষণে
　　　　ভয়াকুলা মাতা থামিলা তাই।
হেরিলা বীরেন্দ্র-রক্তিম-বদন
রক্তিম হৃদয় অরুণ নয়ন,
স্ফুরিত অধর, কম্পে পদ কর,
বহিছে সঘন নিশ্বাস প্রখর,
　　　　আর নম্রভাব বদনে নাই।
নতভাব হেন ত্যজে শরাসনে
যবে ছিলা তার বহ্নি পরশনে
হীন-বল হয়ে ছিঁড়ে অকস্মাৎ
আত্ম পর জনে করিয়া আঘাৎ
　　　　ছুটে ধনুদণ্ড কে বারে তায় ?

মাতৃ-ভক্তি-ডোর কোপ-বৈশ্বানরে
ছিঁড়িল পুড়িয়া মুহূর্ত্ত ভিতরে
নত মন-ধনু সহসা লম্ফিয়া
গুরুজন-মান সম্ভ্রমে হানিয়া
ছুটিল অমনি বিক্ষিপ্ত প্রায়।
মত্তবৎ রাম চপল চরণে
চলে গৃহমাঝে কাঁপায়ে ভবনে
অরুণ অধর কাঁপে থর থর
সরে না বচন নাহি ফুটে স্বর
দৃঢ় পেশীকুল ফুলিল গায়
দেবকী রোহিণী নীরবে সভয়ে
চাহে পুত্রাভিতে ব্যাকুল হৃদয়ে
অনর্থ ভাবিয়া সমাকুল হিয়া
রেবতনন্দিনী অমনি কাঁদিয়া
জড়ায়ে পড়িল প্রাণেশ-পায়।
"দেবি!" জননীরে চাহি বীরবর
কর্কশ বচনে করিলা উত্তর,
"দেবি! হেন কথা মাতার বদনে
শুনিব কখন না জানি স্বপনে
জননীর কথা এমন নয়।
তনয় দুর্ব্বৃত্ত হলেও মাতার
স্নেহহানি কভু হয় কি তাঁহার?
স্নেহময়ী মাতা তস্কর তনয়ে
লুকাইয়া রাখে রাজদণ্ড-ভয়ে,
পুত্রের অহিত মায়ে কি সয়?

সদা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ মানধন
তুচ্ছ তার কাছে সামান্য জীবন
কিন্তু পুত্র-মান দলিয়া চরণে
যে চায় ভদ্রারে দিতে অন্য জনে
তারে মা বলিতে প্রাণে কে চায়?
অথবা বিচিত্র কৌশল ধাতার
মানব বুদ্ধিতে কি বুঝিবে তার
এ বিশ্বের মাঝে অপত্য কারণ
কত মাতা করে প্রাণ বিসর্জ্জন
পুত্র তরে সব ভুলিয়া যায়।
আবার এ বিশ্বে ভুজঙ্গী জননী
অপত্যের স্নেহ হৃদয়ে না গণি
অণ্ড বিনিস্থৃত আপন তনয়ে
ভক্ষিয়া আপনি প্রফুল্ল হৃদয়ে
জঠরের জ্বালা জুড়ায় তার!
জানিতাম শুধু তীর্য্যক জাতিতে
মার এ প্রকৃতি আছে এ মহীতে,
সে ভ্রম এবার ঘুচিল আমার
মনুষ্য-যোনিতে এমত মাতার
নাহিক অভাব বুঝিনু সার।
ভুজঙ্গম শিশু প্রকৃতি শিক্ষায়
মাতৃপাশ হ'তে পলাইয়া যায়,
অণ্ড হ'তে শিশু যে মাত্র নিঃসারে
অমনি যদি সে পলাইতে নারে
রাক্ষসী জননী গরাসে তায়।

দুরদৃষ্ট মাঝে মনুষ্য মাঝার
ভুজঙ্গ প্রকৃতি জননী যাহার
সর্প শিশু মত সে যদি ত্বরায়
জননী হইতে দূরে না পলায়
নিস্তার সে জন কভু না পায়।
দেহ ভদ্রা, দেবি! যারে লয় মনে,
কুন্তীর তনয়ে, কিম্বা অন্য জনে,
কিন্তু আমা হেন হত দুর্ভাগার
এ ভারতভূমে আছে কি নিস্তার
তোমা হ'তে নাহি পলালে দূর?
কোন লাজে আর দেখাব এ মুখ
এ পাপ জীবনে আছে কিবা সুখ
কি বলিবে যত আহূত কৌরব
নিমন্ত্রিত যত রাজবৃন্দ সব
সপক্ষ বিপক্ষ যতেক শূর?"
নীরবিলা বীর রোষে অভিমানে
চাহিয়া সজল রক্তিম নয়নে
নীরবে রোহিণী শুনিলা সকল
দুঃখে অভিমানে আঁখি ছল ছল
নীরবে শুনিলা বিনত মুখ।
তনয়-বৎসলা পুত্রের সদন
শুনে নাই কভু কঠিন বচন,
আজি সে পুত্রের হেন তিরস্কার
কেমনে সহিবে? অবলা মাতার
উথলিল হৃদে বিপুল দুখ।

রাজ-কুলার্চ্চিত পুত্রের সদন
অনুরোধ মাতা করেনি কখন
আজি অনুরোধ করিয়া প্রণয়ে
অকস্মাৎ হেন তিরস্কার স'য়ে
দুঃখে অভিমানে ফাটিল বুক।
আবরি অঞ্চলে কমল-বয়ান
কাঁদিয়া দুঃখিনী করিলা পয়ান
ভগিনীর দুঃখে শ্রীকৃষ্ণ-জননী
ব্যথিয়া পশ্চাতে ধাইলা অমনি
প্রবোধিয়া তাঁর জুড়াতে দুখ।
কাঁদিয়া জননী করিলা পয়ান,
বাজে রাম হৃদে দুর্ব্বিসহ বাণ,
ঘুরিল মস্তক, বেদনিল হিয়া,
মত্তবৎ বীর টলিয়া টলিয়া
বসিলা যাইয়া পালঙ্কপর।
ভয় দুঃখাতুরা রেবতী রূপসী
ধীরে ধীরে আসি রামপাশে বসি
নীরবে নেহালি বিনোদ-বয়ানে
না চাহেন রাম প্রেয়সীর পানে
আবরিলা মুখে যুগল কর।
কতক্ষণে রাম তুলিয়া বদনে
চাহিলা মলিন কাতর নয়নে,
নয়ন আসারে সিক্ত করতল
লিপ্ত পরস্পর আঁখি পক্ষ্মদল
প্রিয়া করে ধরি ভাবিলা বীর।

"যাও সখি! তুমি মায়ের সদন
কেমনে মাতারে দেখাব বদন?
এ পাপ বদন হেরিলে আবার
উথলিবে তাঁর দুঃখ-পারাবার
আবার বহিবে নয়ন-নীর।
যাও প্রিয়ে তুমি, পাপ ক্রোধানল
করে ধরাতলে কত অমঙ্গল,
ধরণীমণ্ডলে ধন্য সেই নর
এ দুষ্ট রিপুরে হৃদয় ভিতর
বন্দী করি রাখে যে চিরকাল
ব্যথিছে মায়ের হৃদয় কোমল
যতনে ধরিয়া চরণ-কমল
ক্ষমা মোর তরে যাচিও বিনয়ে,
যাও বিনোদিনী বিনত হৃদয়ে
ঘুচাতে মায়ের বেদনাজাল।
যাও বিনোদিনি! তুমি বুদ্ধিমতী
আমি কি তোমারে বলি দিব সতি!
চঞ্চল বিকৃত আজি মম চিত,
ধীর মতি ভব, নহে অবিদিত
কি উপায়ে তাঁর শমিবে দুখ।
কিন্তু মনে রেখ, ভুলনা কখন
না দেন পাথেরে যেন ভদ্রাধন,
নিষেধ করিও মায়ে বার বার
নহিলে এ দেহ রবে না আমার
না দেখাব আর ধরাতে মুখ।

নীরবিলা বীর, শাশুড়ী-মন্দিরে
নীরবে যুবতী গেলা ধীরে ধীরে,
বসি হলধর স্মরিয়া মাতারে
দুঃখ, অনুতাপ, দুশ্চিন্তা-পাথারে
ক্ষণে বিসর্জ্জিলা হৃদয়-সুখ।
ওথা সত্যভামা নিভৃত হইতে
শুনিলা সাগ্রহ উৎকণ্ঠিত চিতে
দেবকী রোহিণী রামে যা বলিলা
ক্রোধে হলধর যে উত্তর দিলা
শুনিলা সকলি কেশব-প্রিয়া।
অভিমানে মাতা ভাসি দুখনীরে
করিলা পয়ান আপন মন্দিরে,
বিবাহ-প্রত্যাশা ঘুচিল ভদ্রার
নিরাশে সুদতী দেখিলা আঁধার,
আঁধার জগত, আঁধার হিয়া।
বিকলা সুন্দরী হৃদয়-বিকারে
ধেয়ে গেলা পুন আপন আগারে
কান্তের বিস্তৃত হৃদয়-প্রান্তরে
অপর ঔষধি সুভদ্রার তরে
পাইতে সুমুখী করিয়া আশ।
কিন্তু কোথা এবে সে কান্ত তাঁহার?
পাঠায়ে রামারে জননী আগার
পলায়েছে ধূর্ত্ত কে জানে কোথায়
সহে কি এ কথা মানিনী-হিয়ায়
থুইয়া সন্দেশ সখীর পাশ।

অভিমানে সতী ভাসি আঁখিজলে
ছিঁড়ি মুক্তাহার ফেলিলা ভূতলে,
দূরে গেল চারু চরণ-নূপুর
অঙ্গভূষাকুলে ফেলে বামা দূর
রক্তিম নয়ন, বদন ভার।

ত্যজিয়া রুচির রঞ্জিত অম্বরে
শুক্লবাস রামা পরি মান ভরে
অঙ্গের মমতা হারায়ে সুন্দরী
আছাড়ি পড়িলা ধরণী উপরি
বাজে কি এখন সে অঙ্গে তার ?

রামের বচনে বিষণ্ণ বদনে
আপন ভবনে ফিরিলা সতী,
অভাগী ভদ্রাণী কি করে না জানি
শুনি হেন বাণী, কাতরা অতি।
মুরলী-বদন পতির সদন
মনের বেদন ভদ্রার তরে,
আইলা কামিনী স্বামী সোহাগিনী
সাধিবে এখনি বিনয় ক'রে;
উপায় উদ্ভব করিবে মাধব
যা কিছু সম্ভব হইতে পারে।
না দেখি পতিরে আপন মন্দিরে
অভিমানে ফিরে ক্রোধ-আগারে।
সখীর সকাশে শুনিলা তরাসে
আসিবে আবাসে দ্বারকা নাথ;
আশায় মানিনী যাপিলা যামিনী
মিলিবারে ধনী পতির সাথ।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'মাতৃ-প্রত্যাখ্যানং' নাম একাদশঃ সর্গঃ

দ্বাদশ সর্গ।

কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমৎকার !
মহান্ হিমাদ্রিকোলে পবিত্র তটিনী
গর্ব্বোদিত নবদ্বীপ বেড়িয়া দুধার
নাচিয়া নাচিয়া ধীরে চলে তরঙ্গিণী।

চৌদিকে বদরীকুঞ্জ ঘন পল্লবিত,
বহিতেছে সুখস্পর্শ মধু সমীরণ,
পূর্ব্বোদিত কুজ্ঝটিকা করি প্রসারিত
ধীরে ধীরে আলোকিত করিতেছে বন।

নিকুঞ্জের তলে নবপ্রসূত বালকে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালা হৃদে চাপে ধীরে,
শ্যামল সুন্দর শিশু স্নেহময়ী-বুকে
নীলোৎপল যেন ভাসে মন্দাকিনী-নীরে।

অঙ্গের যোজনগন্ধী সৌরভ সাত্তার
পারিজাত রেণু মত পূরিল পবন,
গন্ধে অন্ধ মাতোয়ারা সানন্দ হুঙ্কার
ছাড়িয়া চৌদিকে ধায় শিলীমুখগণ।

আকর্ণ-নয়নস্রুত ধারায় ধোয়ায়ে
শিশুর কোমল অঙ্গে, ভাবিলা রমণী,
"বাছা রে ! এমনভাবে সন্তানে ফেলায়ে
যাইতে পারে কি কোন রাক্ষসী জননী !"

থাম মা ! কাহার তরে এ ভয় তোমার ?
অদ্ভুত বালক তব অদ্ভুত চরিত,
অদ্ভুত সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানপ্রভা যার
চির তরে জগতেরে করেছে ভাসিত !

জগত-নমস্য শিশু, রাখ মা নির্ভয়ে
জগতীর কোলে জগ-পাবন-নন্দনে,
প্রণমে উহার পদে রাজন্যনিচয়ে
আপনি শমন নমে শিশুর চরণে।

পঞ্চসহস্রাব্দি-কাল হয়েচে বিগত
চিরপরিবর্ত্তপরা বিপুল ধরায়,
বিলীন হয়েচে ভূমে গিরি নদী কত
নব নব গিরি নদী জন্মেছে কোথায়।

কত রাজা কত জাতি জ্বলিয়া ভারতে
কালের করাল গর্ভে নিবিল আবার,
কিন্তু ও শিশুর কীর্ত্তি অদ্যাপি জগতে
আকর্ষিছে সর্ব্বজাতি-ভক্তি-নমস্কার।

প্রণমামি ব্যাসদেব শ্রীপদ-যুগলে,
যাহার রেণুতে পূত-ভারত মাঝারে
জনম লভিয়া পূর্ব্ব-সুকৃতির ফলে
বিধাতৃ-আদৃত শ্লাঘ্য মানি আপনারে।

যখন ধরায় প্রভু ছিলে বিদ্যমান
সরলা প্রকৃতি যুগধর্ম্ম পরিপ্লুত
মহাকায় বীর্য্যশালী মহা তেজস্বান
সমানব জীবজন্তু করিত প্রসূত।

তাৎকালিক বহুজীব ধরাতে এখন
লোপ পেয়ে চির তরে লয়েছে বিদায়,
আছে যারা পূর্ব্বাকার ছায়ার মতন
অবল বামনাকার জীর্ণ শীর্ণ কায়।

এ পূত ভারতভূমে সেই মহাপ্রাণ
বিচরিত পিতৃগণ শক্তি-পণ্ডাযুত,
হস্তিমূর্খ, ক্ষুদ্রদেহ আমরা সন্তান
গজমুণ্ড খর্ব্বতনু মহাদেব-সুত।

আছিলেন সেই মহা মানবমণ্ডলে
দেবতার প্রায় যাঁরা উপরি সবার
তাঁহাদের মহাচিত্র অঙ্কি অবিকলে
অষ্টাদশ-পর্ব্বে-গাঁথা করেছ প্রচার,
সেই ক্ষীরোদধি মথি বুদ্ধির মন্দারে
তুলেছ নবনী গীতা সর্ব্বশাস্ত্র-সার।

এই ক্ষুদ্র মূর্খ আমি তাঁদের মহান্
চরিত্র চিত্রিতে আজ করি আকিঞ্চন,
আপনার ক্ষুদ্রতায় নাহি অবধান
সার করিয়াছি প্রভু তব শ্রীচরণ।

হীন ক্ষুদ্র শিশু যবে পিতৃকোলে বসি
পিতৃনির্ভরের ফলে শঙ্কাশূন্য মন
প্রসারে কোমলকর ধরিবারে শশী
আপনার অযোগ্যতা ভাবে কি তখন?

উর হে উরসে তবে অজ্ঞান-শরণ
গাহি ভদ্রার্জ্জুন-গান তোমার প্রসাদে

পারি যদি জন-মন করিতে রঞ্জন
সে কেবল তপোবল! তব আশীর্ব্বাদে।

ভোগবান গৃহে বসি পর্য্যঙ্ক উপরি
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই সখা করিছে মন্ত্রণা,
দ্বারদেশে সত্যা সতী রহিয়া প্রহরী
শুনিতেছে কুতূহলে সাগ্রহ-নয়না।

হলিগৃহ হতে ফিরি গত রজনীতে
কৃষ্ণে না হেরিয়া রামা হন মানবতী
প্রিয় সমাগমে আজ আনন্দিত চিতে
উজ্জ্বল রঞ্জিতবাসে সাজিছে সুদতী;
পার্শ্ব গৃহে সংগোপনে মন্ত্রণা শুনিতে
উৎকর্ণ হইয়া আছে বসি ভদ্রাবতী।

যথা নিপতিত জীব অগাধ-সলিলে
অবশ শরীরে হায়! ক্ষণে ডুবে ভাসে
তেমনি বালার মন এবে চিন্তাকুল
উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হয় আশায় নিরাশে।

কিন্তু তার একমাত্র ভরসার স্থল
অমোঘকৌশল কৃষ্ণ · তাঁহার মন্ত্রণা—
কহে আশা—"আশামত ফলাবে সুফল,"
শুনিতে আগ্রহবতী তাই সুলোচনা।

"কহ পার্থ!" আরম্ভিলা হেথা চক্রপাণি
চক্রী-চূড়ামণি চাহি সব্যসাচী পানে,
ধ্বনিল বীণার সম মধুময়ী বাণী
সবার শ্রবণমূলে সুমোহন তানে।

"কহ পার্থ! কি বা তবে তব অভিপ্রায়?
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ তুমি বীর ধীর,
বিচারিলে মনে বল কেমন উপায়?
অবশ্য কর্ত্তব্য কিছু করিয়াছ স্থির?

মম যুক্তি যেবা হয় কহিব পশ্চাতে,
কিন্তু অগ্রে যুক্তি তব করিতে শ্রবণ
জন্মিয়াছে কৌতূহল মম মানসেতে,
প্রকাশিয়া কহ এবে কি তব মনন?"

এত বলি নীরবিলা বলী যদুবর,
কমল-লোচন চাহি কমল-লোচনে
কৌন্তেয় আনন পানে, উৎসুক অন্তর!
উত্তরিলা কুন্তীসুত বিনম্র-বচনে;—

"যুক্তি, অভিপ্রায়, মত, কর্ত্তব্য, মন্ত্রণা,
পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, ভরসা, আশ্বাস,
আশা, ন্যায়, নীতি,—কিছু নাহি তোমা বিনা,
সকলি ত পাণ্ডবের তুমি মহেশ্বাস!

জান ত হে যদুনাথ অনাথ-শরণ!
জানে না পাণ্ডব কিছু তোমা বিনা আর,
পাণ্ডব তোমার—তুমি পাণ্ডবের ধন,
পতি, গতি, মতি, তুমি, তুমি সর্ব্বসার।

পাণ্ডব-বান্ধব কৃষ্ণ বিদিত জগতে,
কে না জানে পাণ্ডুসুত কৃষ্ণগতপ্রাণ?
করেছে কি কভু তারা তোমার অমতে
কোন কর্ম্ম? তবে কেন আজি এ ছলন?

পাণ্ডবেরা যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী যদুপতি !
বাজালে বাজিবে, নহে নীরবে রহিবে,
তব যুক্তি যাহা, তাহা পাণ্ডব-যুকতি,
অন্য যুক্তি অভিপ্রায় কিবা প্রকাশিবে ?

কি হেতু করিব আমি কর্ত্তব্যনির্ণয় ?
উপায় কর্ত্তব্য তুমি সম্মুখে আমার,
কর্ত্তব্য উপায় জানে আমার হৃদয়
তব যুক্তিমত কার্য্য করা মাত্র সার।

তথাপি জিজ্ঞাসা যদি করিলে শ্রীমুখে
অবশ্য কর্ত্তব্য মম উত্তর প্রদান,
মম অভিপ্রায় যাহা শুন প্রিয়সখে !
ক্ষত্র-বীরোচিত-কার্য্য করিব সাধন।

লভিবারে যদুবীর ! রুক্মিণী সতীরে
অথবা সে শাম্ববীর লক্ষণার তরে
আচরিলা যেই কার্য্য, সেই কার্য্য সার
ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত এই মনে লয়।

শিশুপাল-ঘৃণাশীল ভীষ্মক-দুহিতা
করিলা পত্রিকা যবে তোমারে প্রেরণ
রক্ষিতে সে বালিকারে, অনাথ-শরণ !
কি কার্য্য করিলে প্রভু আপনি তখন ?

আমিও করিব তাহা, শুন যদুরায় !
সুভদ্রাহরণ ভিন্ন নাহি অন্যোপায়,
বিবাহিতা বনিতায় সম্মুখে আমার
অপরে লইতে পারে ? ইহা অসম্ভব।

অন্য পতি হইবে কি সতী সুভদ্রার
জীবিত থাকিতে হেথা তৃতীয় পাণ্ডব ?
কিম্বা সেই মম প্রেম-উন্মাদিনী বালা
সাধ্বী-ক্ষত্রকুলাঙ্গনা বরপূর্ব্বা হয়ে—
অন্য কোন বরে পুনঃ না অর্পিয়া মালা
মরিবে, দেখিব তাহা নিশ্চেষ্ট হৃদয়ে ?

কে না জানে অর্জ্জুনেরে ত্রিলোক ভিতরে ?
"কাপুরুষ" ক'বে কেবা বীর ধনঞ্জয় ?
বীর্য্য, ধৈর্য্য, শিক্ষা মম দেখাব সমরে
পলাব কি হেথা হ'তে করি রামভয় ?

হরিব সুভদ্রা সতী সভার ভিতর
দেখিব কি করে মোর হলী বলরাম ?
অজেয় বিজয় যেন জানে সুর নর,
হ'লেও সরাম সব যদুকুল বাম !
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় কারে করি ডর
বলে হরি পূরাইব মম মনস্কাম।

দেখেছি রেবতীপতি বলভদ্র সার
শাম্ব উদ্ধারিতে যবে করিলা গমন,
কি ভয় তাহারে প্রভু, তুমি সখা যার
পিতা যার ইন্দ্রদেব অমরা-রাজন।

কিবা সে অধিক বল ধরে সংকর্ষণ ?
কেন বা পলায়ে যাব ফেলি সুভদ্রায় ?
অবশ্য রক্ষিব মম হৃদয়-রঞ্জন
গন্ধর্ব্ব বিধানে যবে লয়েছি প্রিয়ায়।

হরণ ব্যতিত আর না হেরি উপায়
মম মতে ইহা বিনা যুক্তি নাহি আর,
করিনু প্রকাশ যাহা মম অভিপ্রায় ;
কিন্তু তুমি যা কহিবে সেই যুক্তি সার।
কহ এবে যুক্তি তব কিবা যদুরায়
অন্য কিছু সদুপায় আছে কি ইহার ?"

অর্জ্জুনের বীরবাক্যে উল্লাসিত মন
ধীর স্বরে পীতাম্বর করেন উত্তর ;—
"বলেছি ত পূর্ব্বে সখা, তুমি বিচক্ষণ,
তব যোগ্য বাক্য কহিয়াছ বীরবর।

অবশ্য হরণ ভিন্ন কি আছে উপায় ?
অন্য মত নাহি কিছু ইহাতে আমার,
কিন্তু শুন যুক্তি এক কহিব তোমায়
অনায়াসে হবে যাতে তব কার্য্যোদ্ধার।

মায়ার প্রসাদে আমি গহন কাননে
মুগ্ধ করি রাখিয়াছি সহ দলবলে
অক্রূর সুধীরে এবে, ঘুরিবে সে বনে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা তারা ভ্রান্ত মায়া-ছলে

অবসর বুঝি সখে! স্বকার্য্য সাধিবে,
না আসিবে কুরুপতি অধিবাস আগে,
হরণান্তে আসে যদি, স্বদেশে ফিরিবে
ভগ্ন-মনোরথ কুরু, এই মনে লাগে।

যে কালে ভদ্রার হবে গন্ধ-অধিবাস
স্নান হেতু যাবে বালা সরস্বতী-কূলে,

সেই কালে পূর্ণ হবে তব অভিলাষ
নারীগণ মাঝে হরি রথে ল'বে তুলে।"

বাধিয়া কৃষ্ণের বাণী কন সত্যা সতী,
বীণার ঝঙ্কার সম মধুর আরাবে,
"করেছ উভয় মিত্রে উত্তম যুকতি
নহিলে কেমনে আর অনর্থ ঘটাবে?

শাস্ত্রে কয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি চিন্তিয়া উপায়
অবশ্য করিবে চিন্তা পরিণাম তার;
চিন্তিলে উপায় যদি কি হবে অপায়
স্থিরচিত্তে দেখ দেখি ভেবে একবার?

হরণের পরিণাম কি যে ভয়ঙ্কর!
কি ঘোর অনর্থপাত ঘটিবে নিশ্চিত,
ভাবিতে শোণিত শুষ্ক—শিহরে অন্তর,
বিভীষিকাময় চিত্র হেরি চারিভিত।

রুষিবে সাগরসম সংক্ষুব্ধ যাদব—
কুলমান তরে অপ্রমেয় পরাক্রম,
একা পার্থ কেমনে করিবে পরাভব
সুদুর্জ্জয় যদুকুল—সমরে বিষম?

বিরূপ অর্জ্জুনে যিনি ভগ্নী সম্প্রদানে,
প্রেরিলেন বরিবারে রাজা দুর্য্যোধন,
কিরূপ হবেন তিনি ক্ষোভে অভিমানে
যবে শুনিবেন রাম সুভদ্রা হরণ?

যেরূপ বিরাটকায় আগ্নেয়-অচল
পরিহরি শান্তভাব, কৃতান্ত-সমান

সর্ব্বধ্বংসী রুদ্র রোষে উগরে অনল
প্রচণ্ড প্রতাপে করি ক্ষিতি কম্পমান !

তেমতি প্রখরতেজা দুর্জ্জয় লাঙ্গলী,
অপমান লজ্জাভয়ে নৈরাশ্য-পীড়ায়
নিদারুণ মনোদুঃখে রোষানলে জ্বলি
ধরিবেন রুদ্রমূর্ত্তি কালান্তক প্রায়।
যমদণ্ডোপম করে ধরিয়া মুষল
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি হেতু যবে সে ধাইবে
জ্বলন্ত অনল সম রাম মহাবল,
প্রবল সে বেগ তার বল কে রোধিবে ?”

অধীরা প্রিয়ার বাক্যে কৃষ্ণ যদুবর
উত্তর করিলা তবে কর্কশ বচনে—
“আর নয়, ক্ষান্ত হও, বচন সম্বর !
বিফল করিছ কেন রোদন কাননে ?

ভীরুমতি ! ভেবেছ কি তোমার মতন
স্বল্পমতি অজ্ঞ মোরে অবিমৃষ্যকারী ?
দিনু মত পার্থে ভদ্রা করিতে হরণ
পরিণাম-ফল তার মনে না বিচারি ?

ভীরুমতি ! রামরূপ ভীষণ-দর্শন
কালান্তক যমোপম চিত্রি কল্পনায়
আপনা আপনি মনে পেতেছ বেদন
সম্পূর্ণ না হ'তে দিয়া আমার কথায়।

ভীরুমতি ! মম প্রতি নাহি কি বিশ্বাস ?
বৃথা চিন্তাকুলা তবে কিসের কারণ ?

শেষ না শুনিয়া কেন হও হতাশ্বাস
জানি না কি আমি পরে ঘটিবে যেমন ?

ভীরুমতি ! কুন্তীসুতে ভদ্রা প্রদানিতে
সংগোপনে কয়েছিল তোমা কোন জন ?
গন্ধর্ব্ব-বিবাহ দিলে কাহার ইঙ্গিতে ?
পরিণাম চিন্তা কেন কর নি তখন ?

চিনিলে না এত দিনে তব প্রাণেশ্বরে ?
সঙ্কল্প আমার বল কে করে খণ্ডন ?
তব সম আমিও কি ডরি হলধরে ?
দেখিবে পশ্চাতে কিবা হয় সংঘটন।"

অকস্মাৎ পড়ি সতী পতিপদতলে
জড়ায়ে ধরিলা দুটী রাতুল চরণ
সিঞ্চিয়া সে পদযুগ নয়নের জলে
গদ গদ স্বরে কন করুণ বচন।

"ক্ষম অপরাধ প্রভু জ্ঞানহীনা জনে
অবলা রমণী আমি, কি বোধ আমার ?
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি নাথ ! তব শ্রীচরণে
না বুঝি দিয়াছি ব্যথা অন্তরে তোমার।

আকুলিত চিত্ত মোর স্মরিয়া হলীরে
কি বলিনু, কি করিনু, না জানি আপনা,
সে দোষেতে অভিরোষ ক'র না দাসীরে —
বাষ্পবারি রোধে নীরবিলা সুলোচনা।

ত্বরান্বিত নরবর ধরি বামাকরে
তুলিয়া যতন ভরে, বসনাগ্রে স্বীয়

মুছায়ে বদন তার পরম আদরে
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ বচন অমিয়।

"কোন হেতু প্রিয়ে! মাগ ক্ষমা মোর ঠাঁই?
কিসের কারণে বল এত আত্মগ্লানি?
তব প্রতি কিছু মম অভিরোষ নাই,
কহিয়াছি মাত্র আমি উপদেশ বাণী।

অন্যায় নহিল কিছু তোমার বচন,
হইবেন সত্য, রোষে কালানলপ্রায়
শুনিবেন যবে হলী ভগিনী-হরণ;
কিন্তু জেন কোন ক্ষতি নাহি হবে তায়।

যে কালেতে বলভদ্র সদলে সাজিয়া
ধাইবেন ধনঞ্জয়-নিধন-কারণ
আমি কি রহিব তবে নিশ্চিন্ত বসিয়া?
রামের সে গতিরোধ করিব তখন।

এমতি জানিবে যবে প্রচণ্ড তপন
প্রখর স্বকরজালে দহে চরাচর
সে দুঃসহ তেজ কেবা করে নিবারণ?
কেবল রোধিতে শক্ত হয় নীরধর।

আমি গিয়া নিবাইব রাম রোষানলে
অমোঘ যুক্তির বলে সান্ত্বাইয়া তাঁরে,
ফিরাইব আর যত যাদবীয় দলে
না পারিবে কেহ মম যুক্তি খণ্ডিবারে।

সহজে সন্তুষ্ট করি সবাকার মন
ফিরাব অর্জ্জুনে, আনি সুভদ্রার সাথে

প্রকাশ্যেতে উভয়ের করাব মিলন
হয় কিম্বা নাহি হয় বুঝিবে পশ্চাতে।”
নীরব হইলা তবে যদুকুলমণি
কুহরি নীরবে পিক যেন মধুমাসে।
বাসুদেব বাক্য শেষে ফাল্গুনি তখনি
জলদ-গম্ভীর-রবে কহিলা উল্লাসে।
“যা কহিলে প্রিয়সখে! সত্য এ বচন
তুমি যা করিবে তাহা কে করে অন্যথা?
পাণ্ডব-বান্ধব তুমি যাদব-জীবন
উভয় কুলের হিত কামনা সর্ব্বথা।
সকলি মঙ্গল হবে তব যুক্তিবলে
এ ধ্রুব বিশ্বাস আছে অন্তরে আমার;
না হবে বিমুগ্ধ কেবা তোমার কৌশলে?
শিরোধার্য্য বাক্য তব এই যুক্তি সার!
হরিব সুভদ্রা আমি সরস্বতী-কূলে
পরে যা করিতে হয় সে ভার তোমার।

তাহে সম্মতি দিলা যদুপতি
মন্ত্রণা-নিবৃত্তি হৈল,
পার্শ্বস্থ কক্ষে রহিয়া অলক্ষ্যে
ভদ্রা সকলি শুনিল।
আছিল বালা আশঙ্কা-আকুলা
দুর্ম্মদ লাঙ্গলি-ডরে,
কেশব ভাষে শুনিয়া উল্লাসে
আশ্বাস লভে অন্তরে।

নাশি অশিব অর্জ্জুনে মিলিব
লইলা মানসে মানি
জ্ঞান-অবধি জানে তার হৃদি
অমোঘ কৃষ্ণের বাণী।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'মন্ত্রণা' নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ

ত্রয়োদশ সর্গ।

ইন্দ্রের অমরাবতী করিয়া লাঞ্ছনা,
রাজে শ্রী সমৃদ্ধিময়ী হস্তিনা শোভনা,
স্বভাব সৌন্দর্য্য যার অতুলন চমৎকার,
করিয়াছে পরাজয় কবির কল্পনা
ভারত-মুকুটমণি—সর্ব্ব-সুলক্ষণা।

এ হেন হস্তিনাধামে রাজসভামাঝে
রত্ন সিংহাসনে অন্ধ কুরুপতি রাজে
পার্শ্বে তাঁর পুত্রবর দর্পোদ্ধত কলেবর
সুখাসীন দুর্য্যোধন রাজোচিত সাজে
স্বর্ণছত্র উভয়ের মস্তকে বিরাজে।

কুরুবংশ-চূড়া ভীষ্ম সত্যসন্ধ বীর
শস্ত্রাচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, বিদুর সুধীর
বসিয়া সদস্যগণ ঘেরিয়া নৃপ-আসন
দুর্ম্মতি শকুনি সহ কর্ণ মহাবীর,
অশ্বত্থামা, দুঃশাসন উন্নত শরীর।

অপর অষ্টনবতি নৃপতি-নন্দন
পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী আদি যত সভাজন
বিরাজিছে চারি ধারে সজ্জিত মুকুতাহারে
চন্দ্রমা বেষ্টিয়া যথা দীপ্তগ্রহগণ,
বৈতালিক পুরোভাগে করিছে বন্দন।

ভীমকায় দৌবারিক আসি কুতূহলে
প্রণমিয়া নৃপপদে সসম্ভ্রমে বলে,—
"আগত হস্তিনা ধামে যাদব অক্রূর নামে
দ্বারকা নগরী হ'তে সহ দলবলে
অনুমতি হয় যদি আনি সভাস্থলে।"

শুনিয়া অক্রূর নাম অন্ধ নরবর
মহোল্লাসে ধৃতরাষ্ট্র করেন উত্তর,—
"দ্বারপাল! সমাদরে এস লয়ে দূতবরে
সসম্মানে সুধীবর অক্রূরে সত্বর,
যতনে রাখিবে লয়ে যত অনুচর।"

রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখন
দ্রুতগতি দ্বাররক্ষা করিলা গমন,
অনতিবিলম্বে তার শান্তশীল সৌম্যাকার
সুমতি অক্রূর ধীরে করি আগমন
সভাজনে কৈলা সব যোগ্য সম্ভাষণ।

তবে কুরুকুল-নাথ বিহীন-নয়ন
প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র ত্যজি সিংহাসন
আলিঙ্গিলা যদুবরে পরম আনন্দ ভরে
সযতনে বসাইয়া বিচিত্র আসন
কহিতে লাগিলা ধীরে সুপ্রিয় বচন।

"আজি আমা সবাকারে সুপ্রসন্ন বিধি
অযত্নে পাইনু ভাই তোমা হেন নিধি,
সুদূর দ্বারকা হ'তে আসি হস্তিনার পথে
পদার্পণে ধন্য তায় করিলে হে সুধী,
কিবা প্রয়োজন তব কহ গুণনিধি!

সুপ্রসিদ্ধ যদুকুলে অনাময় সব ?
মহারাজ উগ্রসেন অক্ষুণ্ণ-গৌরব ?
বাসুদেব সৌম্যাকৃতি কৃতবর্ম্মা, শিনিকৃতী
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কৌরব-বান্ধব
সুখে ত আছেন যত যাদবী যাদব ?"

স্বাগত সম্ভাষে তাঁর হয়ে আপ্যায়িত
কহিলা অক্রূর, বাক্য অতি সমীহিত,
"শুন কুরুবংশপতি সন্তুষ্ট হইনু অতি
শুনি হিতগর্ভ বাণী শীলতা-ভূষিত,
সৌজন্য গুণেতে তব হইনু বাধিত।

সুখময়ী দ্বারকার সর্ব্বত্র কুশল,
যাদবী যাদবে কিছু নাহি অমঙ্গল,
যে কারণে হে রাজন্! আজি হেথা আগমন
লিপি পাঠে অবগত হইবে সকল
আনন্দ সংবাদ ইহা পরম মঙ্গল !"

অতঃপর পত্র লয়ে গাঢ় ভক্তিভরে
সমর্পিলা যাদবেন্দ্র অন্ধরাজ-করে।
শকুনিরে অনন্তর দিলা পত্র কুরুবর,
সৌবল পড়িল তাহা অন্ধের গোচরে
আর যত সভাজন-অবগতি তরে।

"স্বাগত কৌরব নাথ! মঙ্গল বারতা,
চারুনেত্রা সুহাসিনী সদা ধর্ম্মরতা
লক্ষ্মী সরস্বতী সমা নরলোকে নিরুপমা
বসুদেব সুতা ভদ্রা জিনি স্বর্ণলতা
বিবাহ বন্ধনে বালা হবে সুসংযতা।

তব পুত্র দুর্য্যোধন: পুরন্দর প্রায়
বীরোত্তম নরশ্রেষ্ঠ তেজোদীপ্ত কায়
রূপে কার্ত্তিকেয়োপম বলে যক্ষপতি সম,
ধনবান্, কুলশীলে অতুল ধরায়
ভদ্রা-যোগ্য পাত্রজ্ঞানে বরিলাম তায়।”

যদুপতি উগ্রসেন পত্র স্বাক্ষরিত
মর্ম্ম তার সভাজন হয়ে সুবিদিত,
সবে চাহে পরস্পরে কারো নাহি বাক্য সরে,
কেহ রুষ্ট, কেহ তুষ্ট, কেহ বিষাদিত,
ভাবের সমুদ্রে সবে আলোড়িত-চিত।

অক্রূরে সম্বোধি তবে অন্ধ নরপতি
কহিলেন হৃষ্টচিত্তে মধুর ভারতী,
“রূপগুণ শীলযুতা ভদ্রা বসুদেব-সুতা
হবে কুরুপতি-স্নুষা কেশবভগিনী
দশরথ-স্নুষা যথা জনক-নন্দিনী।

বিবাহবন্ধনে বদ্ধ আত্মজ আমার
হইবে যাদব সহ, বড় ভাগ্য তার,
যদু সহ কুরুগণে বৈবাহিক সম্মিলনে
বর্দ্ধিবে উভয়কুল জুড়িয়া সংসার
ঘৃত সনে অগ্নি যথা বাড়ে অনিবার।”

অনন্তর অন্ধবাক্য করিয়া শ্রবণ
কহিলা আবেগভরে সুবল-নন্দন ;—
“এ সম্বন্ধ নরপতি! কুরুহিত-কর অতি
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হ’লে দুর্য্যোধন
দূরিত-পাণ্ডবভীতি হবে কুরুগণ।

অবশ্য কেশব হ'লে কৌরব-শরণ
বলরাম সমন্বিত যাদবীয়গণ,
আর আর নৃপ যত সেবিবে দাসের মত
এক-ছত্র নরপতি বীর দুর্য্যোধন,
কৌরবের চিরবাঞ্ছা হইবে পূরণ।

প্রবল পাণ্ডব সনে চির বিসম্বাদ
সম্ভব অচিরে ঘোর ঘটিবে বিবাদ,
যাদব সাহায্যে তবে মথিয়া রণে পাণ্ডবে
পূরাইবে কৌরবের চির মনোসাধ
কৃষ্ণবিনা কুন্তীসুত গণিবে প্রমাদ।"

"সত্য যা কহিলে," কহে গান্ধারী-নন্দন
আনন্দিতমনা দুষ্টমতি দুঃশাসন ;—
"পাণ্ডবের যত গর্ব্ব সকলি হইবে খর্ব্ব,
কৃষ্ণহীন হ'লে হবে পাণ্ডুর নন্দন
শান্তমতি বিষহীন ভুজঙ্গ যেমন।"

বাধি দুঃশাসনে তবে কহে কর্ণবীর,
বচন গরবপূর্ণ-নীরদ-গম্ভীর,
"কিবা ভয় দুঃশাসন কৃষ্ণ লাগি অকারণ ?
অবনী-মাঝারে হেন কোন্ মহাবীর
না হবে কৌরব-ভয়ে কম্পিত শরীর ?

জান না কি শূর কর্ণ নিঃশঙ্ক-হৃদয়
এ তিন সংসারে কারে নাহি করে ভয়,
বৃথা চিন্তা কি কারণ ? যদি রণ সংঘটন,
পাণ্ডব সহায় চক্রী যদিও বা রয়,
তবু নিজ ভুজবলে করিব বিজয়।

রাখিব জগতে কীর্ত্তি অতুল অক্ষয়
কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবেরে করি পরাজয়,
অনুক্ষণ বাঞ্ছা মনে যুঝিব অর্জ্জুন সনে
দেখিব কি গুণে নাম ধরে সে বিজয়,
গৌরব লাঘব তার করিব নিশ্চয়।

কিন্তু হায় ভাগ্যদোষে সে আশা আমার
সফল হইবে কভু নাহি স্থির তার,
যদুকুরু সম্মিলনে অবশ্য পাণ্ডবগণে
রণে পরাজয় হবে, কহিলাম সার,
তা হলে আমার আশা হইবে অসার।"

এ হেন বচনে রুষ্ট দ্রোণ মহামতি
ভাষিলা সুতীক্ষ্ণবাণী বৈকর্ত্তন প্রতি
"ক্ষান্ত হও সূতসুত! ত্যজ বাক্য গর্ব্বযুত
জিনিবে অর্জ্জুনে রণে স্পর্দ্ধা দেখি অতি,
কি সাহসে কহ হেন অরে মূঢ়মতি!

দুরাকাঙ্ক্ষা দেখি তব রাধারনন্দন
চন্দ্রমা ধরিতে সাধ হইয়া বামন?
দুর্ব্বল শৃগাল হয়ে মৃগরাজ-পরাজয়ে
উন্মাদের ন্যায় কেন বৃথা আকিঞ্চন,
সম্ভবে কি ভেকে কভু ভুজঙ্গের রণ?

কিবা কার্য্য সাধি তব এ হেন দুর্ম্মতি?
কৃষ্ণ সহ পরাজিবে রণে পার্থ রথী?
বাসুদেবে কিবা কাজ, অর্জ্জুনে সংগ্রাম মাঝ
একক জিনিতে তব আছে কি শকতি?
না বুঝিয়া কহ কেন এমন ভারতী?

মনে কি পড়ে না মূঢ় ! লক্ষ্যভেদ কালে
লক্ষ নরপাল সহ মিলিয়া পাঞ্চালে
অর্জ্জুনেরে একা যবে বেষ্টন করিলে সবে
কালিমা মাখিয়া মুখে কি হেতু পলালে ?
ব্যাঘ্র হেরি ধায় রড়ে যথা মৃগপালে ?

ত্রিলোক-বিশ্রুত-কীর্ত্তি অজেয় বিজয়
প্রশংসে বিক্রম যার সুরনরচয় ;
জননী-বিবাদ কালে ধনেশ্বরে শরজালে
বিমুখিয়া, যেই নাম ধরে ধনঞ্জয়
কার হেন সাধ্য নরে তারে করে জয়?"

মর্ম্মস্পর্শী দ্রোণবাক্য শুনি কর্ণবীর
অভিমানে রক্ত-আঁখি কম্পিত শরীর
দ্রোণ ভিতে কিছুক্ষণ ক্রোধে করি নিরীক্ষণ
বজ্রনাদে বীরবর গরজি গম্ভীর
বর্ষিলা বচনধারা শ্রাবণের নীর।

"কুরুকুলগুরু তুমি বিশেষ ব্রাহ্মণ
চিরদিন পূজা মান্য করি সে কারণ,
সেই হেতু পুনঃ আজি পরুষ বচনরাজি
অসহ্য হ'লেও সহ্য হইল এখন,
ভাবিলে অপরে হেন, যাইত জীবন।

বিবেক-বিহীন তুমি কি বলিব আর,
বার্দ্ধক্যেতে বুদ্ধিলোপ ঘটেছে তোমার
তা না হলে আমি ন্যূন, বিক্রমে শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন !
শিবা, সিংহে, ভেকে, সর্পে যেমন প্রকার
তেমতি প্রভেদ বুঝ আমা দোঁহাকার।

সত্য বটে ধনঞ্জয় পাঞ্চাল নগরে
লক্ষ্যভেদি পরাজিল লক্ষ নৃপবরে,
পার্থ যা করি সাধন হইলা যশোভাজন
আমিও করেছি তাহা জানে চরাচরে
দেখেছে বিক্রম ভানুমতী স্বয়ম্বরে।

আমিও লভেছি বলে কন্যা ভানুমতী
মথিয়া দুর্জ্জয় জরাসন্ধ নরপতি
বাহুবল দর্পে যার ত্রাসে কাঁপে ত্রিসংসার
যার ভয়ে ভীত হয়ে কৃষ্ণ যদুপতি
মথুরা ত্যজিয়া বাস করে দ্বারবতী।

মানি বটে ধনঞ্জয় আমারেও রণে
করেছে বিজয় বলে দ্রুপদ ভবনে!
সে কারণ আমি কেন নিন্দার ভাজন হেন
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলি ছদ্মবেশী জনে
সাধ্যমত কেবা বল যুঝেছিল রণে?

উপেক্ষি করিনু রণ জানিয়া ব্রাহ্মণ
কে চিনিত সেই জন পাণ্ডুর নন্দন?
ব্রহ্মবধ ভয়ে ডরি শ্লথ-করে যুদ্ধ করি
পরাজয় মানিলাম সেই সে কারণ,
কৌন্তেয় গৌরব তাহে কি আছে এমন?"

কর্ণমুখে শুনি হেন কর্কশ বচন
রোষদৃপ্ত অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন
বাধিয়া পিতারে ভণে সম্ভাষি সদস্যগণে
স্বগর্জ্জনে সভাস্থল করিয়া স্তম্ভন
নিনাদে অম্বরে যথা অশনি ভীষণ।

আরে দুষ্ট সূতপুত্র ! এত অহঙ্কার
পিতৃনিন্দা কর তুমি সম্মুখে আমার ?
বর্ণশ্রেষ্ঠ মহামানী শস্ত্রে সুপণ্ডিত জানি
আপনি করেন পূজা ভীষ্মদেব যাঁর—
অজ্ঞান অবোধ ভরদ্বাজের কুমার ?

কহিলা জনক মম যথার্থ বচন
অর্জ্জুন সহিত তব কিসের তুলন ?
ধনঞ্জয় মহারথী তুমি হীন ভীরুমতি
সূতপুত্র তব কার্য্য রথ সঞ্চালন
রথী বলি গণ্য তোমা করে কোন জন ?

কুন্তীর কুমারে দ্বিজ ভাবিয়া অন্তরে
মানিয়াছ পরাভব পাঞ্চাল নগরে,
রে নির্লজ্জ বিকর্ত্তন ! ঘৃণার্হ হেন বচন
তোমা বিনা কে কহিবে সভার ভিতরে ?
হেন যুক্তি শুনি তব হাসিবেক নরে।

সেই যুক্তিবলে বুঝি মিলিয়া আহবে
বেড়িলে ব্রাহ্মণসুতে "দ্বিজ মার" রবে ?
লক্ষ লক্ষ নৃপসহ যুদ্ধ করি অহরহ
পরাজয় অনুভবি পলাইলে সবে
ব্রহ্মবধ-ভয় তব কোথা ছিল তবে ?

একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি
বুঝ নাই সে সময়ে লক্ষ নরপতি
তাই সে ব্রাহ্মণ সনে যুঝিয়া সম্মুখ রণে
পরাজয় অপমানে হয়ে ক্ষুণ্নমতি
"শ্লথ কর" ধর্ম্ম বুদ্ধি দেখাইলে অতি।

সূত কুলাঙ্গার তুই সাজিয়া ব্রাহ্মণ
রাম-পাশে অস্ত্র শিক্ষা করিলি গ্রহণ
তাঁহারি শাপেতে পুন ব্যর্থ তব ধনুর্গুণ
বিষহীন সর্পমত হইয়া এখন
আচার্য্যে পরুষ কহ নির্লজ্জ এমন ?”

বিমর্দ্দিতপুচ্ছ যথা সর্প দর্পভরে
সরোষে নিশ্বাসি ঘন উঠি ফণা ধ'রে
তাড়কের পানে চায় কোপে কম্পান্বিত কায়,
তেমতি হুঙ্কারি ঘন সভার ভিতরে
উঠিলা দিনেশ-সুত দৃপ্ত তেজোভরে।

চাহি অশ্বত্থামা পানে নিশ্বাসি সঘনে
ক্রোধে কর্ণ মহাশূর আরক্ত লোচনে
রঙ্গভূমে নেতা যথা কহিতে লাগিলা তথা
অঙ্গভঙ্গি সহকারে—সুতীক্ষ্ণ বচনে,
ক্রোধোন্মত্ত সিংহ যথা গরজে বিজনে।

“সাবধান অশ্বত্থামা! কর সংবরণ
জন্মকাল আচরিত তব সে গর্জ্জন
অশ্ববর বিনিন্দিত, হইয়াছ অভিহিত
অশ্বত্থামা নামে লোকমাঝে যে কারণ,
এখনো যদ্যপি চাহ মঙ্গল আপন।

হিতাহিত জ্ঞান যদি থাকিত তোমার
না কহিতে কভু মোরে সূত কুলাঙ্গার,
ব্রাহ্মণ নন্দন তুমি সকলের পূজাভূমি
বৈশ্যের কুমারে তাই করি অহঙ্কার
হীন বলি, শ্রেষ্ঠপদ মান আপনার ?

শুন ওহে দ্বিজাধম বিবেক-বিহীন!
নাহি হয় জন্মফলে শ্রেষ্ঠ কিম্বা হীন,
উচ্চাবচ ক্রিয়াতরে উচ্চ নীচ হয় নরে
ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব লভে কর্ম্মের অধীন
শূদ্র বিপ্রপদ পায় কর্ম্মেতে প্রবীণ।

তাহার দৃষ্টান্ত দেখ গাধির নন্দন,
ক্ষত্রিয় কুলেতে করি জনম গ্রহণ
অবশেষে কুতূহলে স্বীয় উচ্চ কর্ম্মফলে
ব্রহ্মবর লাভ করি হইলা ব্রাহ্মণ
বিশ্বামিত্র নামে যিনি খ্যাত তপোধন।

সাক্ষী তার হের পুনঃ নহুষ নৃপতি
উচ্চ ক্রিয়াগুণে হন স্বর্গ-অধিপতি,
পাইয়া ইন্দ্রত্ব পদ অন্তরে জন্মিল মদ
নীচ কর্ম্মে পুনঃ তার হ'ল অধোগতি
কার্য্যেতে উন্নতি হের, কার্য্যে অবনতি।

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তার তোমরা দুজন
ক্ষত্র ধর্ম্মাচারী এবে হ'লেও ব্রাহ্মণ
ব্রহ্মতেজ গেছে চলে শুধু হীন কর্ম্মফলে,
অস্ত্রধারী শূর এবে ক্ষত্রিয় যেমন
হইয়াছ হীন, করি হীন আচরণ।

সাক্ষী তার আমি কর্ণ দেখ বিদ্যমান
বৈশ্যের সন্তান হ'য়ে ক্ষত্র-ধর্ম্মবান
অঙ্গদেশ অধীশ্বর, সুযোধন নরবর
সখা বলি কৈলা মোরে আলিঙ্গনদান
উচ্চ কর্ম্মে লভিয়াছি পরম সম্মান।

হীন বলি অবজ্ঞা না ক'র কোন জনে
যুক্তি মতে তুমি আমি তুল্য জেন মনে
স্বধর্ম্ম করিয়া ত্যাগ ক্ষত্রধর্ম্মে অনুরাগ
তাই ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ ক'রেছ ভুবনে ;
বৈশ্য পুত্র ক্ষত্র আমি কর্ম্মনিবন্ধনে।

কিসে হেয় আমি, যদি সারথি-নন্দন ?
নীচকুলে জন্ম তুচ্ছ নহে কদাচন,
শুক্তি মধ্যে জন্ম লয় বহুমূল্য মুক্তাচয়
মহামান্য নৃপতির মুকুট-শোভন
শৌর্য্যে বীর্য্যে লভে যশ পুরুষরতন।

অসমর্থ হয় সদা কুম্ভ নীরাধার
শুষিবারে সামান্য সে মাত্র কূপাসার
কিন্তু কুম্ভোদ্ভূত মুনি অগস্ত্য, পুরাণে শুনি
অনায়াসে শুষিল সে অকূল পাথার
অনুপম কীর্ত্তি যাঁর জগতে প্রচার।

তেমতি প্রতিষ্ঠা লাভ স্বপৌরুষ বলে
করিয়াছি, হীন জন্ম লভি ধরাতলে,
উচ্চকুলে জনমিয়া হীন ধর্ম্ম আচরিয়া
তোমরা হয়েছ হীন এ মহীমণ্ডলে
তুলনায় কেবা হীন বুঝ যুক্তিবলে।"

কর্ণের বচনে হেন পেয়ে অপমান
দ্রোণ অশ্বত্থামা দোঁহে ক্রোধে কম্পমান,
বুঝি উভয়ের গতি তবে ভীষ্ম মহামতি
উঠি দ্রুত পিতাপুত্রে সান্ত্বনা বিধান
করিলেন বহুমতে করি স্তুতিগান।

অনন্তর দেবব্রত চাহি বৈকর্ত্তন
করিলা বিদ্রূপপূর্ণ বাক্য বরিষণ
"ওহে মন্দমতি কর্ণ! বিপ্রজাতি শ্রেষ্ঠবর্ণ,
সকল বর্ণের গুরু বিশেষ ব্রাহ্মণ,
অনুচিত নিন্দা তাঁর কর কি কারণ?

ততোধিক মূঢ় তুমি ইহারা যেমন
সৌবল শকুনি আর ক্রূর দুঃশাসন,
নতুবা কি হেতু ক'বে শ্রীকৃষ্ণ ত্যজি পাণ্ডবে
কৌরব সহায় হবে যদি বাধে রণ,
বাসুদেব-ভগ্নীপতি হ'লে দুর্য্যোধন?

জান না কৃষ্ণের নাহি আত্মপর-জ্ঞান
ধার্ম্মিকের বন্ধু তিনি ধর্ম্মের সোপান,
সদা সত্যপথে গতি সত্যসন্ধ যদুপতি
অধার্ম্মিক আত্মীয়ের না রাখেন মান
মাতুল কংসের নাশ জাজ্বল্য প্রমাণ।

যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ খ্যাত চরাচরে
উচ্চ নীচ ভেদ নাহি তাঁহার অন্তরে
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মমতি, তাঁহারে প্রসন্ন অতি
স্বজন হ'লেও কুরু হৃদয়ে না ধরে,
বিমুখ সতত তিনি খলমতি নরে।

বড়ই অদ্ভুত কিন্তু লাগে মোর মনে
এ বিবাহে চক্রপাণি সম্মত কেমনে?
চিরকাল যার প্রতি বিদ্বিষ্ট বিরূপ মতি
সে অপ্রিয় ক্রূরমতি খল দুর্য্যোধনে
কে প্রদানে স্বীয় ভগ্নী পরম যতনে?"

শুনিয়া ভীষ্মের বাণী অক্রূর সুমতি
ভাষিলা বিনয়ে চাহি দেবব্রত প্রতি
"শুন ওহে সুধীবর ! কহিতেছি পূর্ব্বাপর
এ বিবাহে নাহি কোন যাদব-যুকতি,
দুর্য্যোধনে ভগ্নীদান রামের সম্মতি।

অগত্যা সম্মত সবে হলধর ডরে
লাঙ্গলীর ইচ্ছা বল কেবা রোধ করে ?
কিন্তু সবাকার মন ভদ্রা পার্থে সম্মিলন
মাধবী মিলন যথা সহকারবরে
কিম্বা কল্লোলিনী গঙ্গা মহান্ সাগরে।"

তবে কুরুবংশচূড়া ভীষ্ম মহাজ্ঞানী
সম্ভাষিলা পুন বাধি অক্রূরের বাণী
"পাণ্ডব যাদবাশ্রিত সর্ব্বজন সুবিদিত
তাহা বলি সম্মত কি ইথে চক্রপাণি ?
কৌরবে সুভদ্রা-দান ইচ্ছে হলপাণি !

চিরকাল বলভদ্র প্রীতিফুল্ল মনে
সমাদর করে প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধনে,
নহে পাণ্ডুসুত প্রতি প্রীত হলধর অতি
কৌরবে চাহেন দিতে সুভদ্রা-রতনে
সে ইচ্ছা সফল হবে নাহি লয় মনে।

ধনঞ্জয় এবে আছে দ্বারকা মাঝারে
চক্রীর চক্রেতে ধ্রুব লভিবে ভদ্রারে,
নিমন্ত্রিত দুর্য্যোধন লভিবারে ভদ্রাধন
লজ্জা পাবে অকারণ যাদব-আগারে,
বরযাত্রী মোরা বটে, যে বরয়ে যারে।"

পিতামহ মুখে শুনি সুতীব্র বচন
রোষরুক্ষ ভাষে কহে মানী দুর্য্যোধন
"অসঙ্গত কথা হেন কহ দেব বৃথা কেন
রামের সম্মতিক্রমে বিবাহ ঘটন
কার সাধ্য করে তার অন্যথাচরণ ?

আমন্ত্রিলা হলী মোরে ভগ্নীদান তরে
এবে ভদ্রা কে দানিবে ধনঞ্জয়-করে ?
মদোদ্ধত বলরামে কে না ডরে ধরাধামে ?
সাধ করি হস্ত কেবা দেয় অকাতরে
কালান্তক কৃষ্ণসর্প-বদন-বিবরে ?

বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা হইবে ঘটন
প্রতিকার চিন্তা নরে করে অকারণ,
যথা যোগ্য আয়োজন জ্ঞাতি বন্ধু নিমন্ত্রণ
কর শীঘ্র, কাল ক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন ?
দ্বারকা-গমনে ত্বরা করহ সাজন।"

তবে নৃপাদেশে অনুচরকুল
ধায় আমন্ত্রিতে বান্ধবগণে,
পুরবাসিচয় বিবাহ উৎসবে
মাতিলা সকলে আনন্দ মনে।
সাজ সাজ বলি পড়িল ঘোষণা
যাইতে সত্বর দ্বারকা পুরে,
কৌরব নগরে বিবিধ বাদিত্রে
বাজিতে লাগিল মধুর সুরে।
অন্তঃপুর মাঝে কুলবধূকুল
করে মাঙ্গলিক কুলের হিতে,
ভদ্রা বিবাহিতে সাজে দুর্য্যোধন
চারু বরবেশে প্রফুল্ল চিতে।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'আমন্ত্রণং' নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সুখশান্তিধাম ইন্দ্রপ্রস্থস্থান
সুন্দর ইন্দ্রের আবাস সমান,
তথা সুসজ্জিত রাজসভা মাঝে
রাজা যুধিষ্ঠির রাজোচিত সাজে
বিরাজিত মর্ত্ত্যে ধর্ম্মের ন্যায়

মাণিক্য-খচিত রত্ন-সিংহাসনে
বিভাসিত আহা বিবিধ বরণে,
চামরী দুধারে বীজিছে চামর,
শিরোপরি ছত্র ধরে ছত্রধর
বিস্তৃত সুবর্ণ খচিত তায়।

নৃপতি-আসন-দক্ষিণে অপর
আসনে আসীন দৃপ্ত কলেবর
বৃকোদর বীর নিভীক হৃদয়
বসি বামভাগে মাদ্রীসুতদ্বয়
রূপগুণশীল-আধার সবে।

রাজিছে অপর সভাসদগণ
সুশৃঙ্খল ভাবে বেড়ি রাজাসন
রহি পুরোভাগে স্তুতিগুণগাণ
করে বন্দিগণ প্রফুল্ল-বয়ান
সদা জয়ধ্বনি মধুর রবে।

আসিয়া সহসা সভার ভিতর
হস্তিনা-প্রেরিত এক অনুচর
নৃপতি-চরণে প্রণাম করিয়া
নিমন্ত্রণ পত্র সম্ভ্রমে অর্পিয়া
দাঁড়াইলা জুড়ি যুগল করে।
লিপিপাঠে ধীর সমগ্র জানিয়া
তুষি দূতবরে বিদায় দানিয়া
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মরাজ মতিমান
সিংহাসনে যেন ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান
কহিলেন ভীমে চাহিয়া পরে।
"বিস্মিত অন্তর হ'ল, বৃকোদর!
পিতৃব্য প্রেরিত বারতা সুন্দর!
যাচিলেন মোরে বরানুগমনে
দুর্য্যোধন সহ দ্বারকা-ভবনে
সুভদ্রা সহিত বিবাহ তাঁর।
সে দিনের কথা, বীর ধনঞ্জয়
জানাইলা তাঁর শুভ পরিণয়
রাম-স্বস্সনে গন্ধর্ব্ব বিধানে,
অনুচিত মম গমন সেস্থানে
সত্য সংগোপন অযুক্তিসার।
তথাপি একের গমন উচিত
নহিলে পিতৃব্য হবেন দুঃখিত,
তেঁই সে কারণ সহ অনুচর
বরানুগমন করহ সত্বর
সুসজ্জিত সাজে দ্বার-নগরে।"

শিরোধার্য্য করি অগ্রজ-আদেশে
সজ্জিত সসৈন্যে বীরোচিতবেশে
হস্তিনার পথে করিলা প্রয়াণ,
তবে কত দূরে ভীম মতিমান
স্বগণ সহিত মিলিলা বরে।
হেন মতে দুই প্রবাহ নিঃসারি
দুই শৃঙ্গধর হইতে হুঙ্কারি
কল কল নাদে তরঙ্গ তাড়নে
ভূধর কানন কাঁপায়ে সঘনে
সমতলে মিশি ধায় সাগরে।
হেথা দুর্য্যোধন বিবাহ কারণ
মহা সমারোহে করি আয়োজন
লয়ে হস্তী, অশ্ব, সুরথ, পদাতি
চতুরঙ্গ দলে চলিয়াছে মাতি
বাদ্যভাণ্ডরোলে দ্বারকামুখে।
ধরি বরবেশে নানা আভরণ
চতুর্দ্দোলে বীর করিছে গমন,
উজ্জ্বল মুকুট শিরে ঝলমলে
দোলে সুসুরভি ফুলমালা গলে
চলে ফুল্লমনা মনের সুখে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুঃশাসন,
বিদুরাদি সহ সৈন্য অগণন
বরযাত্রী রূপে দ্বারাবতী ধামে
যান অনুক্রমি মহা ধুমধামে
সজ্জিত সুবেশে পুলকভরে।

হেন সজ্জা হেরি ভীম মহামতি
বলিলা বিস্ময়ে কুরুরাজ প্রতি,
"কোথা দ্বারাবতী কোথা বা হস্তিনা
এবে কেন এত সুসজ্জা কল্পনা
বরবেশ তব কিসের তরে ?
বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে কিসের কারণ ?
মহা আড়ম্বরে কিবা প্রয়োজন ?
জনস্রোত ধায় কি আনন্দে হায়,
মতিভ্রম তব সন্দেহ কি তায় !
করিছ মনেতে লয়েছে যাহা।
বৃকোদর-বাণী না হইতে শেষ
কহে দুঃশাসন বাক্য মাঁখা শ্লেষ
"পবন-নন্দন ! সম প্রভঞ্জন
বিস্তার বাগ্‌জাল কিসের কারণ ?
প্রকাশিয়া সবে বলহ তাহা।
শাস্ত্রের বচন না হয় খণ্ডন,
যেমন আকৃতি প্রকৃতি তেমন,
বুদ্ধিও তোমার তার অনুরূপ
হৃদয় তোমার যেন ভাবকূপ
বুদ্ধির বালাই লইয়া মরি।
বিবাহ সময়ে সামান্য মানবে
ধায় ধুমধামে মহান গৌরবে ;
রাজার বিবাহ তাহাতে কি কহ
উচিত না হয় এই সমারোহ ?
তাই এত কথা বিদ্রূপ করি ?

অথবা হিংসার কারণে এমন,
ফণী যথা বিষ করে উদ্গীরণ,
প্রকাশিলে বাণী ব্যথিয়া শ্রবণে
আত্মীয়গণের অনুচর সনে
শত্রুবৃদ্ধি তাহে কুফল সার।
আড়ম্বর সাজ দেখিয়া অপার
মন বিপ্রকৃত নিশ্চয় তোমার,
ভারত-রাজেন্দ্র কুরু-শিরোমণি
দূরদেশে যাবে সাজিয়া এমনি
পার না কি তাহা সহিতে আর ?
শিশুকাল হ'তে তোমার চরিত্র
জগত মাঝারে আছে সুবিদিত,
কপটতাময় খলের আধার
জ্ঞাতির অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভার
হয়েছে অসহ্য বুঝেছি ভালে।
সুনীল গগনে প্রচণ্ড তপন
অসহ্য কিরণ করে বরিষণ,
কন্দর-নিবাসী পেচক তখন
না পারে সে জ্বালা করিতে দর্শন
অবশ্য মুদিবে চক্ষু সেকালে।
কৌরব গৌরব সহিতে নারিলে,
নাহি ক্ষতি তাহে পশ্চাতে চলিলে,
হেন বাক্যব্যয়ে কিবা প্রয়োজন ?
পাণ্ডিত্য প্রকাশ না হবে কখন,
সে পাণ্ডিত্যে বল কি আসে যায়?"

দুঃশাসন বাণী শুনি বৃকোদর
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে ব্যথিত অন্তর,
উপদেশ দানে বিপরীত জ্ঞান
সতত মানসে লয় যে অজ্ঞান
ভাবিয়া সে দিলা উত্তর তায়।
"বিন্দুমাত্র যদি বিচার-শকতি
থাকিত, তা হলে এ হেন যুকতি
অবশ্য লইতে মানিয়া অন্তরে,
না কহিতে মোরে বিদ্রূপের স্বরে
অবহেলি হিত বচনাবলী।
মহা সমারোহে চতুর্দ্দোলোপর
গিয়া থাকে বর জানে চরাচর,
কিন্তু কি কারণে করিনু বারণ
উচিত সর্ব্বথা করিতে শ্রবণ,
সাধে তোমা সবে অবোধ বলি?
পরহিংসা, দ্বেষ ভীমের অন্তরে
নাহি স্থান পায় তিলেকের তরে,
সে সকল দোষ বরঞ্চ কৌরবে
শোভা পায় বটে অধিক গৌরবে
শৈশব স্মরণে বুঝিবে মনে।
পাণ্ডুর-তনয় সতত সদয়,
নহে হৃদি তার দ্বেষ-হিংসাময়,
না করে তাহারা কভু কারে ভয়
সদা পরহিতে নিরত হৃদয়
পাণ্ডব-চরিত্র খ্যাত ভুবনে।

করেছি বারণ উৎসবে মাতিতে
যাহে দোষ ভাবি ক্ষুব্ধ হও চিতে,
ইহা কি ভীমের আকর দোষের ?
নিশ্চয় বুঝিনু অদৃষ্টের ফের
জ্ঞাতি অপমান ভীমে না সয়।
শিশুপাল দশা পাইয়া সকলে
প্রত্যাবৃত্ত পাছে হও দলবলে,
কি লজ্জা তখন পাবে জ্ঞাতিজন
তাই সে আমার নিষেধ কারণ
না ঘটিলে কভু প্রত্যয় নয়।
চলেছ তোমরা লভিতে ভদ্রায়
বরসাজে সাজি যাদব-সভায়,
সপ্তাহ বিগত ভদ্রা পরিণয়
গন্ধর্ব্ব বিধানে সহ ধনঞ্জয়,
কহিনু এতেক আত্মীয় ভেবে।
বক্তব্য প্রকাশ করিনু এখন
কর্ত্তব্যতা এবে কর নিরূপণ,
শুনিয়াও যদি মোরে দেহ দোষ
দ্বিগুণ জ্বলিবে ভীমসেন-রোষ
তাই আগুসারি যাইব এবে।
পশ্চাতে গমন ভীমের প্রকৃতি
নহে কদাচন জান ত এ রীতি ?
ভীম অগ্রগামী সমরে সর্ব্বথা
ছায়াকে রাখিয়া আলো চলে যথা
জানিও অলঙ্ঘ্য ভীমের প্রথা।”

এত বলি বেগে স্বীয় অনুচর
সহ সর্ব্ব অগ্রে যান বীরবর
শুনিয়া এ হেন ভীমের বচন
ভীষ্ম,দ্রোণ আদি সবিস্ময়মন,
পরস্পরে চাহে না বুঝি কথা।

সগর্ব্ব ভীমের বচন-লহরী
বজ্রপাত সম শুনি নরহরি
দুর্য্যোধন সহ যত কুরুগণ
বিস্ময়ে কাহারো না সরে বচন
রহিলা সকলে স্থানুর প্রায়।

তবে শান্তশীল শান্তনু-নন্দন
গম্ভীর-প্রকৃতি মধুর-দর্শন
সমদর্শী সদা কুরুপাণ্ডু প্রতি
কহিলেন বাক্য সারগর্ভ অতি
সম্বোধি প্রথমে কৌরব-রায়।

"বৃকোদর বীর সত্যসন্ধ, ধীর,
মোহন-মূরতি, প্রকৃতি গম্ভীর
বিতথ-প্রতিজ্ঞ নহে কদাচন
সে কেন বলিবে অনৃত বচন ?
আমার সন্দেহ নাহিক আর।

সত্যরক্ষা হেতু বীর ধনঞ্জয়
দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হয়,
তীর্থ পর্য্যটন সাঙ্গে মহাকায়
প্রভাস-দর্শন পরে দ্বারকায়
কৃষ্ণের ভবনে আবাস তাঁর।

পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ মহামতি
জানিয়া হলীর ভগ্নীদান মতি,
শঠ চক্রজালে অন্ধিয়া তাঁহারে
অর্জ্জুনে প্রদান করেছে ভদ্রারে
জানাইলা ভীম সগর্ব্বে তাহা
বলভদ্র দেব সরল হৃদয়,
নহে তার মন কপটতাময়,
কেমনে বুঝিবে অনুজ-হৃদয়
পাণ্ডবের প্রতি সর্ব্বদা সদয়
খণ্ডন কখন নহিবে যাহা।”
ভীষ্ম-বাক্যশেষে দ্রোণ মহামতি
কহিলা তাহাতে প্রকাশি সম্মতি,
“তব মুখাম্বুজ-নিঃসৃত বচন
অযুক্তি ত তাহা নহে কদাচন
দেব-অংশে জাত কুন্তীর সুত
ধার্ম্মিক সরল সত্যবাদী অতি
কেবা তাহাদের কহে হীনমতি?
লোক মাঝে খ্যাত পাণ্ডুপুত্র যত
লভিয়াছে কৃষ্ণে সখা ধর্ম্মমত
কভু নহে তারা খলতাযুত।
সত্যই পাণ্ডব দেবাংশ সম্ভূত,
প্রজাবর্গ যত তাঁর বশীভূত,
শ্যাম কলেবর, মোহন মূরতি,
লোকোত্তর কীর্ত্তি বিদিত জগতি,
কেন না যাদব হবেন বশ?

বীর ধনঞ্জয় প্রিয়সখা তাঁর,
তাই তার সনে বিবাহ ভদ্রার
দিয়াছে কেশব হলীর অমতে,
চক্রীর চক্রান্ত ব্যর্থ কোনমতে
হবে না, বরঞ্চ লভিবে যশ।”
হিংসা প্রপীড়িত কৌরব ভিতরি
তীব্র হাস্যে যেন অমিয় বিতরি
বাধা দিয়া দ্রোণ-বচন-লহরী
কহে দুঃশাসন অতি গর্ব্ব করি
“আমার প্রত্যয় ওরূপ নহে।
প্রগল্‌ভ ভীমের গর্ব্বিত বচন
প্রত্যয় কদাপি ক'রো না কখন
কৌরব-পীড়ন, কৌরব-লাঞ্ছন,
কুরু-অপমান যাহাতে সাধন
তাহাই ভীমের সঙ্কল্প রহে।
নাহি জান কিবা কুটিল অন্তর
বৃকোদর সদা পরশ্রী-কাতর,
অতি মন্দমতি, বুদ্ধি তার খল,
হেরি বরবেশ অন্তর বিকল
তাই ঈর্ষাভরে কর্কশ কহে।
অলীক বচন ভীম যা কহিলা
কেমনে সকলে প্রত্যয় মানিলা?
ভদ্রার বিবাহ যদ্যপি সম্ভব
সপ্তাহ বিগত—কেমনে যাদব
বরে দুর্য্যোধনে বিবাহ-পরে?

কেবা বল উগ্রসেন-সাক্ষরিতা
পাঠাইলা পত্রী দিয়া এ বারতা ?
নাহি জানে কিছু হলী সহৃদয়
চক্রীর চক্রান্ত এ সব নিশ্চয় !
কেমনে বিশ্বাস করিবে নরে ?
কি ব'লে অক্রূর জানি সমুদায়
করে আমন্ত্রণ আসিয়া হেথায়
রাজা দুর্য্যোধন সহ কুরুগণ
সসজ্জ যাইতে দ্বারকা-ভবন ?
সকলি চক্রীর চক্রান্ত সার ?
একের সহিত বিবাহ-বন্ধনে
বাঁধিয়া ভদ্রারে কিসের কারণে
পুনঃ বরাইবে অন্যজন সহ
যাদব-গৌরব তাহা হলে কহ
কোথায় রহিল জগতে আর ?'
এ হেন বচন শুনিয়া বিদুর
সুধীর, তেজস্বী, বচন-মধুর
কহে কুরুগণে করিয়া আহ্বান
"কি কাজ তা হলে সহি অপমান
যাইব সকলে দ্বারকাপুর ?
তার চেয়ে হেথা করি অবস্থান,
দ্রুতগামী দূত করুক প্রয়াণ
দ্বারকা-ভবনে হলধর স্থানে,
বার্ত্তা লয়ে পুনঃ আসুক এখানে,
নহেত দ্বারকা অধিক দূর।"

বাধিয়া বিদুর-বাক্য, বৈকর্ত্তন
আরম্ভিল বাণী উত্তেজিত মন,
"যে কথা ভাবিলা বীর দুঃশাসন
সকলি যথার্থ হেন লয় মন,
বাকী আছে যাহা কহিব শুন ;
রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক প্রবর
বিনয়ী, সুশীল, খ্যাত চরাচর,
তাঁহারি আদেশে খল দুরাশয়
আসিয়াছে ভীম করিতে প্রণয়,
উদ্দেশ্য কেবল কলহ পুন।
প্রগল্ভতা তরে শাস্তি সুবিহিত
দিবারে মোদের আছিল উচিত,
কিন্তু শুভকার্য্যে বিগ্রহ বিশ্রুত
ঘোর অমঙ্গল নহে মনঃপুত
তাই সহিয়াছি বচন তার।
যদুবংশ সহ বিবাহ-বন্ধনে
কৌরব-গৌরব বাড়িবে সঘনে,
তা কভু সবে না ভীমের অন্তরে,
বরবেশ দেখি আরো ঈর্ষাভরে
দ্বিগুণ বেড়েছে হৃদয়-ভার।
ভদ্রা-পরিণয় তাহারি কল্পনা,
রচিয়াছে চারু উপায়-সান্ত্বনা,
যদি কুরু সবে ফিরি যায় ভবে
মনের বিবাদ না থাকিবে তবে,
খলমতি চাহে পরের ক্ষতি।

তা কভু হবে না, শুনহ যুকতি,
চল যাব মোরা পুরী দ্বারবতী,
যদি বা সম্পন্ন ভদ্রা-পরিণয়
অপমান তাহে কাহাদের হয়
বর না কন্যা-পক্ষীয় তথি ?
মহামানী রাজা উগ্রসেন ধীর,
তাঁহার দৌহিত্র হলধর বীর
এ হেন অন্যায় আচরণ হায় !
করিবে কখন মনে না জুয়ায়
চাক্ষুষ দেখিলে প্রত্যয় হবে।
যদি বা চক্রীর পড়িয়া চক্রেতে
হয়ে থাকে বিভা ভদ্রা অর্জ্জুনেতে,
যদি বলরাম ব্যর্থ মনস্কাম
পাণ্ডবের প্রতি হয়ে থাকে বাম
তাহলে মোদের কি ভয় রবে ?
বরঞ্চ আমরা মিলি হলী সনে
উপযুক্ত শিক্ষা দিব পাণ্ডুগণে,
বলভদ্র ক্রোধ কে করিবে রোধ ?
পাণ্ডবে যাদবে ঘটিবে বিরোধ,
স্বকার্য্য সাধন অবশ্য মানি।
জ্ঞাত সবাকার প্রতিজ্ঞা আমার,
পাইলে অর্জ্জুনে সংগর মাঝার
মিটাইব চির মনের বাসনা,
কেবা বীরবর হইবে ঘোষণা,
ঘুচিবে আমার মনের গ্লানি।

এবে শুভক্ষণ ঘটেছে যখন
না ছাড়িব তাহা জেন কদাচন,
বিজয়ে বিজয় করি রণস্থলে
লভিব সুযশ অবনী-মণ্ডলে,
পূরাব সখার হৃদয়-আশ।
অতএব চল যাই আগুসরি
পশি গে সকলে দ্বারকানগরী,
দেখিব কি করে অনন্ত, মুরারী,
কুরু কি পাণ্ডব কেবা হয় অরি,
অবশ্য তখন হবে প্রকাশ।"

বিদুর বচন না শুনি কাণে
সবাই চলিল দ্বারকা ধামে।
প্রগল্ভ কর্ণের বচনে মাতি
কুপিত সকলে পার্থের নামে।
জয়ধ্বনি করি কুরু রাজের
বিবিধ সুরঙ্গে চলে সবাই।
কুরু কি পাণ্ডবে লয় সুভদ্রা
সকলের আশ দেখিবে তাই।

———:———

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'বন্নানুগমনং' নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

পঞ্চদশ সর্গ।

বিভাতিলা নিশি উজলিয়া দিশি
দেখা দিলা ঊষা প্রাচি-নভসে,
তারকার পাঁতি অতি মনোরম
নিভে ক্রমে ক্রমে দীপাবলিসম
বিহঙ্গম যত হইয়ে জাগ্রত
কলরব কত করে হরষে।

স্বল্প তমোময় প্রত্যুষ সময়
তখনো বিকাশে যামিনীছায়া
যেন শোভা পায় আভরণ-হীনা
ব্রীড়া-রাগরক্ত বিরহ-মলিনা
কুঞ্চিত কুন্তলা উজ্জ্বল শ্যামলা
সুনীল-বসনা কামিনী-কায়া।

এ হেন সময় বসি ধনঞ্জয়
স্বীয় কক্ষে সুখ-পর্য্যঙ্কোপরি,
পার্শ্বে প্রিয়কণ্ঠ-লগ্নকরা-সতী
আসীনা সুরূপা ভদ্রা গুণবতী
দুঁহু মুখপানে চাহিয়া দুজনে
নয়নে নয়ন মিলন করি।

এমতি আবাসে মুগ্ধ প্রেম-পাশে
বিভোর ভাবেতে রহে নীরবে
কপোত কপোতী অনিমেষ আঁখি
চাহি পরস্পরে মুখে মুখ রাখি
অন্তরে অপার আনন্দ পাথার
স্বরগের সুখ সমনুভবে।

তবে কতক্ষণে মধুর বচনে
বীণার ঝঙ্কার লাঞ্ছিত করি
কহিলেন আহা সুভদ্রা সুন্দরী,
"আসি নাথ ! হের পোহাল শর্ব্বরী,
যদিও অন্তর যাইতে কাতর
নারিব রহিতে, সরমে মরি !

প্রভাত আগত হেরি অবিরত
চঞ্চলতা চিতে বর্দ্ধিত হয়,
আজিকার নিশি হইল প্রভাত,
শুভ কি অশুভ নাহি জানি নাথ !
পেলে তোমা ধন, রহিবে জীবন,
নহিলে জানিবে হইবে লয়।"

রামা-বাণী শুনি সহর্ষে ফাল্গুনি
চুম্বিয়া বামার লোহিতাধরে
করিলা উত্তর প্রবোধ বচনে,
"কর সুবদনি ! চিন্তা কি কারণে
অর্জ্জুন থাকিতে, অর্জ্জুন-জীবিতে !
কহ ম্রিয়মানা কাহার ডরে ?

জান না কি সতি ! খ্যাত তব পতি
মহারথী বলি ধরণীতলে ?
যার নামে কাঁপে সদা চরাচর
লক্ষ্যভেদ কালে লক্ষ নরবর
করি পরাজয়, নাম 'ধনঞ্জয়'
ধরি ধনপতি জিনিয়া বলে।

সরস্বতী ধারে হরিয়া তোমারে
দেখাব জগতে বীরত্ব আজি ;
কত শক্তি ধরে তোমার বিজয়

সাক্ষাতে তাহার পাবে পরিচয়,
যাদব-গৌরব করিব লাঘব
যদি আসে তারা সমরে সাজি।

অবোধ বালিকা ! কৃষ্ণ যার সখা
কার্য্য কভু তার বিফল হয় ?
সেই চক্রপাণি গন্ধর্ব্ব-মিলনে
মিলাইলা নিজে আমা দুই জনে,
যেরূপ যুকতি কহিলা শ্রীপতি
জান সব, তবে কিসের ভয় ?

তাঁর ইচ্ছা শক্তি কার হেন শক্তি
প্রতিরোধ করি জীবে মহীতে ?
অমোঘ কৌশলে চক্রিচূড়ামণি
করিবেন কার্য্য নিষ্পন্ন আপনি
তাঁহার কৃপায় তোমায় আমায়
মিলিব নিশ্চয় জেন ত্বরিতে।

আগত প্রভাত হবে সুপ্রভাত
আমা দোঁহাকার জেন নিশ্চিত,
এবে প্রিয়তমে ! আপন ভবন
স্বচ্ছন্দ অন্তরে করহ গমন,
আমি ক্ষণ পরে কৃষ্ণের গোচরে
লইব আদেশ যথাবিহিত।”

এতবলি বীর প্রিয়ারে সুস্থির
করিয়া তিতিলা প্রেমের নীরে,
চুম্বনালিঙ্গনে তুষিয়া জায়ায়
ব্যথিত হৃদয়ে দানিলা বিদায়,
বিরহ বেদনা— আকুল ললনা
চলি যায় তবু চাহিছে ফিরে।

ভদ্রা গেল ঘর;   পার্থ বীরবর
পর্য্যঙ্ক হইতে উঠি অচিরে
প্রাতঃক্রিয়া আদি করি সমাপন
ইষ্টদেবে স্বীয় করিয়া বন্দন
পুলকিত মতি   যান মন্দগতি
যথা বাসুদেব রাজে মন্দিরে।

হেথা চক্রধর   বসি একেশ্বর
স্বীয় কক্ষমধ্যে বিচিত্রাসনে,
হেনকালে পার্থ হৈলা উপনীত;
হেরি যাদবেন্দ্র হরষিত চিত
উঠিয়া ত্বরায়,   আলিঙ্গিয়া তায়
বসিলা উভয়ে প্রফুল্ল মনে।

মিষ্ট আলাপন   কথোপকথন
পরস্পরে সুখে করেন কত,
হেনমতে গত হ'লে কিছুক্ষণ
ধীর, মহামতি কুন্তীর নন্দন
চাহি কৃষ্ণভিতে   উল্লাসিত চিতে
কহিতে লাগিলা স্বমনোমত।

"এবে যদুবর!   দারুকে সত্বর
আহ্বানিয়া হেথা কহ তাহারে,
হিতাহিত চিন্তা না করি বিচার
সদা আজ্ঞাকারী রহে সে আমার
মৃগয়া কপটে   সরস্বতী তটে
চকিতে হরিব যবে ভদ্রারে।"

অর্জ্জুন বচন   করিয়া শ্রবণ
যদুকুলধন কহিলা পরে,
"ত্যজ প্রিয়সখে! চিন্তা অকারণ

শীঘ্র দারুকের হবে আগমন,
তব অভিলাষ না হ'তে প্রকাশ
বলেছি বিমান প্রস্তুত তরে।"

কহিয়া কেশব না হ'তে নীরব
পলকের মাঝে উরিলা তথা
কৃতাঞ্জলিপুটে সারথি-প্রধান
দারুক সুমতি দক্ষ মতিমান
করিলা জ্ঞাপন রক্ষিত স্যন্দন
কুবের আদিষ্ট পুষ্পক যথা।

হেরিয়া দারুকে কহেন কৌতুকে
যাদব ঈশ্বর মধুর ভাষে,
"শুন সর্ব্বগতি দারুক সুমতি
চির-সর্ব্বপ্রিয় সুযোগ্য সারথি!
কর্ত্তব্য সাধন কার্য্য নিরূপণ
ন্যস্ত তব করে গাঢ় বিশ্বাসে।

অর্জ্জুনের বাণী মম আজ্ঞা মানি
পালিবে সতত যতন ক'রে
কি কব অধিক, জানিও অন্তরে
নহে ধনঞ্জয়, আমি রথোপরে
পার্থ কন যথা রথ লয়ে তথা
যাইবে সর্ব্বথা অতি সত্বরে।"

শুনি সবিশেষ, কৃষ্ণের আদেশ
শিরোধার্য্য করি নমিলা তাঁয়;
চাহি কুন্তীসুতে কৃষ্ণ সুধীবর
আদেশিলা, "সজ্জা করহ সত্বর
প্রস্তুত বিমান হের বিদ্যমান
বিলম্বিলে এবে ঘটিবে দায়।"

প্রিয়সখা ভাষে অধিক আশ্বাসে
উঠিলা বীরেন্দ্র সাজিতে ত্বরা,
ছাড়িয়া আপন বল্কল-বসন
দিব্য পরিচ্ছদে নয়ন-রঞ্জন
আবরিল কায়, রাহুমুক্ত প্রায়
সৌরকররাশি পূরিল ধরা।

কেয়ূর বলয় অলঙ্কারচয়
নিবেশিলা যত্নে স্বস্থানে বীর
কার্ম্মুক, তূণীর, খড়্গ, বর্ম্ম, শূল
ধরিলা বলেন্দ্র যত অস্ত্রকুল,
শোভে শ্যাম অঙ্গে নানাবিধ রঙ্গে
ইন্দ্রধনু-প্রায় গগন-শির।

যোদ্ধৃবেশ ধরি কৃষ্ণে আশুসরি
দাঁড়াল বিজয় সখার পাশে,
নীল নভে যেন মেঘের উদয়
বর্ম্মতেজোরাশি বিজলী খেলয়,
আলিঙ্গি উভয়ে সানন্দ হৃদয়ে
লইলা বিদায় মধুর ভাষে।

সুসজ্জ স্যন্দন করি আরোহণ
আদেশিলা সূতে অর্জ্জুন বীর,
"চালাও দারুক, শীঘ্র রথবর,
দেখিব বাসনা মহিলা-নিকর
কিরূপে সজ্জিত যাদবের হিত
রচে অধিবাস স্রোতসী-তীর।"

শুনি পার্থ-বাণী কৃষ্ণবাক্য মানি
চালাইলা রথ নক্ষত্র-গতি,
ঘর্ঘর নিনাদি ছুটিল বিমান

স্থাবর জঙ্গম গিরি কম্পমান,
দেখিতে দেখিতে উরিলা ত্বরিতে
যথা সরস্বতী সুমন্দগতি।

নদী সরস্বতী রমণীয়া অতি
তরঙ্গ-বিভঙ্গে চলিছে সতী
দ্বারকা বেষ্টিয়া কুলু কুলু নাদে
নাচিয়া নাচিয়া চলে মহাহ্লাদে,
মুক্তার মেখলা যেন বা সরলা
পরেছে নগরী আদরে অতি।

চারু তীর্থ-মালা মসৃণ উজালা
দুঁহু তটে তার বিস্তারে শোভা,
ধবল, বিস্তৃত, সুরম্য চত্বর
আসিবে যাদব মহিলা সত্বর
বক্ষ খুলি তাই রয়েছে সদাই
ধরিবে লাক্ষা রাগ মনোলোভা।

রবির উদয়ে তরঙ্গ নিচয়ে
প্রতিফলি সৌর-কিরণমালা
হীরক মণ্ডিত দিব্য অলঙ্কার
ধরিয়া মস্তকে শোভার আধার
দেবকন্যা প্রায় তরল প্রভায়
ছুটিতেছে দিক্ করিয়া আলা।

মৃগ-অন্বেষণে যেন ব্যস্ত মনে
ভ্রমেন কৌন্তেয় সৈকতোপরি,
তবে কতক্ষণে অদূরে হেরিলা
আসে ভদ্রাবালা বেষ্টিত মহিলা
ধরি সত্যা-করে রূপে আলো ক'রে
বিতরি সুগন্ধ সমীরে মরি।

নানা অস্ত্র ধরি অগণ্য প্রহরী
যমদূতসম ভীম মূরতি
নিয়োজিত কুলললনা রক্ষিতে
রহি দূরে দূরে চলে চারিভিতে,
করিণী মাঝারে করিগণ ধারে
চলে যথা মত্ত মন্থর গতি।

যাদব-ললনা মধ্যে সুলোচনা
পূর্ণিমার চাঁদ তারকা মাঝে ;
কনক-বরণী কমলার সমা,
সুরূপা সুভদ্রা প্রতিমা সুষমা
মরাল-গমনা, চঞ্চল-লোচনা,
বদন-চন্দ্রমা রক্তিম লাজে।

তৈল হরিদ্রায় লিপ্ত বালা-কায়
সুরঞ্জিত দেবী-মূরতি প্রায়,
আরক্ত চরণ অলক্তক-রাগে,
ফণিনী আকারে বেণী পৃষ্ঠভাগে,
দল দল দোলে ঝল মল ঝলে
অলঙ্কার কত উজ্জ্বলাভায়।

আকর্ণ বিস্তৃত অঞ্জনে রঞ্জিত
সগর্ব্বে গঞ্জিছে খঞ্জন-আঁখি,
কমল-কোরক পয়োধরদ্বয়,
নিতম্ব নিবিড় অনঙ্গ-আলয়,
বামা নিরুপমা হেরি মনোরমা
মোহিত ফাল্গুনি স্যন্দনে থাকি।

হেরিলা বিজয় সহ নারীচয়
উপনীত ভদ্রা নদীর তীরে,
অমনি কিন্নরী নিন্দিয়া অঙ্গনা

গাইল মধুর, বাজিল বাজনা,
হুলুধ্বনি করি যাদব-সুন্দরী
ভদ্রা লয়ে সবে নামিলা নীরে।

রমণী সকলে নিমজ্জিলে জলে
নীল নীরে শত চন্দ্র উদয়
কিবা শোভে নীল নভ নিশাকালে
একই চন্দ্রমা তারকার জালে ?
স্নান করি সবে উঠিলা গরবে
সাধিতে সহর্ষে মাঙ্গল্যচয়।

সঙ্গে সত্যভামা আর যত বামা
এসেছে বালারে করা'তে স্নান,
কেহ না জানিত অর্জ্জুন ভদ্রারে
হরণ মানসে সরস্বতী ধারে
করে বিচরণ শ্রীকৃষ্ণ-স্যন্দন
আরোহিয়া সুখে অদ্ভুত যান।

সত্রাজিত বালা লয়ে ফুলমালা
আরোপিলা কম্বু-কণ্ঠে ভদ্রার,
হুঁহু আঁখি দিয়া বিদ্যুৎ স্ফুরণে
দোঁহাকার ভাব জানিল দুজনে,
ত্রস্ত রামাগণ করে আলাপন
কেন বা স্যন্দন তটিনী-ধার !

এমনি সঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণ
অবনী অম্বরে হয় অনুক্ষণ,
কাদম্বিনী-কুল গর্জ্জি ঘন ঘন
পরস্পরে মুহু করে আলাপন,
অবনী যেমন অম্বর তেমন
স্ফুরণ-সঙ্কেতে জানায় মন।

ঘর্ঘর-নিস্বন দারুক-স্যন্দন
দেখিয়া বিস্মিত সব বয়ান,
তবে সত্যভামা কন, "রামাগণ!
কি হেতু সকলে উৎকণ্ঠিত মন?
যাদব-ঈশ্বর ভ্রমে নিরন্তর
করি সবাকার হিত-বিধান।

এইরূপ করি কতবালা হরি
কত বীরবর করে অর্জ্জন
ক্ষত্রিয়ের যশ, ক্ষত্র-মানধন,
বিবাহেতে বিঘ্ন করি সংঘটন;
হয় ত কংসারি তাহাই বিচারি
আগুসারি আসি করে ভ্রমণ।

নির্ভয় হৃদয়ে মাঙ্গলিকচয়ে
সমাপি যাইব চল ভবন,"
আশ্বাস-বচন সত্রাজিতীমুখে
শুনিয়া সকলে হৃদয়ের সুখে
যার যেই কাজে সাধিতে অব্যাজে
আরম্ভিলা সবে সহর্ষ মন।

পার্থ মহারথ চালাইতে রথ
দানিলা আদেশ দারুকে ত্বরা,
অমনি বিমান ধায় বায়ুগতি
ক্ষণে উপনীত যথা ভদ্রাবতী,
ধরি বামাকরে তুলি রথোপরে,
লইয়া বীরেশ পুলকে ভরা।

কাঁদিলা যত নারীচয়,
শিরে করাঘাত সঘন করি যত সুন্দরী
ধরিবারে রক্ষকে কয়,

মরি ! হাহাকার শবদে গগন বিদারিল
কাহারে হেন কাজ সয় ?
যাহা সাধিল পার্থ দুরাশয়।

ধাইল কেহ সভাতল
দিতে নিদারুণ সন্দেশ পার্থ হরিল বালা
মাঝেতে যত রামাদল,
অতি বলশালী রক্ষকে নারিল নিবারিতে
যুঝিছে সহ দলবল
সহ ভীষণ পার্থ মহাবল।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন কাব্যে 'হরণং' নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ষোড়শ সর্গ।

হরিলা যাদববালা তৃতীয় পাণ্ডব ;
দূতমুখে শুনি হেন নিদারুণ বাণী,
বিনা মেঘে বজ্রপাত সম,—অকস্মাৎ
কৃষ্ণহীনা যদুসভা হইলা স্তম্ভিত,
হিমানী-প্রপাতে যথা স্তব্ধ হ্রদজল :
চিত্রপুত্তলিকা প্রায় নীরব নিশ্চল
রহে যদুবীর সবে অভিভূত রোষে,
অভিমানে ; ক্ষণে ক্ষণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
ধবল অচলপ্রায় সুবিপুল কায়
মহাবল হলধর দংশিছে অধর
চারু, মহা অপমান ভয়ে, কলেবর,
মন্দর পর্ব্বত সম, উঠিছে ফুলিয়া।
মদালস-বিঘূর্ণিত অতীব ভীষণ
আরক্ত-লোচনযুগে অনলের কণা
নিঃসরে। স্বেদাম্বুধারা ঝরে কলেবরে,
গিরিরাজ গাত্রে যথা ঝরে নির্ঝরিণী।
থর থরি কম্পে দৃপ্ত বিরাট শরীর,
আগ্নেয় পর্ব্বত যথা কম্পে ঘন ঘন,
রোষবশে উদ্গীরণ করি অগ্নিশিখা,
নিঃস্রাবি গৈরিকধারা দম্ভে তেজোভরে,
অথবা ভূধর যথা ঘোর ভূকম্পনে।
সংক্রুদ্ধ কেশরী সম গরজি গম্ভীর,
কহিলেন তবে বলভদ্র বলী, চাহি
যদুকুল পানে, "যাও যদুবীরচয়!

ধরহ পাণ্ডবে ত্বরা, নাহি পলাইতে
পাপাচার ; এত স্পর্দ্ধা, হরে দুষ্টমতি
ভগিনী আমার ? চন্দ্র ধরিবারে সাধ
বামন হইয়া ? এই দোষে আজি আমি
নিষ্পাণ্ডবা বসুমতী করিব নিশ্চিত,
নিঃক্ষত্রিয়া ক্ষিতি যথা করে রাম রোষে,
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যবে নাশিলা ভৃগুরে।
আকর্ষি লাঙ্গলে, ডুবাইব ইন্দ্রপ্রস্থে
সাগর-সলিলে ; জানে না হলীরে পাপী ?
যে পুরে পশিতে শঙ্কা শমন সতত
গণে, কি সাহস, কিম্বা সে বিক্রম হেন
পাণ্ডবের, যাহে করে চৌর্য্যবৃত্তি হেন
গৃহে পশি ? অবস্থিতি যাহার আশ্রয়ে,
সর্ব্বনাশ করি তার রহিবে ধরাতে ?
যে শাখাতে বসে মূঢ়, সেই শাখা কাটে ?
না পাবে নিস্তার কভু পলাইয়া পাপী ;
পৃথিবী খুঁজিয়া তারে নাশিব নিশ্চয়।
প্রজ্বালিত করিয়াছে যেই রোষানল,
তাহে পুড়ি ভস্মীভূত হবে দুরাচার
পাপিষ্ঠ সবংশে, কপিলের রোষানলে
সবংশে সগরকুল ভস্মীভূত যথা ;
কিংবা যথা বনস্থলী দগ্ধ দাবানলে।
জানি চিরদিন তরে হীনমতি, খল
জারজ পাণ্ডব ধরাতলে, জানিয়াও
করে কৃষ্ণ তাহাদের সনে প্রীতি, সখা
বলি কুন্তীর নন্দনে স্বপুরে আদরে
দিল স্থান, দুগ্ধ দানে পুষিল সে কাল

ভুজঙ্গমে, নহে কোন হেতু অপমান
হেন হবে সংঘটন ? কোথায় কেশব
এবে ? ডাক শীঘ্র তারে, প্রিয়সখা-কীর্ত্তি
নয়নে দেখুক আসি, যার কার্য্যদোষে
কুলের গৌরব নষ্ট, হিমানী সম্পাতে
নলিনী-সৌন্দর্য্য যথা, অথবা যেমতি,
শশীর গৌরব নষ্ট, রাহুর পরশে।
রাখিব না অনুরোধ কারো আজি আমি,
অর্জ্জুনের অব্যাহতি নাহি এ ধরায়,
অপমান-প্রতিশোধ অবশ্য লইব।
যাও শীঘ্র, ফিরাও সে দুষ্টমতি চোরে,
আমিও সসৈন্যে ত্বরা মিলিব পশ্চাতে।"
এত বলি নীরবিলা বীর হলধর,
নীরবে বরষাকালে, কড় কড় নাদে,
নাদিয়া অম্বর যথা। গিরিদরী মাঝে
যথা হইলে আরাব, ঘোর প্রতিধ্বনি
তার উঠে সেইক্ষণে, বলভদ্র বাক্যে
তথা স্তব্ধ সভাস্থলে উঠিল নিনাদ
ঘোর, নিন্দি কুন্তীসুত ধনঞ্জয় বীরে।
সম অপমানে সবে হইয়া পীড়িত
রোষে হুহুঙ্কারি ঘন, রামের আদেশে,
কুলমানরক্ষাহেতু যাদব-নিকর—
দুর্জ্জয় সংগ্রামে, স্ব স্ব প্রহরণ লয়ে—
ধায় দ্রুতগতি ; সমুদ্র-প্রবাহ যথা,
উঠিলে তুমুল ঝড়, দিক অন্ধকারি।
হেথা রথী ধনঞ্জয়, তীক্ষ্ণ শরজালে
বিমুখিয়া অবহেলে রক্ষক-নিচয়ে,

ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে ধায় বায়ুবেগে।
পশ্চাত হইতে তবে আহ্বানি অর্জ্জুনে
কহে যদুবীরগণ, সগর্ব্ব বচনে,
"না পলাও ধনঞ্জয়! শৃগালের প্রায়,
উপযুক্ত নহে তব হেন আচরণ;
মহাবীর-খ্যাত যোদ্ধা তুমি এ ধরায়।
ভয় হেতু যদি তব পলাইতে বাঞ্ছা,
কি সাহস কিবা স্পর্দ্ধা তব, দুরাচার!
শেষ না ভাবিয়া যাহে করিলি হরণ
যাদবী-ললামমণি সুভদ্রা সুন্দরী?
বাখানি সাহস তোর, ওরে মূঢ়মতি!
কুক্কুর হইয়া ইচ্ছ দেবভোগ্য হবিঃ?
সুধাপানে বাঞ্ছা তোর, দানব দুর্ম্মতি?
খঞ্জ হয়ে উচ্চগিরি লঙ্ঘনে লালসা?
প্রবল যাদবদল না ছিল কি মনে,
ত্রিভুবন কম্পে যার ডরে? কৃষ্ণ সখা
ব'লে করিতাম সমাদর, পূজিতাম
তোমা কৃষ্ণসম জ্ঞানে। সে গৌরব আজি,
আপনি করিলে খর্ব্ব আপনার দোষে।
ইচ্ছা করি নাশিয়াছ যদুকুলমান,
জ্বালায়েছ কালরূপী রাম-রোষানল,
পতঙ্গের প্রায় এবে সে আগুনে পুড়ি,
প্রায়শ্চিত্ত সে পাপের করিবি নিশ্চয়।
শৃগাল সদৃশ যদি পলাইতে আশ,
অপহরি পরদ্রব্য, নাহি সে বিবর
ধরাধামে, যাহে পশি ভুঞ্জিবি সে দ্রব্য
লয়ে। সযতনে দিলা আশ্রয় তোমারে

যিনি, তাহার উচিত শাস্তি করিয়াছ
দুষ্টাশয়। মিত্রোত্তম তুমি যে কৃষ্ণের,
কৃতজ্ঞতা চিহ্নরূপে ক'রেছ হরণ
ভাগিনী তাহার, দিয়া কালিমা বদনে।
ধৃষ্টতার প্রতিফল পাইবি সত্বর।
ক্ষত্রকুলগ্লানি তুই, না পলাস্ ডরে,
বুঝিব বীরত্ব তব, দেহ ফিরি রণ।"
এ হেন কর্কশ-বাণী শুনি পার্থবীর
যাদবীয় চমূমুখে, কহিলা দারুকে,
"ফিরাও সারথি! রথ, হের দেখ মোরে
আহ্বানিছে যদুবল সমরের তরে।
নাহি করি যুদ্ধ দান যাদব-নিকরে,
পৃষ্ঠ প্রদর্শন কভু পাণ্ডবে না শোভে।
ফিরাও সত্বর রথ, দেখাব যাদবে
বীরপণা বিজয়ের আজি মহাহবে।"
কৌন্তেয়-বচন শুনি সারথি দারুক,
বিনম্র প্রকৃতি, কহে কৃতাঞ্জলি পুটে,
"অসঙ্গত আজ্ঞা দেব! সংক্ষুব্ধ সাগর
সম উত্তেজিত এবে দুর্জ্জয় যাদব-
বল, মহাবল পরাক্রান্ত সবে, কাঁপে
চরাচর যাহাদের নামে,—কামদেব,
চারুদেষ্ণ, শাম্ব আদি কৃষ্ণসুতচয়—
সকলি শ্রীকৃষ্ণ তুল্য বীর্য্য পরাক্রমে;
দীপ হতে প্রজ্বালিত দীপশিখা যথা
সমতেজা। কার হেন সাধ্য ভবে, পারে
জিনিতে এ সবে? একেশ্বর কি করিবে
অসহায় তুমি? মূর্ত্তিমান কৃতান্তের

সম একৈক যাদব। না বুঝিয়া দেব!
অসীম উন্মত্ত, ক্ষুব্ধ পারাবার মাঝে,
ক্ষুদ্র পোত সম, কহ, লইবারে দাসে,
এ ক্ষুদ্র স্যন্দনে, ওই অগণ্য প্রমত্ত
যাদবীয় সৈন্য মাঝে। একা তুমি, কহ,
বিমুখিবে কত শত জনে?" এত বলি
নীরবিলা সূত, চাহি অর্জ্জুনের পানে।
সহাস্যে উত্তর দিলা সারথি-বচনে
বীর সব্যসাচী, "কেন ওহে সূতবর!
বাস ভয় মনে, দেখি এ যাদব-সৈন্য?
জান না কি সুধীবর! লক্ষ্যভেদ পরে
অগণ্য কৌরব-সৈন্য, বলবীর্য্যশালী
ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ—শল্য, শাল্ব, কর্ণ,
জরাসন্ধ, শিশুপাল—আর বীর যত,
অসহায় ধনঞ্জয়ে বেষ্টিয়া সকলে,
কাড়ি লইবারে কৃষ্ণা, বীর পরাক্রমে,
করিলা অদ্ভুত যুদ্ধ? তখনো একক
আমি বিমুখিনু সবে, বিমুখয়ে সিংহ
যথা অজাদলে। সেই সব্যসাচী এবে
পরাঙ্মুখ হবে রণে দেখি এ যাদব-
গণে ফেরুপাল সম? যুদ্ধ ত করিব
আমি, জয় পরাজয়, অথবা শমন
দণ্ড, ধনঞ্জয় ভাগ্যে লেখা; কি কারণে
তবে, কহ সুধীবর! বিমুখ লইতে
রথ যাদব সম্মুখে? নিজগুণপনা
না হয় উচিত কভু করিতে প্রকাশ।
ফিরাও স্যন্দন শীঘ্র, দেখিবে অচিরে

কিবা বীর্য্য পরাক্রম ধরে ধনঞ্জয়।
ওই শুন পুন ডাকে যাদববাহিনী
করি আস্ফালন; সম্মুখে না অগ্রসরি
করি যদি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন, বাহুড়িয়া
ধর বলি আসিবে পশ্চাতে, ধায় যথা
নরগণ চোরের পশ্চাতে ধরিবারে
সে তস্করে, উচ্চরবে ফুকারিয়া "চোর"
বলি ঘন; কিম্বা যথা ডাকে শিবাদল,
শার্দ্দূল পশ্চাতে, যবে পশি পল্লীমাঝে
দুষ্ট, করে বিচরণ, ধরিবারে গাভী
ছাগ আদি জীব, গৃহস্থের বাটী হতে।
কভু তা সবে না হৃদে, শুন হে দারুক!
বরঞ্চ সমরে পশি ত্যজিব পরাণ,
যুঝিব সে জন সহ, আগুসারি যেই
আসিবে করিতে রণ, হলধর কিম্বা
কেশব আপনি। সাধি ক্ষত্রিয়ের কাজ,
লভিব সুযশ কিংবা যাব স্বর্গপুরে।"
"মানি বটে ধনুর্দ্ধর-শিরোমণি তুমি,
শ্রুতকীর্ত্তি এ জগতে," কহিলা দারুক,
"কিন্তু একেশ্বর এবে যুঝিবে কি ব'লে,
অগণ্য অরাতি সহ? ক্ষুদ্র পিপীলিকা
বহু হইলে মিলিত, সমর্থ নাশিতে
মহাদর্প সর্পবরে; বিশেষতঃ তব
কেশবনন্দন সহ অযুক্তি সমর।"
বাধিয়া দারুকে তবে পার্থ বীরমণি
কহিলা সদর্পে, "জান না দারুক! তুমি
একার প্রতাপ! একা সিংহে নাহি পারে

অজার সংহতি, একেশ্বর পুরন্দর
সমর্থ নাশিতে দিতিসুতগণে, একা
হনুমান দহেছিলা লঙ্কা রাবণের।
জেনে শুনে কেন দেহ উপদেশ মোরে?
কে শুনে তোমার যুক্তি হেন অসম্ভব?
কি বলিয়া অবহেল মম আজ্ঞা এবে?
ক্ষত্রিয় তনয় আমি, যুদ্ধ হেতু মোরে
ডাকিতেছে ক্ষত্রচয়, না দানি সমর
পলাইলে, অপযশ ঘোষিবে ত্রিলোকে,
ভীরুমতি ধনঞ্জয় কাপুরুষ বলি।"
উত্তরিলা সূতবর সব্যসাচী প্রতি
"ক্ষম অপরাধ মম পাণ্ডব ধীমান!
এ আদেশ কোন মতে নারিব পালিতে,
আর যাহা কহ, এখনি পালিব দেব!
শিরোধার্য্য করি, ইন্দ্রপ্রস্থধামে কিংবা
ইন্দ্রের আলয়ে, অচলে, অরণ্য মাঝে
সাগর-গহ্বরে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে
বলিবে যথায়, লইব স্যন্দন তথা,
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না হইবে কখন।"
বিস্ময়ে সারথি মুখে শুনি হেন বাণী
কহিলা গম্ভীরে তবে বীর ধনঞ্জয়,
নাদে যথা জীমূতেন্দ্র অম্বরপ্রদেশে,
"কি কহিলে সূতবর? স্বপনেও কভু
ভাবি নাই মনে, তব মুখে হেন বাক্য
করিব শ্রবণ। কি সাহসে অবহেল
আদেশ আমার? কি কহিলা বাসুদেব
যাত্রাকালে আজি তোমা অতি সযতনে,

স্মরণ না হয় তব? 'আমা হেন মানি
ধনঞ্জয়ে, আজ্ঞা তার পালিবে সতত।'
সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কি এবে
কলঙ্ক সাগরে মোরে ডুবাতে তৎপর?
হেন আচরণ তব কভু না সম্ভবে,
সূতকুলশ্রেষ্ঠ তুমি। ফিরাও স্যন্দন,
যুঝিব যাদবদলে নির্ভয়ে সর্ব্বথা,
দেখাব বীরত্ব মম আজি চরাচরে।
করযোড়ে পুনঃ তবে কহিলা দারুক
নম্রভাবে, "ক্ষমা তব যাচি মতিমন্!
না আছে শকতি মম ফিরাতে স্যন্দন।
যাদব ঈশ্বর সম মানি তোমা সদা,
কেন তবে অবহেলি আদেশ তোমার,
হইব অপ্রিয়পাত্র? চক্রধর রথে—
এই সে গরুড়ধ্বজে—লয়ে কৃষ্ণসুতগণে,
করিতাম খেলা কতমত, কতস্থানে
করেছি ভ্রমণ; চিরদিন বদ্ধ আমি
তাহাদের মায়াপাশে, এবে সেই রথে
আরোহিয়া সুখে, কৃষ্ণসন্ততিনিচয়ে
আক্রমিবে রণে শূর, কেমনে তা বল,
সহিবে পরাণ মম—প্রীতিপাত্র তারা?
স্বরোপিত বৃক্ষ বল কে দেয় ছেদিতে?
কি করিয়া কহ দেব! কি কঠিন প্রাণে,
বল, চালাইতে রথ যাদব সম্মুখে,
নাশিতে তাদের, তব তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে?
ক্ষম বীরোত্তম! কভু না সম্ভবে হেন
কার্য্য আমা হ'তে— প্রভুকুলনাশকারি।

কভু কর্ণে এ কিঙ্কর করে নি শ্রবণ,
জানে নাই হেন দায় ঘটিবে অচিরে,
সুভদ্রা কারণ, তাই সে এসেছি রথে
সারথি হইয়া, তা না হলে এই দাস—
সদা রত যাদবের হিতে—করিত কি
কভু সারথ্য গ্রহণ যদুবর রথে ?
আরোহিয়া যাহে চাও যাদবে নাশিতে ?'
ব্যঙ্গভাবে সম্বোধিয়া দারুকে তখন
কহিলা শূরেশ, "ভাব কি হে সূতবর !
কৃষ্ণসুতচয় প্রিয়পাত্র তব, আর
অপ্রিয় আমার ? পুত্রসম প্রিয় সদা,
হেরি তাহাদের ; বাৎসল্য ভাবেতে পূর্ণ
পরাণ আমার। বিদরে হৃদয় আজি
অরিরূপে ভেটিতে সে সবে ; নিরূপায়
কিন্তু আমি এবে, ক্ষত্রিয় হইয়া হের
আহুত সংগ্রামে, সাধিব ক্ষত্রিয় কার্য্য,
যে আসে যুঝিতে, এই সে ক্ষত্রিয় নীতি
ধর্ম্ম সনাতন। অধার্ম্মিক নহে কভু
পাণ্ডুর নন্দন। তোমার সাহায্য কিন্তু
নাহি লব আর ; বিশ্বাসের পাত্র নহ
দারুক দুর্ম্মতি ! ভুঞ্জ এবে কর্ম্মযোগ্য
ফল !" এতবলি বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়
শূর বান্ধিলা দারুকে, রথস্তম্ভ সহ ;
বাঁধে যথা গোপগণ বৎসতর লয়ে
গাভীর জানুর সহ দোহন-সময়ে।
সহাস্যে বন্ধন সূত সহিলা অবাধে,
সহেছিলা যথা সিন্ধু আনন্দিত মনে,

যবে দাশরথি রথী বেঁধেছিলা তারে
পশিবারে লঙ্কাপুরে সীতা উদ্ধারিতে।
এ নহে বন্ধন, শুধু মুক্তির উপায়।
কাড়ি লয়ে কশারশ্মি বীর ধনঞ্জয়,
পায়ে চাপি মুহূর্ত্তেকে, ফিরাইলা রথ।
দুই হস্তে টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ তবে
পশিলা সমরে শূর। প্রণয়ীর দুঃখ
হেরি প্রণয়িণী-হিয়া বাজিল সহসা,
বাজে যথা, একেরে ধ্বনিলে সমস্বরে
বাঁধা যন্ত্র আর। সবিস্ময়ে খিন্নমনে
চাহি প্রিয়মুখ পানে, ভাষিলা সুদতী,
"কি কারণে প্রিয়তম! এ হেন আয়াস?
সুখে সুখী দুখে দুখী থাকিতে সকাশে?
দেহ কশারশ্মি মোরে, চালাইব রথ,
না হবে অক্ষম দাসী সাধিবারে কার্য্য
তব। এই রথে করি আরোহণ, আর্য্য
যদুবর কৃষ্ণ, রামাদল সহ, কত
বার করেছি ভ্রমণ, চালায়েছি এই
বায়ুগতি তুরঙ্গমচয়, বাখানিত
বহুমতে যাদবেন্দ্র কৌশল আমার।"
এত বলি কশারশ্মি লইয়া স্বকরে
চালাইলা তুরঙ্গমে, পবন-সমান
বেগে; ছুটিল স্যন্দন বিদ্যুৎ-গমনে।
উড়িল ভদ্রার মুক্তকেশ বায়ুভরে,
উড়ে যথা বৈজয়ন্তী মৃদুল হিল্লোলে।
প্রশংসিল পার্থ দেখি কৌশল বালার,
উৎফুল্ল হইয়া চিতে। যাদবনিকর,

দূরে থাকি সবিস্ময়ে হেরিলা চকিতে,
রথের উপরে পার্থ, সম্মুখে তাহার
সঞ্চারিছে রথবরে ভদ্রা বিনোদিনী,
যেন শোভে নীল জলে স্বর্ণ পঙ্কজিনী।
মনোরথগতি রথ, অতি দ্রুতবেগে,
ধাঁধিল নয়ন তথা সবার, আ মরি!
ঘনক্রোড়ে ক্রীড়াশীলা চপলার প্রায়।
ক্ষণপরে পার্থরথ উরিলা সহসা
যাদবীয় চমূমাঝে, ঘর্ঘর নির্ঘোষে,
অশনি সম্পাত যথা বিভীষণ নাদে।
দেখি সে গরুড়ধ্বজ অবনী উপর,
আক্রমিল ঘেরি দ্রুত যাদবেন্দ্রগণ
তীক্ষ্ণতম প্রহরণে ব্যথিয়া বিজয়ে।
মুহূর্ত্তেকে শরজাল নিবারি ফাল্গুনি
ধনুর্দ্ধর শিরোমণি—মহাস্ত্র নিচয়
করিলা বর্ষণ বেগে যাদব উপরি,
বরষে বারিদ যথা বরিষার কালে।
সমরে অমরতেজা, অনাক্লিষ্টতনু,
শূরচূড়ামণি পার্থ, নিমেষের মাঝে,
পরাজয়ি যত্নবলে, দীপিলা মধ্যাহ্ন
সূর্য্যসম তুর্নিরীক্ষ্য। জর্জ্জরিত শরে
যদু-অনীকিনী, অবসন্ন কম্পমান
তনু; সবিস্ময়ে সবে হেরিলা নিমেষে
পার্থময় রণস্থল—অদ্ভুত কৌশলে
সুভদ্রা চালায় রথ খরতর বেগে;
যেদিকে ফিরায় আঁখি যাদব-নিকর
সেই স্থানে উপনীত পার্থ বীরবর।

কিবা দ্রুত ইন্দ্ররথ চালায় মাতলি,
ভদ্রারথ তুলনায় অতি মন্দগতি।
উদ্ভাসিত করি করে দিক্ সমুদয়
ধাইছে স্যন্দন উল্কাবেগে, বিমর্দ্দিয়া
কত শত বাহিনীনিকরে চক্রাঘাতে।
সব্যসাচী করে ঘূর্ণ্যমান ধনুঃখণ্ড
মণ্ডল আকারে, উগরিছে কালান্তক
হুতাশন-শিখাসম খর শরজাল
অবিরাম, উদ্ভাসিত তাহে রণভূমি,
উদ্ভাসিত পৃথ্বিতল যথা সৌরকরে।
সুপ্রদীপ্ত অস্ত্রচয়, বায়ুবেগে ছুটি,
উঠিছে অম্বরপথে শনশন স্বনে,
উজলিয়া দশদিশ; দীয়ালি নিশিতে
খধূপ আতস যথা ধায় অন্তরীক্ষে।
কলম্বনিকর পড়িতেছে ঊর্দ্ধ হ'তে,
যেন ফণিকুল, বিস্তারিয়া ফণা, ধায়
অরিদল মাঝে, জর্জ্জরিত করি সৈন্যগণে।
অর্জ্জুনের পরাক্রম সম্মুখে নেহালি
কাতরে যাদববালা চিন্তিল হৃদয়ে,
এই যে যাদব সৈন্য—দুর্দ্ধর্ষ সমরে—
নিশ্চয় হইবে নাশ পাণ্ডবের রণে।
অশনিসম্পাত যবে হয় গিরিশিরে
ম্রিয়মান নহে তাহে শৈলরাজ কভু,
কোমল ব্রততী কিন্তু পারে কি সহিতে?
হেরি পিতৃকুলক্ষয় চক্ষের সমক্ষে,
স্নেহাধার নারীহিয়া উঠিল কাঁদিয়া,
অশ্রুমুখী খিন্নমনা ভদ্রাগুণবতী

নলিনী মলিনী যেন সিক্ত হিমানীতে।
বিষাদে কহিলা পরে প্রাণেশে সম্বোধি,
"মরিলে সমরে নাথ! যাদব-বাহিনী
ভাসিবে শোকসাগরে পুরী দ্বারবতী;
কত যে কাঁদিবে মাতা পুত্রের বিহনে,
যাদবী-ললাম কত ভ্রাতা-পতি-শোকে,
কেমনে তা বল নাথ! সহিব পরাণে?
কি বলিবে রামকৃষ্ণ শুনিবেক যবে
যাদবনিকর হত অর্জ্জুনের শরে?
জ্ঞাতিক্ষয় হেতু যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত
হবে দুঁহু হৃদে, কে শমিবে বল তাহা?
সৃষ্টিলোপ হবে মহাবল দুই বীর
সংগ্রামে ভেটিলে; পরিণাম ভয়ঙ্কর
খ্যাত চরাচর, অনল বায়ুর যোগ
যথা ভয়াবহ। কি বলিবে সত্যাসতী,
লক্ষ্মী স্বরূপিণী রুক্মরাজবালা, আর
যত যাদব রমণী, শুনিবেন যবে,
সুভদ্রা চালায় রথ কশা বাড়ী হাতে?
কেমনে এ কালামুখ দেখাইব পুন
তাহাদের কাছে? একা ভদ্রা লাগি হের
মজিছে দ্বারকা এবে, সূর্পনখা লাগি
যথা লঙ্কার বিনাশ। ক্ষম প্রাণেশ্বর!
পরিহর রণ, অবোধ বালক ভাবি
বৃষ্ণিসুতগণে। তব বধ যোগ্য এরা
নহে কদাচন, ফেরুপাল শক্ত কভু
দৃপ্ত সিংহে বিমুখিতে ঘোর রণস্থলে?
অথবা নাহি কি অস্ত্র হেন তব ঠাঁই

সম্মোহিত হয় যাহে যাদবমণ্ডলী,
অহি যথা বিমোহিত মন্ত্রৌষধিগুণে ?
শ্রুত আছে দাসী নাথ ! স্মরপ্রিয়া-মুখে,
সম্মোহন নামে অস্ত্র ভুবনমোহন,
অব্যর্থ সন্ধানে যার মুগ্ধ ধরাতল।”
এত বলি নীরবিলা ভদ্রা মনস্বিনী,
নীরবয়ে বীণা যথা মধুর ঝঙ্কারে।
সে স্বর লহরী, পশি পার্থ শ্রুতিমূলে,
মথিল বীরেন্দ্র-হিয়া স্নেহাপ্লুত রসে।
দয়িতার বাক্য শুনি সহাস্যে ফাল্গুনি
উত্তরিলা ধীর স্বরে, “সত্য যা কহিলে
প্রিয়ে ! বৃথা মিত্র-ক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন ?
কি বলিবে শুনি আর্য্য সখা প্রিয়তম ?
যদুবলে অস্ত্রক্ষেপ, নিজ অঙ্গে ক্ষত
সম বাধিতেছে মোরে নিরন্তর, কিন্তু
সখি ! যাদবীয় চমূ কলঙ্কিত পৃষ্ঠ-
দেশ না করিবে কভু, রিপু অস্ত্রাঘাতে,
ধন্য শিক্ষা যাদবেন্দ্র দিয়াছে তাদিগে।
তবাদেশ শিরে ধরি, হিতবাক্য গণি,
অবশ্য পালিবে প্রিয়ে ! তব ধনঞ্জয়।
কি কারণে ম্লানমুখী অয়ি কমলিনি !
সম্মুখে থাকিতে তব সূর্য্য ত্বিষাম্পতি।
এতবলি ধনঞ্জয় করিলা স্মরণ
গন্ধর্ব্ব অঙ্গারপর্ণে, পরাজয়ি যারে,
বীর, জাহ্নবীর কূলে, করিলা মিতালি,
সূর্য্যবংশ চূড়ামণি রাঘবেন্দ্র বলী
করিলা মিতালি যথা নিষাদের রাজা

গুহকের সহ, পরাজয়ি রণে তারে;
যবে গিয়াছিলা বীর জনক সংহতি
জাহ্নবী সিনানে মিলি প্রিয়ভ্রাতৃগণ।
ফাল্গুনির প্রীতিবশে হইয়া মোহিত
মায়াবী গন্ধর্ব্বপতি, অদ্ভুত-কৌশল,
ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, তুষ্টি চিহ্নের স্বরূপ
প্রদানিতে অস্ত্র মিত্রে হইলা তৎপর,
যার মায়াপাশে বিমোহিতে জীবকুল
সতত গন্ধর্ব্বকুল অতুল জগতে।
সমরে অমরত্রাস ধনেশ বিজয়
উত্তরিলা সম্বোধিয়া নবমিত্র-বরে,
"কি কাজ সায়কে এবে, উদ্যত আমরা
সবে যাইতে পাঞ্চালে, দ্রুপদ-দুহিতা
যথা হবে স্বয়ম্বরা। তব দত্ত অস্ত্র
যবে হবে প্রয়োজন, স্মরিব তোমারে,
প্রদানিয়া ইষুবরে রেখ মোর মান।"
এবে প্রয়োজন বুঝি তুষিতে প্রিয়ারে,
পরাজিতে যদুবল বিনা রক্তপাতে,
মোহিতে সবারে, শূর, সম্মোহন বাণে
স্মরিলা গন্ধর্ব্বরাজে। স্মরণে উদয়
মাত্র, উরিলা গন্ধর্ব্ব মনোরথ গতি।
থাকি অন্তরীক্ষে তবে কহিলা বিজয়ে,
"কেন মিত্রোত্তম! হেথা স্মরিলা দাসেরে?
কি কার্য্য তোমার বল হইবে সাধিতে?
নিমেষে পালিব আজ্ঞা অতি সযতনে।"
হেরি মিত্রবরে পার্থ, পুলকিত কায়,
সাদরে কহিলা হাসি, "প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ

সখে, আছ মম পাশে, অভীষ্ট বিশিখ
দানে প্রয়োজন মত। এবে দেহ ভিক্ষা
অব্যর্থ-সন্ধান সেই সম্মোহন শর,
প্রভাবে তাহার পরাজিব যদুবল
বিনা রক্তপাতে। আজ্ঞামাত্র দিলা শূর
কিরীটীর হস্তে মন্ত্রপূত অস্ত্রবরে।
দীপ্তিময় তেজে বিভাসিল রণস্থল,
মধ্যাহ্ন তপন-তেজে যথা ধরাতল।
আকর্ণ টঙ্কারি গুণ সম্বোধি প্রিয়ারে
কহিলা অর্জ্জুন, "হের দেখ, প্রিয়ে! এই
সম্মোহন বাণ, ভুবনমোহন নাম
খ্যাত চরাচরে, কি কাজ সমরে আর?
এই অস্ত্রপাতে অচিরে যাদবকুল
হইবে শায়িত নিদ্রাবেশে, পুত্তলিকা
প্রায় সুসজ্জিত সুশায়িত বালিকার
যত্নে।" এড়িলেন অস্ত্র অতি চমৎকার,
মুহূর্ত্তেকে যদুবল হতবল, মোহে
পড়িল ঢলিয়া সবে, রণক্ষেত্র মাঝে,
মহাঝড়ে পড়ে যথা কদলীর বন,
কিম্বা যথা শস্যস্তম্ভ কৃষাণাস্ত্রে হত।
চিত্রার্পিতপ্রায় সবে হইলা দেখিতে।

মানিলা পরাজয় যদুবল সবে,
বার্ত্তা প্রেরিল হলধর দেবে,
আসিয়া কর দেব উচিত বিধান
রক্ষিতে পার যদি যদুকুল-মান।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন-কাব্যে বিগ্রহো নাম ষোড়শঃ সর্গ।

সপ্তদশ সর্গ।

স্তম্ভিত নীরব যাদবের সভা,
স্তম্ভিত যেরূপ আকাশ মণ্ডল
ঝটিকার পূর্ব্বে, পারিষদ সব
অধোমুখে বসি আছে না তুলি বয়ান।
যাদবী-ললাম সুভদ্রা সুন্দরী
সবার আদৃত গুণ গরিমায়
কৌরবে অর্পণ হলীর মনন
সে আশা নিরাশ এবে হত কুলমান।
সুনিস্তব্ধ সভা, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণ
প্রবল নিশ্বাস স্বনিছে সঘন
থাকিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বাসি পবন
ঘনঘটাকালে যথা গর্জ্জে ঘোর রবে।
হেন কালে তথা দেবকী-নন্দন
সদা মৃদুভাষ সহাস্য বদন
স্বীয় দেহ তেজে উদ্ভাসি ভবন
ধীরে ধীরে উপনীত সভাগৃহে তবে।
পরিহিত পীত-বসন সুন্দর
রত্ন-বিজড়িত ভূষণ-ভূষিত
বিকচ কমল আঁখি সুবিমল
দেহ হতে পদ্মগন্ধ প্রসারে চৌধারে।
যদুবংশচূড়া বৃদ্ধ উগ্রসেনে
প্রণমি করিলা চরণ বন্দন
পরে পূজনীয় যাদব-নিকরে
বন্দিলেন একে একে ভক্তি সহকারে।

আশীর্ববচন লভিয়া সবার
যাদব ঈশ্বর অগ্রজে তাঁহার
সম্বোধি সম্মানে, চরণ-পঙ্কজ
বন্দিলা কেশব ধীর ভক্তি-নম্র-শির।
কেশবে হেরিয়া বলভদ্র বীর
অভিমানে রোষে হইলা অধীর,
তাই তার ভিতে না চাহি ত্বরিতে
আনত বদনে রহে সভামাঝে ধীর।
চক্রী চূড়ামণি রুক্মিণী-বল্লভ
বুঝিলা রামের হৃদয়ের ভাব,
বিনম্র বদনে অগ্রজের পানে
কহিলা মধুর যথা বীণার নিক্কণ।
"কি দোষে অধীন দোষী তব পদে,
কহ আর্য্য! এবে নারিনু বুঝিতে,
কি দোষ পাইয়া মোরে না চাহিয়া
অধোমুখে উপবিষ্ট সংসদ-সদন।
ক্ষম অভিরোষ, জ্ঞানকৃতদোষ
কভু না করিবে তব এ কিঙ্কর,
অজ্ঞানতাবশে ক'রে থাকি যদি
ক্ষমা করি স্নেহাশীষ দেহ এ সেবকে।"
যেমতি নিদাঘ-তাপিত শরীরে
চাতক সঘন যাচি জলধরে
না পায় উত্তর, ক্রোধে জলধর
গম্ভীর মূরতি ধরি না দেখে যাচকে।
তেমতি কেশব-বচন-লহরী
যত প্রবেশিলা শ্রবণবিবরি

তত হলধর হন নিরুত্তর
অভিমান ভরে নাহি চান কৃষ্ণভিতে।

এ হেন অবস্থা দেখিয়া হলীর
কহে রুক্ষভাবে উগ্রসেন ধীর,
"কোন দোষ তব না আছে কেশব!
সদা অনুরত তুমি যাদবের হিতে?

কি হেতু কেশব! বল কি কারণ
অর্পিলে পাণ্ডবে আপন স্যন্দন
সারথি দারুক সহ তুরঙ্গম
হরিবারে ভগ্নী তব সুভদ্রা সুন্দরী?

না হইলে কভু মাধব সহায়
পাণ্ডব সাহস প্রকাশ কি পায়?
যে গৃহে পাণ্ডব লয়েছে আশ্রয়
সেই গৃহে করে চুরী কুলমান হরি?

রাজা দুর্য্যোধনে ভদ্রার কারণ
তব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করে আবাহন,
চিরবাঞ্ছা তার করিতে অর্পণ
স্নেহের ভগিনী ভদ্রা কৌরব-ঈশ্বরে।

সভাতে জেনেও সে ইচ্ছা তাঁহার
পাণ্ডবে দানিতে কামনা তোমার,
উপেক্ষি বচন রামের আমার
লভেছ আয়াস বহু ভগ্নীদান তরে।

অগ্রজে তোমার হেলায় না গণি
হেনেছ রামের হৃদয়ে অশনি,
আমারেও লজ্জা দিয়াছ আপনি
ব্যথিত না হবে কেন আমাদের চিত?

রামে অপমান যে করিতে পারে,
কুলক্ষয়কারী বলি জানি তারে,
আবার এসেছ বলিতে রামেরে
কেন নাহি চাহে রাম ক্রোধে তব ভিত ?”
মাতামহমুখে শুনিয়া বচন
পীড়িত মরমে যদুকুলধন
উত্তরিলা ধীরে সুমধুর স্বরে
বিস্তারি বাগ্‌জাল তথা কপটতাময়।
“না জানি কারণ বাতুলের প্রায়
কেন নিন্দ মোরে বসি এ সভায় ?
জ্ঞানের প্রতিভা হীন হয় যেবা
ধরা মাঝে মূঢ় তারে সর্ব্বলোকে কয়।
আমার স্যন্দন করি আরোহণ
করে যদি পার্থ সুভদ্রা হরণ
কি দোষ পাইয়া আমারে নিন্দিয়া
ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা কর কিসের কারণ !
কে না জানে পার্থ থাকি এ ভবন
মম রথ পরে করে বিচরণ
যখন যেখানে ইচ্ছা হয় মনে
ইন্দ্রের আলয়ে কিম্বা ভ্রমে ত্রিভুবন।
এই ধরা মাঝে লভিয়া জনম
নিজ কার্য্যে নর মত্ত অনুক্ষণ,
না করি আপন সঙ্কল্প সাধন
কে চাহে দেখিতে দেব ! কি করে অপরে ?
আমারি সারথি আমারি স্যন্দন,
তা ব'লে কি আমি হরণ-কারণ ?

কি করে ফাল্গুনি মনে হেন গণি
না যায় দেখিতে কভু সহৃদয় নরে।
আছে হেন ভ্রাতা এমন বর্ব্বর ?
কলঙ্ক আরোপ করে ভগ্নীপর ?
এ কথা সর্ব্বথা অবিশ্বাস্য যথা
সুপ্তোত্থিত জন কাছে অদ্ভুত স্বপন।
বিশেষত পার্থ মহা ধনুর্দ্ধর,
সর্ব্বত্র বিদিত ধার্ম্মিক প্রবর,
তাই তার ভিতে নিঃসন্দেহ চিতে
দ্বারকার নারী নর বিচারে স্বগণ।"
এত বলি কৃষ্ণ কমললোচন
মধুর বচনে করি সম্ভাষণ
কহিলা দূতেরে, "কহ দূতবর !
কিরূপে হরিলা পার্থ সুভদ্রা রতন ?
কিরূপে একক পার্থ বীরবর
সুভদ্রা হরণ করি অতঃপর
ভেটিলা সমরে অপ্রমেয় বল
যদুবল দল সহ করি প্রাণপণ।"
কৃতাঞ্জলি পুটে বিনম্র বচনে
কহে দূতবর বিষাদিত মনে,
"অপূর্ব্ব সে কথা হরণ-বারতা
শুনিলে বিস্মিত সবে হবে সভাজন।
স্নান কালে যবে সরস্বতী কুলে
গিয়াছিল ভদ্রা সখীগণ মিলে
আচম্বিতে পার্থ রথপরে তুলে
সঞ্চান যেমতি করে আমিষ হরণ।"

ক্ষণেক বিরমি ভাষে বীরবর
"কেমনে বর্ণিব অদ্ভুত সমর
যাহে পরাজিত যাদব-নিকর
অপ্রমেয় বীর্য্যশালী ফাল্গুনি সকাশে।
মতিমান পার্থ দয়াগুণান্বিত,
তাই যদুগণ এখনো জীবিত,
নহিলে সকলে করিয়া নিহত
যাইতেন দ্রুত বীর ভ্রাতৃগণ পাশে।
রথিকুলশ্রেষ্ঠ একে ত অর্জ্জুন
সুভদ্রা চালিত তাহাতে স্যন্দন
কখন কোথায় করে পর্য্যটন
না পায় দেখিতে তাহা রথিবৃন্দ কেহ।
নিমেষে ঘুরিছে, নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে আবার আকাশে উঠিছে,
উল্কাপাত সম অতি দ্রুত বেগে
চলিছে স্যন্দনবর উজলিয়া দেহ।
কি কৌশলে ভদ্রা, মানিনু বিস্ময়,
সঞ্চালিছে রথ তুরঙ্গমচয়,
যে যথায় আছে সেইখানে রয়
অথচ দেখিছে পার্থে সম্মুখে সবার!
কিন্তু কি কৌশল জানেন ফাল্গুনি!
যেন একবারে শত শত ফণী
উগরে বিশিখ সদৃশ অশনি
স্তম্ভিলা যাদব বল প্রভাবে যাহার।"
দূতমুখে শুনি অদ্ভুত বচন,
সবিস্ময়ে হলী তুলিলা বদন,

মদিরা আরক্ত উজ্জ্বল নয়নে
চাহি দূতবরে, বীর ভাবিলা বিস্ময়ে।
"শুনিনু শ্রবণে বড়ই অদ্ভুত
ভদ্রা চালে রথ কহিলা কি দূত?
আমি জানি কৃষ্ণ-সারথি দারুক
চালায় অর্জ্জুন রথ নির্ভয় হৃদয়ে।"
হরিলা ভগিনী পাণ্ডব নৃবর
নিদারুণ বাণী শুনি যদুবর
দারুণ শোকেতে বিহ্বল অন্তর
বসেছিল বজ্রাহত মহীরুহ প্রায়।
জানিয়া অর্জ্জুনে আসক্তি ভদ্রার
মরমে মরিলা বীর হলধর,
ঘোর আত্মগ্লানি ছাইল অন্তর
বরেছে কৌরবে সে যে বালা অনিচ্ছায়।
যথা যবে নর রোপিয়া উদ্যানে
পালে তরুবরে সলিল প্রদানে
বর্দ্ধিত তাহারে হেরি দিনে দিনে
কত আশা বাঁধে হৃদে ফললাভ তরে।
কিন্তু যবে হায় ভীম প্রভঞ্জন,
সমূলে তাহারে করে উৎপাটন,
শেল সম হানে নরের পরাণে
ভুক্তভোগী বিনা আর কে বুঝিবে পরে?
তেমতি আকুল বিষাদ সাগরে
ভাসিলা বীরেন্দ্র বিকল অন্তরে
সজল নয়নে কহে দূতবরে
সুভদ্রা চালায় রথ? কি শুনি শ্রবণে?"

বাধিয়া অগ্রজ-বচন-লহরী
ভাষে যাদবেন্দ্র কৃষ্ণ নরহরি
"দেখুন ভগিনী বিপক্ষ আচরি
অভিপ্রেত ফাল্গুনির সাধিছে কেমন।
যদি না আসক্ত হইবে পাণ্ডবে
কেমনে সে বালা দারুণ আহবে
বিপক্ষের ভাবে ভেটিবে যাদবে
তুষিয়া সে মহারথী অর্জ্জুনের মন?"
এত বলি কৃষ্ণ অগ্রজ হইতে
ফিরায়ে বদন আকুলিত চিতে
চাহি দূতভিতে লাগিলা ভাষিতে
"কহ শীঘ্র দূত নাশি সংশয় সবার,
কোথা আছে বল দারুক সুধীর?
কেন বা স্যন্দন নাহি চালে বীর?
কি হেতু বা বল রথে অচঞ্চল
বিরাজিছে সূতবর সম্মুখে ভদ্রার?"
জিজ্ঞাসিলে হেন দেবকী-নন্দন,
ব্রীড়া বিজড়িত সুদীন বদন,
কহে দূতবর হয়ে ত্বরাপর
"স্ববশে দারুক নাহি জানিবে সর্ব্বথা।
না চালে দারুক্ক রথ কি কারণ
নাহি জানি দেব! তাহার সন্ধান,
দেখেছি তাহারে বদ্ধ রথপরে
মহাবল বৃষ বদ্ধ যূপকাষ্ঠে যথা।"
দূতমুখে শুনি হেন বিবরণ
যদুকুলমণি কংসারি তখন

সহাস্যে সম্বোধি সভাসদ্‌গণ
কহিলা, "কি দোষ ইথে বুঝহ সকল।
আমারি সারথি আমারি স্যন্দন
করে থাকি যদি অর্জ্জুনে অর্পণ
হরিবারে মোর ভাগিনী-রতন,
সুভদ্রা চালায় রথ কি হেতু স্বেচ্ছায় ?
কেন বা দারুক নাহি চালে রথ
কেন অবস্থিত যূপকাষ্ঠ মত
কি কারণে সহে অপমান এত ?
হরণে দারুক নহে অর্জ্জুন-সহায়।"
বিরমিলা তবে দেব হৃষিকেশ,
গলে মণিমালা সুমোহন বেশ,
সুপীত বসন, বঙ্কিম নয়ন,
কটাক্ষে নেহালে সভা যেন স্পন্দহীন।
চাহিলা চকিতে অগ্রজের ভিতে,
কি ভাবে যাদব রেবতী-বল্লভ
করেন গ্রহণ তর্কযুক্তি সব
সুবিন্যস্ত সুসম্মত তথা সমীচীন।
হেরিলা লাঙ্গলী অটল অচল,
তুষার ধবল যথা হিমাচল,
মুগ্ধ নতানন নীরব নিশ্চল
নিস্পন্দ হরিণ যথা ভ্রমর-গুঞ্জরে।
সহাস্যে শ্রীপতি আরম্ভিলা পুন
গাইতে সানন্দে প্রিয়সখা গুণ,
একের উপরে অন্য আরোপণ
ক্ষুদ্র বীচিমালা যথা অতল সাগরে।

"কি হেতু অর্জ্জুন হেয় সবাকার ?
ধীর মনে বুঝ করিয়া বিচার ;
হরণ প্রকৃষ্ট ক্ষত্রিয় সবার
ক্ষত্রোচিত কার্য্য বীর সাধিয়াছে মানি।
যে কার্য্য সাধিয়া ভাব আপনারে
যশস্বী মনস্বী ধরণী মাঝারে
সে কার্য্য সাধিতে দেখি অন্য কারে
দোষ তারে দুরাচার কাপুরুষ জানি।
মানব প্রকৃতি করিলে বিচার
পরছিদ্র-গ্রাহী দোষ সবাকার
পাইবে দেখিতে সবার চরিতে,
দূষিছ অর্জ্জুনে যথা সুভদ্রা হরণে।
সমদর্শী যেই পুরুষ প্রধান
না করে কখন অবিধি বিধান,
উচিত সবার মরাল সমান
দোষ ছাড়ি গুণ সদা লভিতে যতনে।
যবে শশধর পার্ব্বণ নিশিতে
ভাসায় ধরণী কৌমুদী রাশিতে
করি বিমোহিত সকলের চিত,
কোন মূঢ় নিন্দে তারে কলঙ্কী বলিয়া ?
যদিও অর্জ্জুন করেছে হরণ
যত যাদবের আদরের ধন,
দোষ বলি তায় না মানি কখন ;
ক্ষত্রিয়ে হরণ প্রথা প্রশস্ত জানিয়া।
খ্যাত অষ্টবিধ বিবাহ পদ্ধতি
ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য তথি

আসুর, রাক্ষস, গান্ধর্ব্ব পৈশাচ
প্রাচীন ভারতভূমে সদা প্রশংসিত।

অষ্টবিধ মাঝে পূর্ব্বদ্দিষ্ট চারি
শাস্ত্র প্রশংসিত সুবিহিত-কারী
পরোদ্দিষ্ট চারি শাস্ত্রেতে নেহারি
আর্য্যের সমাজে নাহি হয় সমাদৃত।

তন্মধ্যে রাক্ষস বিধির বিহিত
ক্ষত্রিয় সমাজে চির প্রশংসিত,
ধন্য বলি তারে যেই কন্যা হরে
বিমুখিয়া করপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিগণে।

কিন্তু এই প্রথা আজন্ম পূজিতা
ক্ষত্রিয় সমাজে সদা সমাদৃতা,
তথাপি শাস্ত্রেতে পাইবে দেখিতে
নহে আর্য্যপ্রশংসিত ত্রিবিধ কারণে।

প্রধানতঃ দোষ, অনিচ্ছা বালার,
বলেতে তাহারে হরণ যে করে
প্রণয় ভাজন হয় কি সে জন?
প্রণয়ের রীতি ইহা নহে ত ধরাতে।

প্রমত্ত মাতঙ্গ পশি সরজলে
করে বিচরণ মহা কুতূহলে
বিদলিয়া পদে মৃণাল কমলে
কমল আসক্ত কভু হয় করি-পাদে?

অনার্য্য কুলেতে লভিয়া জনম
আর্য্য কুলবালা করিলে হরণ,
কুলের গৌরব নিশ্চয় লাঘব
স্বর্ণের গৌরব যথা শামিকা পরশে।

সমাজ বন্ধন না হয় রক্ষণ
যথা তথা বালা করিলে হরণ,
উৎপত্তি তাহাতে সঙ্কর বরণ
পঙ্কিল সলিল বল কে পিয়ে হরষে ?
সুভদ্রা হরণে যদুকুলে পুন
না পশিবে দোষ তাহে কদাচন,
স্বেচ্ছায় বালিকা রথের চালিকা
অকাট্য প্রমাণ ইহা আসক্তি-বন্ধন।
ভোজকন্যা গর্ভে পাণ্ডব জনম,
নিন্দিতে সে বংশ কে হয় সক্ষম ?
যদুবংশ তাহে অর্জ্জুন-বিবাহে
মিলিবে মণির সহ কাঞ্চন যেমন।
উদ্বেলিত যথা বারিধির জল
চন্দ্র সহ সূর্য্য-আকর্ষণ-ফল
তেমতি দুকুল হইবে অতুল
শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমে ছাইবে ধরণী।
যে কুলে বিবাহ-উদ্যোগী আপনি
মিলিয়াছে সেই কুলে ভদ্রা ধনী,
রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের নন্দন
হেন জনে ভগ্নীদান শ্রেষ্ঠ বলে গণি।
ভগিনী তোমার প্রফুল্ল নলিনী
পার্থ রবিকরে উৎফুল্ল ভামিনী
মনোগত স্বামী পাইয়া মানিনী
যশস্বিনী হবে বালা অবনী মণ্ডলে।
চন্দ্রবংশচূড়া পার্থ মহারথী,
যাদবী ললাম ভদ্রা গুণবতী,

রূপগুণ শীলে দু'হুজন মিলে
চন্দ্রমা রোহিণী যথা নীল নভস্তলে।

বীর অগ্রগণ্য একে পার্থ রথী,
তাহাতে আবার সুভদ্রা সারথি,
কে সমর্থ তারে নিবারে সমরে ?
অসম্ভব কার্য্য ইহা কহিনু সবায়।

বিক্রম-কেশরী লাঙ্গলীর সনে
মুরারি সমর্থ পার্থের নিধনে ;
জীবন্ত বন্ধনে কিন্তু হেন জনে
সমর্থ এমন জন নাহি এ ধরায়।

নাশিলে অর্জ্জুনে কিবা ফল তায় ?
বাঁচাতে নারিবে তা হলে ভদ্রায়,
প্রফুল্ল কমল ছিঁড়িলে মৃণাল
ডুবিবে অতল জলে কহিলাম সার।

অজেয় জগতে ইন্দ্রের কুমার
যদি জিনি রণে দোঁহে দুর্নিবার
সুভদ্রা লইয়া যায় পালাইয়া
কেমনে দেখাবে মুখ ভুবন মাঝার ?

কি বলিবে, সবে যাদবী যাদবে ?
হাসিবেন ইন্দ্র বসি সুরলোকে,
যত নর নারী দিবে টিটকারী
উচ্চশির হবে নত নাহিক সংশয়।

নিয়তির গতি কে পারে রোধিতে ?
গতানুশোচনা বৃথা করা চিতে,
অপাত্র ত নয় বীর ধনঞ্জয় ;
তারে ভগ্নীদানে যশ গাবে বিশ্বময়।

ভগ্নীর মঙ্গল যদি চাহ চিত্তে
অর্জ্জুনে ডাকিয়া ভদ্রার সহিতে
বিলম্ব না কর, বিবাহ দানিতে,
আনন্দে মাতিবে যত পুরবাসিচয়।”
সমাপিলা হেন মদনমোহন
তর্ক-যুক্তিকুল মধুর বচন
বসন্তে যেমতি ভ্রমর-গুঞ্জন
ছড়ায় পীযূষধারা মোহি শ্রোতৃগণ।
বিকদ্রু, সাত্যকি, শিনি মহাবলী
কৃষ্ণের বচনে সবে কুতূহলী,
কিন্তু হলধরে দেখি কাঁপে ডরে,
না বলিয়া কিছু তাই রহে নতানন।
আর হলধর! কি করিলা শুনি
নিগূঢ় চক্রীর বাণী বিমোহিনী?
সজল নয়নে চাহিলা সঘনে,
না সরিলা বাণী হৃদি-সিন্ধু উদ্বেলিত।
অর্জ্জুন-বিনাশ শুনিয়া উল্লাস,
পরাজয় শুনি লজ্জা, হতাশ্বাস,
বিজয়-বিবাহে ক্রোধাগ্নি প্রকাশ,
কেশব বচনে নানা ভাব বিকাশিত।
হেন ভাবে ধীর রহি কিছুক্ষণ
ছাড়িলা নিশ্বাস বেগে প্রভঞ্জন,
তুলিয়া বদন চাহি সভাজন
বুঝিলা সকলে মুগ্ধ কৃষ্ণের বচনে।
দেখি সভাজনে আনন্দিত মন
বিষাদের হাসি ছাইলা বদন,

পলাইল রাগ আইল বিরাগ
সম্বোধি অনুজে কহে সুদীন নয়নে।
"আরে চিরশঠ! চক্রি-চূড়ামণি
যে বাক্যে ভুলালি যত যদুমণি,
সে বাক্য ছটায় ভুলাতে আমায়
সমর্থ হইবি তুই কভু কোন কালে?
বিহগে ধরিতে যেই ফাঁদ পাতে
কেশরী কখন পড়ে কি তাহাতে?
সভাজন ভুলে তোর ষড়জালে
দাদা বলরাম তোর না ভোলে ভুলালে।
চিরকাল দোঁহে থাকি এক সাথে
চিনেছি জেনেছি তোরে ভালমতে
মনোগত ভাব ছলনা কৈতব
অগোচর নহে কিছু আমার সকাশ।
ন্যায় যুক্তি তব সর্ব্বত্রে বিদিত,
যুক্তিতে অবশ্য আমি পরাজিত,
ন্যায় বোধে তাহা সর্ব্বথা সঙ্গত
যুক্তিতে ঠেলিব তোমা নাহি করি আশ
সভাতে সেদিন তুলিলে যখন
ভদ্রা স্বয়ম্বর অদ্ভুত কথন
শঠ চক্রজালে আপনি না ব'লে
বলালে মন্ত্রীকে তব ভাব মনোনীত।
আবার যখন জননী-যুগল
সাধিল আমারে আঁখি ছল ছল,
ভদ্রাদান তরে অর্জ্জুনের করে,
চক্রীর চক্রান্ত বলি তাহাও বিদিত।

হের দেখ আজি শুনিনু সহসা
ভদ্রা চালে রথ লয়ে রশ্মি কশা
অর্জ্জুন-হরণে নাহি লজ্জা মানে
ইহাও চক্রান্ত তব ওহে যদুরায় !

ঘটনার স্রোতে ঘটিয়াছে যাহা
তব যুক্তিবলে অনিবার্য্য তাহা,
বিশেষত ভদ্রা অর্জ্জুনে আসক্তা
চক্রীর চক্রান্তে ইহা অমোঘ সহায়।”

বলিতে বলিতে হলীর বদনে
ছাইল কালিমা বিষাদ দহনে
কৌরব স্মরণে আকুলিত মনে
ছাড়িয়া সুদীর্ঘ শ্বাস কহে সুবিহিত।

“গিয়াছে অক্রূর কুরু নিমন্ত্রণে
বরিতে সাদরে রাজা দুর্য্যোধনে
দেখাইব মুখ তাহারে কেমনে
অনুচর সঙ্গে যবে হবে উপনীত।”

নীরবিলা হলী, কিন্তু সে বচনে
কৃষ্ণনিন্দা শুনি উৎকণ্ঠিত মনে
ভদ্রা-পরিণয়-সঙ্কল্প-সাধনে
প্রকাশিল ব্যগ্র ভাব সদস্য-আননে।

বুঝিলা শ্রীপাল নির্ভীক-হৃদয়
অতুল যাহার গূঢ় নীতিচয়
হলী ভয়ে কেহ নাহি কথা কয়,
নিরপেক্ষভাবে ভাষে যত সভাজনে।

উদিলে গগনে নব জলধর
নিরদয় গ্রীষ্মে তাপিত-অন্তর

সতৃষ্ণ নয়নে দেখে যথা নর
বারি-বিন্দু কামনায় উন্মেষ নয়নে।

তেমতি সদস্য নবঘনশ্যামে
পূরাইবে আশা সাধি মনস্কামে
লাঙ্গলী বচনে সদুত্তর দানে
নেহারিলা উদগ্রীব হইয়া সঘনে।

"ভদ্রা লাগি কেন যদুকুলধন!
বৃথা কর মোরে দোষের ভাজন
কৌরবে পাণ্ডবে যারে মনে লাগে
কর ভদ্রাদান তাহে ক্ষতি কি আমার

অথবা যদ্যপি ইচ্ছা হয় মনে
দেহ আজ্ঞা দাসে যুঝিতে অর্জ্জুনে
বিনাশি তাহারে লয়ে সুভদ্রারে
চরণ-সরোজে দেব! দিব উপহার।"

কৃষ্ণ-বলরাম-জল্পনা অপার
লইয়া অদৃষ্ট শুভাঙ্গী ভদ্রার
শুনি মাতামহ প্রধান সবার
সম্ভাষিলা ক্ষুব্ধ রামে পীড়িত সরমে।

"তাত বলরাম! লজ্জার কারণ,
বিতর্ক অনেক সদস্য সদন
হ'ল আলোচন ভদ্রা নিবন্ধন
অশনি-সম্পাতসম বাজিল মরমে।

আদর পালিতা অভিমানবতী
শুনিলে এ কথা ভদ্রা গুণবতী
বাঁচিবে না প্রাণে, হেন অপমানে,
বিষাদ পাথারে হবে দ্বারকা মগন;

তাই বলি তাত ! ত্যজি অভিরোষ
যাহাতে সবার হয় পরিতোষ
লয়ে ভদ্রাধনে প্রদান অর্জ্জুনে
বিপুল-বৈভব বীর ত্যজি দুর্য্যোধন।”
‘বাঁচিবে না প্রাণে ;’ নিদারুণ বাণী
ভেদিল রামের কঠিন পরাণী
আলোড়িল হিয়া বিষাদে তখনি
দেখিবারে ভদ্রা রাম হইলা অধীর।
দেবকী, রোহিণী, রাম, কৃষ্ণমণি
সবার যতনে পালিতা ভদ্রানী
হেন আদরিণী প্রাণের ভগিনী
কাঁদিতেছে শুনি রাম হবেন বধির ?
শৈশবে যে ভদ্রা ভ্রাতৃদ্বয় সনে
বিচরিত সদা রথ আরোহণে
কৈশোরে যে পুন সারথি নিপুণ
রাম কৃষ্ণ স্যন্দনেতে সদা বিহরিত,
এবে সে যুবতী রূপে অতুলন
কুরুপতি সহ বিবাহ-বন্ধন
শুনি মহা খেদে অবিরত কেঁদে
আর নাহি আগুসারে বলরাম ভিত।
বুঝিলা এক্ষণে দিলে অন্যজনে
সরলা কামিনী না ধরিবে প্রাণে ;
প্রফুল্ল নলিনী সর সুশোভিনী
রোপিলে মরুতে কভু রাখে কি পরাণ ?
দুর্ব্বহ চিন্তার তরঙ্গ-পীড়নে
প্লাবিল হৃদয় হলীর সঘনে,

অমনি যাদব হইলা নীরব
সবিষাদে মনোদুখে সভা বিদ্যমান।
না দিলা উত্তর দেব হলধর
দেখি সম্ভাষিলা হরষে শ্রীধর,
"কি হেতু রহিলে আর্য্য! নিরুত্তর?
কি হেতু বাধিছে বল তোমার অন্তর?
হেরি মৌনভাব আজি আপনার
যাদবের আশা হ'তেছে সঞ্চার,
সম্মতি লক্ষণ ভাবিয়া এখন
হউক যাদবগণ কার্য্যেতে তৎপর।
যদি সুযোধন দলবল সনে
হন উপনীত দ্বারকা ভবনে,
তুষিব তাহারে মিষ্ট আলাপনে,
যাদবের হাত নাই সুভদ্রা হরণে।
বীরের সুলভ্য রমণী রতন,
বীর বিনা তায় কে করে অর্জ্জন?
যে জন জিনিবে, সেই লয়ে যাবে
পূর্ব্বাপর কথা ইহা খ্যাত ত্রিভুবনে।
অতএব দূত যাক একজন
বাহুড়িতে ত্বরা সুভদ্রা অর্জ্জুন,
মিলুক দুজনে বিবাহ-বন্ধনে,
পূর্ণ হোক সবাকার অভীষ্ট কামনা।
মাতুক দ্বারকা অপার উৎসবে
উড়ুক পতাকা প্রতি গৃহে এবে
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গাঁথ ফুলহারে
সৌন্দর্য্যেতে সুরপুরী করিয়া লাঞ্ছনা।"

পাইয়া সম্মতি বীর বলরামে
গেলা সাত্যকি হরষিত প্রাণে
ডাকিতে ভদ্রা অর্জ্জুন সঙ্গে
বাঁধিতে দুঁহুজনে প্রেম আলিঙ্গে

আসিয়া কুরুগণ দ্বারকপুরে
দেখিয়া অর্জ্জুন ভদ্রারে হরে
দুঃখিত অন্তরে দলবল সনে
প্রত্যাবর্ত্তিল হস্তিনা ভবনে।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন-কাব্যে 'রামাভিমানশান্তি' নাম সপ্তদশঃ সর্গ।

অষ্টাদশ সর্গ।

অপূর্ব্ব সুন্দর সুমোহন সাজ
সাধে দ্বারবতী পরিয়াছে আজ,
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষের কোলে
তরুণ পল্লব সমীরণে দোলে,
কুসুম স্তবক তাহে শোভা পায়।
প্রতি গৃহদ্বার কুসুমে ভূষিত,
সৌধরাজি যত সুন্দর সজ্জিত,
প্রতি গৃহচূড়ে পতাকা শোভিত
নয়নরঞ্জন ভদ্রা নামাঙ্কিত
সগর্ব্বে উড়িছে আকাশের গায়।
প্রতি দেবগৃহে বাজিছে বাজনা
শঙ্খ করতাল বাদ্যযন্ত্র নানা,
নাচিছে অপ্সরা চঞ্চল-লোচনা,
গায়িছে সুতানে কিন্নর-অঙ্গনা,
পৌরজন-মন বিমোহিত যায়।
দুই ধারে হর্ম্ম্যরাজি বিরাজিত,
মধ্যে রাজপথ অপূর্ব্ব সজ্জিত
সুগন্ধ মিশ্রিত সলিল সিঞ্চিত
অতি সযতনে সদা সম্মার্জ্জিত
চলে নরযান তাহে স্রোতপ্রায়।

পুত্রের বিবাহে বাসব হরষে
স্বরগ হইতে কুসুম বরষে,
সেই পুষ্পরেণু বহিয়া পবন
সুগন্ধ চৌদিতে করে বিতরণ
ঘ্রাণেন্দ্রিয় যাহে তরপিত হয়।
পাণ্ডবের জয় যাদবের জয়
ধ্বনিছে সর্ব্বত্র দ্বারাবতীময়
দৌবারিকগণ ফিরি ঘন ঘন
কেশরী গর্জ্জন নাদিছে সঘন
সুবিশাল ভুজে ধরি দণ্ডচয়।
সম্মোহন বাণে সুপ্ত যদুবল
অর্জ্জুন কৃপায় ত্যজেছে ভূতল,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দারাপুত্রগণ
সবে আনন্দিত উৎসবে মগন,
পরিপূর্ণ সুখে সবার হৃদয়।
ভদ্রা-পরিণয়ে হলীর সম্মতি
লভিয়া মেতেছে পুরী দ্বারবতী,
সকলের আশা এবে ফলবতী,
মহানন্দে মাতি যত মহারথী
কার্য্য পরিদর্শী ফিরিছে সঘন।
সাত্যকি বচনে ইন্দ্রের নন্দন
ত্বরায় আসিবে সহ ভদ্রাধন,
মিলিবে উভয়ে সুখ সম্মিলনে
লভিবে সুভদ্রা হৃদয়-রতনে
সবার বদনে একই কথন।

অপূর্ব্ব রঞ্জিত বসনে ভূষিত
বিবাহ মণ্ডপ চারু সুগঠিত,
বরপক্ষ তরে আবাস মন্দির
পল্লবে শোভিত অতীব রুচির,
অশ্ব গজ-শালা সজ্জিত সুন্দর।
পথ, ঘাট, বাট আলোক-সজ্জিত
গৃহ অট্টালিকা আলোকে মণ্ডিত
সুরপুরী যেন করিয়া লাঞ্ছনা
শোভিছে দ্বারকা অতি সুশোভনা
নিশিতে উদিত যেন দিবাকর।
পুরীর বাহিরে রাজপথ মাঝে
বিশাল উন্নত তোরণ বিরাজে
পুষ্পমাল্য তায় অতি মনোহর
খচিত আলোকে দীপিছে সুন্দর
সুগন্ধে চৌদিক আমোদিত করে
অচিরে আসিবে সুভদ্রা-রতন
লাঙ্গলী কৃষ্ণের আদরের ধন
সহ ধনঞ্জয় রাজীব-লোচন,
অভ্যর্থনা আশে করিয়া মনন
দাঁড়ায়ে তোরণে দুই সহোদরে
লাঙ্গলী মুরারি যদুকুলধন
উন্নত শিরষি উষ্ণীষ শোভন,
মনিকুলে তায় আলোক ছটায়
প্রতিফলি তেজে দ্বিগুণ বিভায়
ঝলসিত করে দিক সমুদায়,

অদ্রিশির-শোভি হিমানী উপর
ভাতিলে সতেজে দিবাকর-কর
এমনি আলোক চৌদিকে ছড়ায়।

সুবিশাল বক্ষ আয়ত্ত লোচন
আজানুলম্বিত ভুজ সুগঠন
ক্ষীণ কটীদেশ কেশরি-গঞ্জিত
যুগ্ম শালতরু একত্র-বর্দ্ধিত
হেরিলে নয়ন হয় বিমোহিত।

একে কৃষ্ণবর্ণ অন্য শুভ্রকায়
মুক্তামালা মধ্যে ইন্দ্রনীল প্রায়,
শ্বেতপদ্ম মধ্যে যথা নীলোৎপল,
শুভ্র মেঘপাশে নীলাম্বর-তল
উভয়ের অঙ্গে মাধুরী ক্ষরিত।

জনস্রোত এবে বাড়ে অনিবার
দেখিবে বিবাহ শুভাঙ্গী ভদ্রার,
হেরিবে সম্মুখে বীর ধনঞ্জয়
জিত যার তেজে যাদবেন্দ্রচয়
ঔৎসুক্যে সবার হৃদয় পূরিল।

মূহূর্ত্তে হেরিলা যদুবীর-দ্বয়
যুক্ত রক্তবর্ণ তেজস্বান হয়
কাঞ্চন কিঙ্কিণী শব্দ-মুখরিত
শ্রীকৃষ্ণ-স্যন্দন দারুক চালিত
বিস্ময়-বিহ্বল সকলে হেরিল।

রথের উপরে দারুক সুধীর
সম্ভ্রমে আনত সমুন্নত শির
কশা রশ্মি হাতে শোভিছে রুচির
দেখিয়া সম্মুখে যাদব প্রবীর
সংযমিছে রশ্মি নিবর্ত্তিতে রথ।

রথ মধ্যে স্থিত ভদ্রা ধনঞ্জয়
হেরিলা তোরণদ্বারে ভ্রাতৃদ্বয়,
অমনি লাজের রক্তিমা সহজ
ছাইল দোঁহার বদনপঙ্কজ,
ভাবে পার্থ, "হের, কে আগুলে পথ
সংযমিছে রথ দারুক সুমতি,
কেমনে ভেটিব দুই মহারথী ?
লাঙ্গলি-অমতে হরিয়া তোমারে
এখন মরমে হৃদয় বিদারে,
কেমনে এ মুখ দেখাইব তায়।
তুমিই আমার প্রিয়তমা সখী,
গুণের তোমার সীমা না নিরখি,
ধরি তব যুক্তি সংগ্রাম ভিতরে
নিবারি যাদবে সম্মোহন শরে
লভিনু সুযশ তোমার কৃপায়।
নতুবা অমোঘ সন্ধানে আমার
হতাহত হ'লে যাদব-সম্ভার
বলনা কেমনে আমরা দুজনে
মিলিতাম আজি যদুকুল সনে
যদুলোহে কর সুরঞ্জিত করে।
কি বলিত বল শুনি হলধর
ধ্বংস পার্থ-শরে যাদবনিকর ?
কিবা ভাবিতেন শ্রীকৃষ্ণ আপনি
যাদব হৃদয়ে বাজিত অশনি
না চাহিত মোরে ঘৃণারোষ ভরে।

জ্ঞাতিবন্ধু-শোকে, রোষ, অভিমানে
পারিতে তুষিতে প্রেম সুধাদানে
তুমিও কি আজ তোমার অর্জ্জুনে ?
বিদগ্ধ হইতে মনের আগুণে,
হাসে কি সে, যারে দংশে বিষধরে ?"

বিরমিলা তবে পার্থ মহারথী,
কিবা উত্তরিলা ভদ্রা গুণবতী ?
পশে যদি শব্দ শ্রবণ বিবরে
না পশিলে কিন্তু সম্যক অন্তরে
প্রণিধান তাহে কে করিতে পারে ?

ভাসিছে সুদতী সুখের সাগরে
কেবা উত্তরিবে তার প্রাণেশ্বরে ?
আনন্দ লহরী শিরায় শিরায়
ধাইতেছে দ্রুত তড়িতের প্রায়,
শূন্যমনে বালা চৌদিকে নেহারে।

জাগিয়া যেন বা দেখিছে স্বপন,
না বুঝিলা কেন এত আয়োজন,
কেন এত সজ্জা এত সুশোভন,
জনস্রোত পথে বহে অনিবার ?

যাদবের জয়, পাণ্ডবের জয়
ধ্বনিছে সর্ব্বত্র দ্বারাবতীময়,
শুনিল ললনা মঙ্গল বাজনা
যাদব-পাণ্ডব-বিজয়-ঘোষণা,
নারিলা বুঝিতে কারণ তাহার।

তোরণ সমীপে থামিলা স্যন্দন,
করি ভদ্রাবতী মোহ নিরসন
মনোগত ভাব স্ফুরিতে তখন
সম্বোধি প্রাণেশে করিলা যতন,
মনের আবেগে কিন্তু মৌনী রয়।

থামিলা স্যন্দন, ভদ্রা বিধুমুখী
নীরব নিশ্চল লাজে নতমুখী,
অগ্রজ সম্মুখে আপন দয়িতে
না চাহিলা সতী, সম্মান রক্ষিতে,
পূজ্য-জন কভু অবজ্ঞার নয়।

থামিলা স্যন্দন, হেষে অশ্বগণ
না পারি সম্মুখে করিতে গমন,
ফেনপুঞ্জ মুখে নাসিকা স্বননে,
আস্ফালিছে পৃথ্বী রহি ক্ষণে ক্ষণে,
বিলম্ব যেন বা না সহিছে প্রাণে।

থামিলা স্যন্দন, ভাই দুই জন
দুই ভিতে রথে করে আরোহণ
ভদ্রার্জ্জুনে ত্বরা করি আবাহন
লইতে দোঁহারে বিবাহ-ভবন
যাদব যাদবী সঙ্গত যেখানে।

যুবক যুবতী লাঙ্গলী কৃষ্ণেরে
সম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গে সন্নমিতশিরে
প্রণমি বন্দিলা চরণ দোঁহার,
কিন্তু বলরামে না চাহিলা আর,
কি করে, কি বলে, সম্যক না গণি।

আলিঙ্গি দম্পতি প্রীতি-স্নেহভরে
ভাষিলা লাঙ্গলী রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে,
"প্রাণের ভগিনি ! চির আদরিণী
কেন হেরি আজি তোরে বিষাদিনী ?
আয় বক্ষে ধরি নয়নের মণি !
বড় সাধ তোরে সমর্পণ তরে
কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন করে,
সুখে ঊনশত দেবর সেবিত
আনন্দে সময় হইত অতীত,
ভ্রাতা ইচ্ছে সদা ভগিনীর হিত।
তোমার আসক্তি পার্থের উপরে
ছিল অবিদিত হলীর গোচরে,
তাই সে জল্পনা সংসদ-মাঝারে,
নিন্দেছি পাণ্ডবে অশেষ প্রকারে,
করেছি ভৎর্সনা মাতারে অমিত।
জানত রামের স্বভাব কোপন,
জ্বলিলে হৃদয়ে ক্রোধ-হুতাশন
গুরু লঘু জ্ঞান না থাকে কখন,
কার সাধ্য তারে করে নিবারণ
দাবানল যথা কানন ভিতর।
কিন্তু কি জাননা প্রাণের ভগিনি !
অন্তরে তাহার স্নেহ-প্রবাহিণী
বহিছে সতত ফল্গুর সমান,
না করি কখন আত্মপর-জ্ঞান
লোকহিত ব্রতে সর্ব্বদা তৎপর।

হয়ে ক্রোধান্বিত অপ্রিয় বচন
করেছি প্রয়োগ মঙ্গল কারণ,
তা বলে কি সতি ! তুমি বুদ্ধিমতী
হইবে বিমুখ অগ্রজের প্রতি ?
ত্যজ অভিরোষ তাহার উপর।
কি হেতু সুভদ্রে ! জড় সড় ভয়ে ?
নিদাঘ-সন্তাপে দহে বল্লীচয়ে,
বরষায় পুন বৃষ্টিধারাপাতে
অপূর্ব্ব সুন্দর মোহন সজ্জাতে
জড়ায় পাদপে নেত্র প্রীতিকর
কৌরব-নিদাঘ এবে অপগত,
সুখের বরষা ধরণী-আগত,
স্নেহের লতিকা ভদ্রা গুণবতি !
ত্যজি লজ্জা ভয়, পুলকিত মতি
উঠহ আলম্বি পার্থ তরুবরে।
চল দোঁহে চল বিবাহ-ভবন,
আত্মীয় স্বজন সহ পুরজন
দেখিতে উৎসুক তোমা দুইজনে,
মিলাইবে দোঁহে সুখ সম্মিলনে,
ভাসুক দ্বারকা সুখের সাগরে।'
বালা-বিভীষিকা লাঙ্গলী-প্রকৃতি,
মদালস রক্তে সতত বিকৃতি,
ভয়াবহ আর নিকটে ভদ্রার
না হইলে এবে, তথাপি তাহার
হরিয়া হৃদয়সার যন্ত্রণা বাড়ায়

ভীষণ যেমতি হেরি বিষধরে
না যায় নিকটে ভয়ত্রস্ত নরে,
কিন্তু সেই ফণী যবে বিষহীন
মানব-হৃদয় আতঙ্ক-বিহীন,
সর্প বলি তবু তাহারে ডরায়।
রামের আদেশে দারুক সারথি
চালাইলা রথ মৃদুমন্দ গতি,
দ্বিভাগে বিভক্ত করি জনস্রোত
তটিনী বক্ষেতে চলে যথা পোত
রাখি জলরাশি দুই ভিতে তার।
যাদবের জয়, পাণ্ডবের জয়
নাদিলা দুধারে পুরবাসিচয়,
যেন স্রোতস্বতী জাহ্নবী যমুনা
গাহে দুই কূলে বিভুর করুণা
বিমোহিত করি মানস সবার।
শুনিয়া সোদর-প্রীতি-সম্ভাষণ,
হৃদয়েশ সনে সুখ সম্মিলন,
সুভদ্রা হৃদয় জ্ঞান-ভক্তিময়
অমিয়ধারায় পরিপ্লুত হয়,
ভক্তিভরে সতী স্মরিলা মহেশে।
ভক্তের হৃদয় দেবতার স্থান,
নাহিক সেখানে কালাকাল জ্ঞান,
নির্ঝরিণী সম ভক্তি প্রস্রবণ
করি ভক্তিধারা হৃদে বরিষণ
প্রবর্ত্তিলা তায় ডাকিতে দেবেশে।

কৃতাঞ্জলিপুটে করি প্রণিপাত
ডাকিলা সুভদ্রা "প্রভু বিশ্বনাথ!
করুণা আকর না হলে কি কভু
পূরিত দাসীর বাঞ্ছা তব প্রভু?
সাধন-কারণ সব মনস্কাম।
দূষেছি তোমায় বিকৃত হৃদয়,
ভকত বৎসল তুমি প্রেমময়,
মাণিক্য প্রবালে অতুষ্টি তোমার,
বিল্বদলে তুষ্টি বিদিত সংসার,
আশু তুষ্টি, তাই আশুতোষ নাম।
যেই জন লয় তব পদাশ্রয়
মনোবাঞ্ছা তার পূর দয়াময়,
ক্ষম এ দাসীরে নিরাকরি ভয়,
বালিকা হৃদয়ে বিষাদ-প্রলয়
আর যেন প্রভু স্থান নাহি পায়।
আশ্রিতা দাসীরে অভীষ্ট প্রদানে
ঢেলেছ পীযূষ হতাশ পরাণে,
নাশিয়াছ তমঃ, দেব দয়াময়!
দেহ বর ভিক্ষা হে দেব চিন্ময়!
থাকে চিরকাল মতি তব পায়।"
ভকতবৎসল দেব পশুপতি
জানিলা ভদ্রার ভকতি প্রণতি,
একাসনে যথা বসি গৌরীসনে
কহেন বুঝায়ে সানন্দিত মনে
আগম নিগম অদ্ভুত কথন।

আগম নিগম শঙ্কর-বদনে
প্রবাহিছে স্নিগ্ধ মধুর স্বননে,
প্রবাহিত যথা পবিত্র তটিনী
গোমুখী হইতে ত্রিলোকতারিণী
মধুর নিস্বনে মাতাইয়া মন।
শুনিয়া সে কথা স্তম্ভিতা ভবানী
পুলক-পীযূষে পূরিত পরাণী,
বিস্মিত গণেশ মহাতত্ত্বজ্ঞানী,
কৈলাস-নিবাসী আর যত প্রাণী,
সবারি হৃদয় আনন্দে মগন।
ভক্তি-প্রণোদিত ভদ্রার আহ্বান
পশিল শ্রবণে, দেব ভগবান
আগম-বিবৃতি হতে বিরমিয়া
হাসিলা মধুর দেবীকে চাহিয়া,
তাহা দেখি উমা প্রাণেশে কন।
"কেন মৌনভাব ধরিলে হে নাথ!
কেনবা সহসা প্রভু বিশ্বনাথ!
চাহিয়া আমারে ঈষৎ হাসিলা
ভ্রূভঙ্গী সহিত ক্ষণে নেহারিলা
কি ভাব অন্তরে হইল উদয়?"
হাসি মহেশ্বর কহিলা উমারে,
"ভাবি দেখ সতি! নিন্দিয়া আমারে
বলেছিলা ব্যঙ্গ করি বার বার,
'ভদ্রাসম শিষ্যা আছে কত আর,
প্রকাশি দাসীর জুড়াও হৃদয়।'

নহে সদাশিব কৃপণ কখন
ভক্ত-মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ,
অঙ্কুশ বিঁধিলে ভক্তের চরণে
বজ্রাঘাত-সম বাজে মোর মনে
তোমার গোচরে নহে অবিদিত।
হৃদয়-বিকারে প্রপীড়িত বালা
জুড়াতে আপন হৃদয়ের জ্বালা
সম্বোধি আমারে কহে রুক্ষভাষ,
তাহা শুনি কত বিদ্রূপের হাস
ইঙ্গিতে দেখালে ভক্তের চরিত।
আজি শুন বালা দয়িত-মিলনে
একান্ত প্রণত উল্লসিত মনে
কৃষ্ণ কামপাল হুঁহু সন্নিধান
কেমন করিছে মম স্তুতিগান,
তাই হাস্য এবে অধরে স্ফুরিত।
ভদ্রাভক্তিডোরে আবদ্ধ শিবানি!
তুষেছি তাহারে অর্জ্জুনে প্রদানি,
লভি প্রাণেশ্বরে হউক সুখিনী,
প্রিয়শিষ্যা মম যাদব-নন্দিনী
দিতে মনোব্যথা পারি কি তাহারে?
কিন্তু হের প্রিয়ে মানব চরিত্র
কিরূপ অদ্ভুত কিবা সে বিচিত্র!
নিরাশ হইলে ইষ্টবস্তু আশে
বালকের ন্যায় অশ্রুজলে ভাসে
কামনা অতৃপ্ত, কে পূরাতে পারে?

লোকাতীতযশা অর্জ্জুন ভদ্রায়
পাইয়াছে সতি! আমার কৃপায়,
আরো যশোভাগী তাহায় করিব
কিরাতের বেশে যবে প্রদানিব
দিব্য পাশুপত পরাভব-ছলে।”
হাসিলা পার্ব্বতী, হাসে প্রমথেশ,
মহাবিজ্ঞ জ্ঞানী হাসিলা গণেশ,
নন্দী ভৃঙ্গী আদি পারিষদগণ
মহানন্দে সবে হইলা মগন,
আনন্দে বিভোর কৈলাসে সকলে।
চলিলা স্যন্দন সুবর্ণ-মণ্ডিত,
প্রতিফলি তাহে রাজপথস্থিত
দীপাবলী যত অযুত অযুত
ভাতিছে উজ্জ্বল আলোকে অদ্ভুত
ঝলসি নয়ন তড়িত বিভায়।
রাজপথ পার্শ্বে অলিন্দ উপরে
তাম্বূল-চর্ব্বিত অরুণ-অধরে
হুলাহুলী দিয়া পুরনারীগণ
অঞ্জলি অঞ্জলি লাজ বরিষণ
করে ভদ্রার্জ্জুনে সানন্দ হিয়ায়।
যে সৌধ-সম্মুখে উপনীত রথ
রথের আলোকে উদ্ভাসিত যত
পুরন্ধ্রী-বদন, লাজে নত-শির
জয়ধ্বনি নাদে গরজি গভীর
হুলাহুলী শঙ্খধ্বনি করে ঘন।

পথের দুভিতে অলিন্দ উপর
দাঁড়ায়ে অঙ্গনাকুল মনোহর,
রমণী-বদন প্রফুল্ল কমল
আঁখি তদুপরি যেন অলিদল
মালাকারে সৌধে করেছে শোভন।
অগ্রগামী হলে যাদব-স্যন্দন
দুঃখে পুরাঙ্গনা হয় নিমগন,
পুরত আস্থিত মহিলা সকলে
করে জয়ধ্বনি মহা কুতূহলে
সুখ পরে দুঃখ, শিক্ষা দেয় ভবে।
শঙ্খ হুলুধ্বনি পুরন্ধ্রীবর্গের,
ক্বনিত কিঙ্কিনী কাঞ্চন-রথের,
অশ্ব হেষারব, জন কোলাহল
তুলিলা অব্যক্ত আরাব প্রবল
নাদে ঘোর যথা জলোর্ম্মী অর্ণবে।
দেখিতে দেখিতে বিবাহ-ভবনে
উতরিলা রথ মন্থর-গমনে,
সহ সত্যভামা যতেক সুন্দরী
দিলা লাজাঞ্জলি স্বর্ণপাত্রে ভরি,
ফুলিছে আনন্দে সবার হৃদয়।
কৃষ্ণ কামপাল হরষিত মনে
লয় বরবধূ বিবাহ আসনে,
গাহে নর নারী আনন্দ অন্তর
‘অর্জ্জুন ভদ্রার অনুরূপ বর’
ধ্বনে সেই রব দ্বারাবতীময়।

বরবধূ ঈক্ষণে ঈর্ষাভরে
অতুলন হেরয়ি রূপছাঁদে
বদন লুকাইতে অন্ধকারে
গেল চলি চন্দ্রমা অস্তনগে।

জনগণ চৌভিতে হর্ষমদে
জয় জয় নাদিল উচ্চরবে,
স্তুতিগান গাইল বন্দিগণে,
ঘন ঘন নৌবত বাজে সুখে।

বসুদেব অর্পিলা ভদ্রাধনে
অর্জ্জুন-হস্তে প্রফুল্ল মনে,
রোপিল অঙ্কুর ভারত-উদ্যানে
মাতিল আর্য্য যার গুণগানে।

ইতি ভদ্রার্জ্জুন-কাব্যে 'ভদ্রোদ্বাহ' নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র।

২২৪ পাতার ২৪ লাইনের "জিয়াছে" শব্দটী "পূজিয়াছে" হইবে।
৩১৬ পাতার শেষ লাইনে "শামিকা" স্থলে "শ্যামিকা" হইবে।
৩৩১ পাতার ১৮ লাইনের পর এই লাইনটী হইবে—
"কেন বা সাত্যকি করে আবাহন!"
৵০ পণের পাতার ১৫ লাইনের "অব্যাহিত" শব্দটী "অব্যবহিত" হইবে।
ভূমিকা ৵০ পাতার ২৬ লাইন হইতে 'যখনই' উঠিয়া গিয়া ২৭ লাইনের 'পাণ্ডুলিপিখানি' এই শব্দের পর বসিবে।

ভদ্রার্জ্জুন প্রণেতা

৺গোপালচন্দ্র দত্ত প্রণীত

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা (কাব্য)।

(বস্ত্রহরণ ও রক্তপান)

এইরূপ ফর্ম্মা ফর্ম্মা করিয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মূল্য প্রতি ফর্ম্মা ৴১০ পয়সা।

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রন্থাবলী।

	পুস্তকের নাম		পাবলিসার বা প্রাপ্তিস্থান		মূল্য।
১।	শ্রীগৌরাঙ্গ	...	B. Banerjee & Co.	...	১।০
২।	অন্নপূর্ণা	...	Do	...	৸০
৩।	খুল্লনা	...	Lotus Library	...	৸০
৪।	ভদ্রা	...	Do	...	৸০
৫।	শশিকলা	...	G. N. Halder.	...	৸০
৬।	বামন	...	Minerva Library.	...	৸০
৭।	কালিয়	...	S. C. Addy & Co.	...	৸০
৮।	মায়ামুক্তি	...	Gurudas Chatterjee.	...	১৲
৯।	আলোকা	...	Do	...	১৲
১০।	বিধিলিপি	...	Basumati.	...	৸০
১১।	মলিনা (যন্ত্রস্থ)				